মধু কানের

গীতি-কথিকাবলী

কলঙ্ক-ভঞ্জন

অক্রূর-সংবাদ

মাথুর

প্রভাস

৫।১, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা।

সূচীপত্র

গীত-সূচি

অকারাদি বর্ণানুক্রমিক

মধু কানের

গীতি-কথিকাবলী

কলঙ্ক-ভঞ্জন
অক্রূর-সংবাদ
মাথুর
প্রভাস

কলিকাতা
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
বাণী-পীঠ—৫।১, বিবেকানন্দ রোড

মধু কানের

টপ-কীর্ত্তন

গীতি-কথিকাবলী

কলঙ্ক-ভঞ্জন

অক্রূর-সংবাদ

মাথুর

প্রভাস

৫।১, বিবেকানন্দ রোড,

কলিকাতা।

উৎসর্গ

কৃষ্ণপ্রেমাপ্লুতহৃদয়

বৈষ্ণবমহাজনানুগত

শ্রীযুক্ত গুরুপদ দাস

মহোদয়ের

করকমলে

প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা

বহু বৎসরের পর বহু চেষ্টার ফলে সাধক-গায়ক ৺মধুসূদন কিন্নর কৃত গীতিকাগুলি সংগৃহীত এবং সুসংবদ্ধভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহা একপ্রকার লুপ্ত-রত্নোদ্ধার। ইনি বঙ্গের সর্ব্বত্র মধুকান নামে পরিচিত। ইতঃপূর্ব্বে অনেক সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তকে মধুকানের অনেক গান—যাহা বিক্ষিপ্তভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল, সেই সকল সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে আমি অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে তন্মধ্যে অনেক গানে পরস্পর পাঠান্তর ছিল, তাহা আমরা সংগৃহীত হস্তলিখিত পুঁথী হইতে পাঠোদ্ধার করিয়া লইয়াছি। এবং আবশ্যকতানুসারে ভাষার সঙ্গতি ও সৌন্দর্য্যরক্ষাকল্পে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিতে হইয়াছে। কিন্তু পাছে সুরের কোন প্রকার অসঙ্গতি ঘটে, সেজন্য গানগুলি অবিকল রাখা হইয়াছে।

ঢপকীর্ত্তন গায়ককে একাই সর্ব্বচরিত্রের অভিনয় করিতে হয়; কিন্তু এই গ্রন্থ কলেবর-বৃদ্ধি ও পুনরুক্তির আশঙ্কায় বহুত্র নাটকীয় ভাবে লিখিত হইয়াছে। সেজন্য গায়ক, কে কি বলিতেছে, উক্তির পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিবেন। যে স্থলে ছোট ছোট উক্তি বা প্রশ্নোত্তর, তথা স্বরের ভিন্নতা এবং হস্ত ও মুখের তদনুযায়ী ভঙ্গি দ্বারা বক্তৃতা করিলে শ্রোতাদের বুঝিবার কোন অসুবিধা হইবে না।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, মুর্শিদাবাদ ইস্‌মালীপুর আশ্রম-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুপদ দাস এম বি ভক্তপ্রবর মহোদয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সাগ্রহে আমাকে এই সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য না করিলে আমি হয় ত এই গ্রন্থ এরূপ সুচারুরূপে সঙ্কলনে কৃতকার্য্য হইতাম না।

জন্মাষ্টমী
২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪৩

সঙ্কলয়িতা

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকান যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন উলুশিয়াই গ্রামে ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। তিলকের চারি পুত্র, তন্মধ্যে মধুই জ্যেষ্ঠ। পিতার দারিদ্র্য বশতঃ মধু বাল্যে কিছুই লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি অল্প অল্প পড়িতে পারিতেন বটে; কিন্তু আদৌ লিখিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত সঙ্গীতে সংস্কৃতমূলক শব্দবিন্যাস এবং অনুপ্রাস ও যমক প্রভৃতি অলঙ্কারের ঘটা দেখিয়া এ কথা আমাদের নিকটে বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় না। শৈশবকাল হইতেই ইহাঁর গীত-রচনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। ইনি যৌবনে ঢাকা নগরীর প্রসিদ্ধ কলাবিদ্ গায়ক ছোট খাঁ, বড় খাঁর শিষ্য হইয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন। অনন্তর ঢাকা হইতে যশোহর জেলার রাঢ়খাদিয়া নিবাসী রাধামোহন বাউলের নিকটে আসিয়া তিনি ঢপ-সঙ্গীত শিক্ষা করেন। এই ঢপ-সঙ্গীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে কলঙ্ক-ভঞ্জন, মাথুর, অক্রুর-সংবাদ ও প্রভাস বা কুরুক্ষেত্র (কেহ বা কুরু-প্রভাস বলেন) পালা রচনা করেন। তাঁহার সঙ্গীতগুলি অতীব ভক্তিরসপ্রধান। মধুকান ঢপকীর্ত্তন দ্বারা কয়েক বৎসর বঙ্গের সুধীবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তদ্বিরচিত গানগুলি এখনও অনেকের কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। গানের সুরে তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই, স্বয়ংই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। "রামপ্রসাদী" সুরের ন্যায় একটা বিশেষত্ব থাকায় "মধুকানী" সুর সাধারণে এখন যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ গীত 'সূদন' ভণিতাযুক্ত। এক সময়ে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, "মধু,

তুমি 'মধু' নাম ত্যাগ ক'রে 'সূদন' ভণিতা দাও কেন ?" তাহার উত্তরে মধু বলিয়াছিলেন, "মধু পাছে বিষ হয়, এই ভয়ে 'মধু' নাম দিতে আমার সাহস হয় না। ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে চপ গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার যকৃতে, বুকে ও পিঠে ভয়ঙ্কর বেদনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও দেখা দেয়। এই রোগে ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

সঙ্কলয়িতা।

সূচীপত্র

গীত-সূচি

অকারাদি বর্ণানুক্রমিক

শ্রীশ্রীগুরোঃ

শরণম্‌।

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা।

সুর—মুলতান।

পতিত-পাবন বলে সবে।
এবার আমা হ'তে জানা যাবে॥

স্তুতি।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্‌।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্‌॥

চৈতন্যদেব! তব নাম সত্যং।
সংসারসারং তব হে মহত্ত্বম্‌।
ব্রহ্মাদিপূজ্যং গুণাদিগুহ্যম্‌॥
বেদাদিমূলং তব নাম ধন্যম্‌।
যোগীন্দ্রবন্দ্যং চরণারবিন্দম্‌।
নমামি কৃষ্ণ! তব পাদপদ্মম্‌॥

ও গৌরাঙ্গ হে! আমি অতি ভজনহীন, সাধনহীন, কুকর্ম্মান্বিত; সুধা, মরকন্দ কখন তোমার পাদপদ্মে প্রদান করি নাই, গৌরাঙ্গ হে!

বাণী-বন্দনা।

স্থর—মুলতান।

শ্বেত-পদ্মাসনা দেবী চন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাপাণি শ্বেতাভরণ-ভূষিতা ॥
শ্বেতাঙ্গী বরদা শুভ্র অমৃতভাষিণি।
বেদাঙ্গ-বেদান্ত-স্মৃতি-বেদ-প্রকাশিনী ॥
নীরস রসনা তব গুণ নাহি পায়।
অবিরত বিষময় বিষয়ে জড়ায় ॥
বারেক ও পদে মাগো নাহি যায় মন।
মনের মনস্থ নাই করিতে সাধন ॥
তবে যদি নিজগুণে তারো গো জননি।
জানিব তা হ'লে তুমি পতিত-পাবনী ॥
মন্দকুলে জন্ম মোর মন্দ আচরণ।
কুভক্ষ্য ভক্ষণ করি কুকথা কথন ॥
অশেষ কুকর্ম্মান্বিত পুত্র যদি হয়।
তা হ'তে মাতার স্নেহ কভু নাহি যায় ॥
বিদ্যাহীন জ্ঞানহীন অতি অভাজন।
পায় যেন স্থান পায় অন্তিমে সূদন ॥

'ধুয়া—মুলতান।

দেখো যেন যন্ত্রণা না পাই।
সভয়ে অভয় দে মা কৃতান্তে ডরাই ॥

কলঙ্ক-ভঞ্জন

গীতি-কথিকা

প্রস্তাবনা।

বৃন্দাবনং নাম বনং সর্ব্বানন্দ-বিবর্দ্ধনং।
সর্ব্বত্র কুসুমাবৃতং মনোহরং মনোহরং ॥
স্বেচ্ছাধীনং সুশোভনং মন্দবায়ু-সুসেবিতং।
কূজত্ কোকিল-ভৃঙ্গাদিমধুনাদনিনাদিতং ॥
রত্নভূমি সারায়ত্তং তন্মধ্যে মণিমণ্ডলং।
সহস্রদল-পদ্মেষু রাজতে কৃষ্ণবিগ্রহঃ ॥

সেই যে বৃন্দাবনধাম সামান্য ধাম নহে, সে নিত্যধাম; তাহার শোভা কি প্রকার? তথায় নানা প্রকার কুসুম বিকসিত। সিউলী, জাতি যূথি, মল্লিকা মালতী, অশোক কিংশুক, শেফালী, কুন্দ, রজনী-গন্ধা, বক, টগর, বকুল, চম্পক, গুলাল, দুলাল, মাধবীলতা, লবঙ্গলতা, তরুলতা, গুল্মাদি বেষ্টিত, গন্ধে আমোদিত, অতিশয় শোভিত! সেই ধামে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণসহ নিত্য বিরাজ করিতেছেন। সেই—

ধূয়া।

বৃন্দাবন বন নয়।
যত সাধকজনের প্রাণ হয়।

কলঙ্ক-ভঞ্জন

পালা আরম্ভ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে গৌরবিণী। তাঁহাকে গুরুজনগণ শ্যাম-কলঙ্কিনী ব'লে গঞ্জনা দেয়, তাইতে একদা তিনি অভিসারে গমন না ক'রে অভিমানবশতঃ মনে মনে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যতক্ষণ আমার এ কলঙ্ক না ঘুচাবেন, ততক্ষণ আমি শ্যাম-দরশনে যাব না। তুমি—

ধূয়া।

বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর।
মনের সাধ পূরাতে পার॥

কথা।

তখন শ্রীরাধিকা মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নির্জ্জনে কক্ষে বস্‌লেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে সঙ্গে ল'য়ে রাধাকুণ্ডের তীরে গিয়া দেখেন, তখনও শ্রীরাধিকার আগমন হয় নাই; অভিসারের সময় অতিবাহিত হ'য়ে গিয়েছে। তখন সুবলকে সখেদে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, সুবল! রাধা বিনা আমার প্রাণ বাঁচে না! এই ব'লে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেন;—

ধূয়া।

এই স্থানে ব'স তুমি।
বৃন্দের কুঞ্জে যাই আমি॥

কথা।

তখন কাঙ্গালের ন্যায় বৃন্দের মদন-কুঞ্জে উপস্থিত হ'য়ে—

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, অদ্য অভিসারের সময় ব'য়ে গেছে। আমার প্রাণ-বল্লভা রাধিকা এখনও এলেন না কেন? নয়নের তারা আমার রাধিকা সুন্দরী, এক তিল না হেরিলে রহিতে না পারি। অতএব তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি উত্তর দেন।

বৃন্দা। যাও—যাও, আমি নিত্য নিত্য গিয়ে ওসব কথার জন্য সাধ্য-সাধনা কর্‌তে পার্‌ব না।

ধুয়া।

তোমরা মান করিবে ভুজনায়;
আমার সাধিতে প্রাণ যে যায়॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে, তুমি আমার এই দুঃখের সময় এমন কথা বল্‌লে? অতএব তুমি ওরূপ ব'লো না।

সুর।

তোমা বিনা কে মোর আছে;
বল তোমা বই যাব কার কাছে॥

বৃন্দা। আমি রাধাকে আন্‌তে গেলে আমাকে কি দিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই, অতএব তোমাকে সেই প্রাণ দিলাম।

বৃন্দা। ঠাকুর, আপনার একটী বই ত প্রাণ নাই; ঐ প্রাণটী আপনি কা'কে দিবেন। যখন ক্ষীর, সর, নবনীত খাও, তখন ঐ প্রাণ যশোদাকে দেও, শ্রীদাম-সুবলদাদাকে সঙ্গে ল'য়ে যখন গোচারণে

যাও, তখন তাদিগে দেও। যেদিন চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন কর, সেদিন চন্দ্রাবলীকে দেও। যেদিন শ্রীরাধার শ্রীকুঞ্জে থাক, সেদিন ত আর কারোই নয়! আজ তুমি বড় দায়ে ঠেকে প্রাণটী আমাকে দিতেছ।

সুর।

তুমি একটী প্রাণ দেও যারে-তারে।
সেই লাগি রাই মান যে করে।

অতএব ঠাকুর, আমি তোমার ও প্রাণ চাই না।

গীত।

রাগিণী—পরজ। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

প্রাণ দিতে চাও আমায়। (প্যারী ত বেঁধেছে হৃদয়,)
তবে যে দেও যারে-তারে কথায় আর কথায়॥
প্রাণ দান গ্রহণ করি, পতিত হয়েছেন প্যারী,
সে কেন আজ দিবে ফিরি, হরি হে তোমায়॥
প্রাণ হ'তে চরণ ভাল জানি গুণকারী,
প্রাণ দিয়ে প্রাণে মার শুনেছি হরি,
পায়ে পাষাণ মানব হ'ল,
প্রাণ নিয়ে পিতার প্রাণ গেল,
সীতা বনবাসী হ'ল, কাষ্ঠের তরী স্বর্ণ পায়॥
এদানি রাই বিনোদিনী রাজনন্দিনী,
প্রাণ-দান গ্রহণ ক'রে হয় কাঙ্গালিনী,
চরণ দেও—চরণে ধরি,

কথা।

বৃন্দা। আমি আপনার প্রাণ চাই নে, যদি দেন, তবে আমাকে ওই মোহন-বংশীটি দিন্।

শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, বংশী না দিলে যাইবে না; প্রকাশ্যে বলিলেন, বৃন্দে, এই বংশী লও।

বৃন্দা। [অঞ্চল পাতিয়া] দেন্।

শ্রীকৃষ্ণ। না—দেওয়া হ'ল না।

বৃন্দা। দিতে চেয়ে আবার দিচ্ছেন না কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। বাঁশী যদি তোমায় দিব। তবে রাধা-নামটী কিসে ল'ব। আর এই বাঁশীর—

ধুয়া।

নাম রেখেছি কেলেসোনা।
বাঁশী রাধা-মন্ত্রে উপাসনা॥

কথা।

বৃন্দা। ঠাকুর, তোমার প্রাণও চাই না—ও বাঁশীও চাই না।

সুর।

আমি আর কিছু নাই চাই।
যেন শ্রীচরণে স্থান পাই।

কথা।

বৃন্দা। ঠাকুর, আপনি এই স্থানে থাকুন, আমি রাধিকার স্থানে গমন করিলাম।

ব'সে আছেন প্রেমময়ী রাই। অন্তরে অন্তরে রূপ সতত ধেয়াই।
সে কেমন রূপ। নীলকমল, নবকিশোর, নটবর, বেণুকর ইত্যাদি।

এমন সময়ে বৃন্দা উপস্থিত হলেন, তখন বৃন্দাকে অবলোকন ক'রে—

শ্রীমতী। কস্মাৎ বৃন্দে প্রিয় সখি—কোথা হতে এলে?

বৃন্দা। হরেঃ পাদপদ্মাৎ—হরির পাদপদ্মের নিকট হইতে।

শ্রীমতী। কুত্র সঃ—কোথায় তিনি?

বৃন্দা। কুণ্ডারণ্যে—রাধাকুণ্ডের তীরে।

শ্রীমতী। কিমসৌ কুরুতে—কি কর্‌ছেন তিনি?

বৃন্দা। নৃত্যশিক্ষাং—নৃত্য শিক্ষা কর্‌ছেন।

শ্রীমতী। গুরুঃ কঃ—তাঁহার গুরু কে?

বৃন্দা। ত্বন্ মূর্ত্তিপ্রতিতরাং লতাং দিগ্‌বিদিক্-প্রস্ফুরন্তীং।
কুণ্ডপ্রান্তে বিলুঠতি শ্যামঃ বিহ্বলঃ সন্ তবার্থে॥

তোমার রূপের একটী দিগ্বিদিক্ প্রসারিত লতাকে দর্শন ক'রে শ্যাম তোমার জন্য বিহ্বল হ'য়ে রাধাকুণ্ড-প্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন।

স্বর।

তোমার লাগি তোমার হরি,
ধূলায় যাচ্ছেন গড়াগড়ি।

ধুয়া।

আর সদা রা রা রা রা বলে।
ধা বল্‌তে ভাসে নয়ন-জলে॥

শ্রীরাধা। বৃন্দে, তুমি বড় কঠিন!

বৃন্দা। আমি কঠিন কিসে?

তখন শ্রীরাধা বল্‌ছেন, তোমায় কঠিন বলি কেন?

তান।

ও তাঁর এমন দশা দেখেছিলে।
তবে কার কাছে তাঁয় রেখে এলে।

পরে রাধিকা চিন্তা করিয়া দেখেন, বৃন্দা যা বল্‌চে, সে সর্ব্বৈব মিথ্যা। জেনে—

শ্রীরাধা। বৃন্দে, মিথ্যা বল্‌লে কেনে?

বৃন্দা। আমি মিথ্যা বলেছি, তা কি আপনি জেনেছেন? তবে শুনুন;—

পয়ার।

শুন শুন ঠাকুরাণি, নিবেদন করি।
তোমায় না দেখে আকুল হয়েছেন শ্রীহরি॥
বেন্ধেছ তাঁহার প্রাণ প্রেমডুরি দিয়া।
সে বন্ধন কি লাগিয়া ফেলহ ছিঁড়িয়া॥
কি লাগিয়ে কৃষ্ণের নিকটে নাহি যাও।
সত্য নাহি কও যদি মোর মাথা খাও॥

শ্রীরাধা। শুন বৃন্দে, কই তবে ইহার কারণ।
যে কারণে নাহি যাই কৃষ্ণ-দরশন॥
ঘাটে-বাটে তুচ্ছ লোকে কুচ্ছ কথা কয়।
রাজার নন্দিনী তাই সদাই করি ভয়॥
করিলাম প্রেম তারে রসিক দেখিয়া।
হইল কলঙ্ক মোর জগত ভরিয়া॥
অতএব না যাব আর কৃষ্ণের নিকটে।
কুলের কলঙ্ক কথা নাহি যেন রটে॥

বৃন্দে, আমি আর লোকের গঞ্জনা সইতে পারি নে। এই ব্রজমণ্ডলে কৃষ্ণ-প্রেমের প্রেমী নয় কে ?

গীত।

রাগিণী—সুর-মল্লার। তাল—তেতালা।

দেখ শ্যামের প্রেমে
কেবা না মজেছে সখি, এই গোকুলে।
সবার হয় আনন্দ, হেরে ঐ গোবিন্দ,
কলঙ্ক হয় কেবল আমার কপালে ॥
দেখ এ বিশ্বমণ্ডলে, যে না হরি বলে,
যে না বলে সে জন বিহ্বল,
নারদ আদি ঋষি, যে পদ-আশ্বাসী,
দিবানিশি তারা বলে হরিবোল,
আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী,
অমনি সারি কি না সরি
ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে ॥
দেখ গয়াসুর-শিরে যে চরণ ধরে,
বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী,
যে পাদপদ্ম হ'তে গঙ্গা অবতীর্ণ,
অবনীতে তিনি ত্রিলোকতারিণী ;—
আমার ভাগ্যে এই হ'ল,
কুল বাড়াতে দুকুল গেল,
সূদন বলে আর কি বল,
কপালের কপালে এমনি কি ফলে ॥

কথা।

শ্রীরাধা। কা বা ন যাতি যমুনাং জলমাহরন্তী। কা বা ন যাতি দধিবিক্রয়ার্থং। কা বা ন যাতি মুকুন্দবদনারবিন্দং। ধিক্ ধিক্ হা হা বিধে মম কুলটাপবাদং। বৃন্দে! যমুনাতে বারি আনিতে না যায় কে? আর মথুরায় দধি বিক্রয় করিতে না যায় কে? আর ঐ গোবিন্দের মুখারবিন্দ দরশন না করে কে? কিন্তু কারও কোন কথা শুনিতে পাই না, আমি গেলেই বড় অপবাদ হয়। আমি আর লোকের গঞ্জনা সইতে পারি না।

বৃন্দা। তোমাকে সকলে বলে, তুমিও ত তাদের বল্‌তে পার। তখন শ্রীরাধিকা বলিতেছেন;—

গীত।

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাস। তাল—তিওট

আমি কারে কি বলি কি বলে,
সকলে আমারে বলে, আমার কে বলে।
বল্‌লে কৃষ্ণকথা. বলে কৃষ্ণের কথা,
ভয়ে কইনে কথা, পাছে কি বলে॥
যদি যাই গো নদী, পিছে ননদী,
আর যত বধূ করে গো গতি,
শুনিলে বংশীর ধ্বনি, যত কুলধনী,
সবে করে কানাকানি এই কথা ব'লে,
একবার বলি বলি আবার বলি নে,
বল্‌লে বা কি বলে ভয়ে বলি নে,
বলিব যাহার বলে, সে বাঁশীতে বলে,
সূদন হেসে বলে বলুক্ যে বলে॥

কথা।

পুনরায় শ্রীরাধিকা কহিতেছেন। যৎকৃষ্ণপদ-প্রসাদাৎ পাষাণমানবত্বং মে কলঙ্কং ন যাতি রাধিকা বধমাচরেৎ। অতএব বৃন্দে, আম শুনেছি, ত্রেতাযুগে ঐ কৃষ্ণের পাদপদ্ম-রেণুতে পাষাণ মানব হয়েছে, কাষ্ঠের তরি সোনা হয়েছে, আমার কলঙ্ক কি যাবে না? না যায়, এ রাধিকাকে আত্মহত্যা কর্‌তে হবে। বৃন্দে, আমি দুঃখের কথা আর কি বল্‌ব!

গীত।

রাগিণী—পরজ। তাল—ঢিমা কাওয়ালী॥

দুঃখে পায় হাসি. সবাই বলে শ্যাম-প্রেয়সী,
অকলঙ্ক শশী ভ'জে কলঙ্কে ভাসি।
যে পদ-আশ্রয় ক'রে, ভব-কলঙ্ক যায় দূরে,
সেই পদ আশ্রয়ে আমি হয়েছি দুষী॥
যথা-তথা হরিকথা শুনি জগতে,
জ্ঞানে হরি ধ্যানে হরি পায় অন্তে,
আমি যদি বলি হরি, ননদী হয় বিষহরি,
নিতে আসে প্রাণ হরি, ধরিয়া অসি॥
যে চরণ-বারি ভবে ত্রাণকারিণী,
সেই পদ আশ্রয় ক'রে অপবাদিনী,
সূদন কয় কি ব্যঙ্গ কর, কলঙ্কের অলঙ্কার পর,
হরিনামে ডঙ্কা মার শমনে নাশি॥

কথা।

পুনরায় রাধিকা কহিতেছেন। বৃন্দে! যখন গৌতম মুনির পত্নী অহল্যার প্রতি শাপ হ'ল, তখন—

অহল্যা। স্বামিন্! আপনকার এ অলঙ্ঘ্য বাক্য হ'তে কত দিনে আমি উদ্ধার হব?

গৌতম। ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশীয় রাজা দশরথের ঘরে যখন ভগবান্ বাসুদেব রামরূপে জন্মগ্রহণ কর্‌বেন, আর বিশ্বামিত্র ঋষি যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম লক্ষ্মণকে ল'য়ে যাবেন, ঐ সময় রামচন্দ্রের চরণ-রেণুতে তুমি মানবী হবে।

হেথায় অযোধ্যা নগরীতে ভগবান্ রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পরে বিশ্বামিত্র ঋষি একটী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, কতকগুলি রাক্ষসেতে তাহা নষ্ট করিয়া গেল। একবার—দুইবার তিনবার ঐ প্রকার হওয়ায়, নিমন্ত্রিত ঋষি সকলে কহিলেন, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র, তিনি রণপণ্ডিত; তাঁহাকে না আনিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হইবেক না। এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র অযোধ্যার রাজা দশরথের সমীপাগত হইলেন।

বিশ্বামিত্র। মহারাজ, আমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হ'য়ে আপনার কাছে এসেছি।

রাজা দশরথ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়, আপনার কি বিপদ্?

বিশ্বামিত্র। রাম-লক্ষ্মণকে না দিলে আমার যজ্ঞ রক্ষা হয় না।

রাজা দশরথ। যে আজ্ঞে!

বিশ্বামিত্র ঋষির শাপের ভয়ে রাজা রাম-লক্ষ্মণ দিব ব'লে স্বীকার পেলেন; কিন্তু স্নেহবশতঃ না দিয়া, ভরত-শত্রুঘ্নকে দিলেন। রামচন্দ্র ও ভরত একাকৃতি এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন একাকৃতি; ঋষি চিনিতে না পারিয়া রাম-লক্ষ্মণ বোধে তাহাদিগে লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পরীক্ষাহেতু কহিলেন, বাপু, এইস্থান হইতে দুটী পথ আছে, তার একটী পথে কোন ভয় নাই; কিন্তু যাইতে বিলম্ব হইবেক। আর একটী পথে শীঘ্র

যাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পথে রাক্ষসের ভয়। ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে রাজকুমারদ্বয় কহিলেন, নিষ্কণ্টকের বেড় ভাল।

তখন ঋষি উহাদিগে সঙ্গে লইয়া পুনরপি রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ আমাকে প্রবঞ্চনা করেছেন?

তখন রাজা লজ্জিত হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে প্রদান করিলেন।

পথে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্র ঐ বালকদ্বয়কে কহিলেন, এইস্থান হইতে দুইটী পথ আছে, তার একটীতে রাক্ষসের ভয় আছে, কিন্তু শীঘ্র যাওয়া যায়; অপর পথটীতে যাইতে বিলম্ব হয়, কিন্তু কোন ভয় নাই।

তখন রামচন্দ্র কহিতেছেন, মুনি! যদি আমি দুষ্ট দমন করিতে না পারিব, তবে আপনার যজ্ঞ কি প্রকারে রক্ষা করিব?

ধুয়া।

মুনি ভয় নাহি কর তুমি।
তোমার পথের ভয় ঘুচাব আমি॥

কথা।

পরে রাম-লক্ষ্মণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাড়কা রাক্ষসীর সহিত অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্র বলিলেন, বাপু, তাড়কা রাক্ষসীকে বধ ক'রে তোমার খুব পরিশ্রম হয়েছে! এই বনের মধ্যে একখানি অতি শীতল প্রস্তর আছে; চল সেটার উপরে বস্‌লে তোমার শ্রান্তি দূর হবে।

রামচন্দ্র। মুনিবর! আমার এখনও রাজটীকা হয় নাই, আমার এক্ষণে উচ্চস্থানে বসা উচিত হয় না।

তখন লক্ষ্মণ বলিতেছেন, দাদা, মুনিবাক্য লঙ্ঘন করা আপনার উচিত হয় না—ক্ষণেক কাল বসুন।

ঐ কথা শ্রবণ ক'রে শ্রীরামচন্দ্র দুখানি পাদপদ্ম মৃত্তিকার উপর রক্ষা করিয়া পাষাণের উপর বসিলেন। লক্ষ্মণ মনে মনে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেন যে, যদি পাদপদ্ম স্পর্শ না হয়, তবে পাষাণ মানবী হবে না। এই মনে ক'রে প্রভুর পাদপদ্ম দুখানি পাষাণে স্পর্শ করাইয়া দিলেন, তৎক্ষণাৎ—

তান।

অহল্যা পাষাণী ছিল।
চরণ পরশে মানবী হ'ল॥

তখন অহল্যা মানবী হ'য়ে রঘুনাথের স্তব করিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—তেতালা।

চিনেছি তোমায়, তুমি নয় মানুষ।
যে বলে তোমারে মানুষ সে আর কোন্ মানুষ,
দেখেছি ত অনেক মানুষ,
সকলি ত মানুষ মানুষ ;
দেখি নাই ত এমন মানুষ,
মানুষের পায় হয় যে মানুষ॥
তোমায় চিন্‌তে কেবা পারে, কেবা না পারে,
যে পারে সে পারে, সে থাকে না এপারে,
তোমায় ভেবে কে পাবে পার,

না ভেবে বা কে পাবে পার,
কি তোমায় মানুষ-অবতার,
মানুষ ভাব্‌লে হয় সে মানুষ ॥
আর কিছু দেও পদরজ রাখি অঞ্চলে ক'রে,
যদি ফিরে সে দশা হয় তবে ভয় কারে,
একে আমার কপাল পোড়া,
পোড়ার পর যদি পোড়া,
সূদন কয় এ ধূলা-পড়া, যে পাবে সে হবে মানুষ ॥

কথা ।

তৎপরে বিশ্বামিত্র ঋষি রাম-লক্ষ্মণ সঙ্গে গমন করিতে করিতে অজয় নদীর ঘাটে উপস্থিত হইয়া, পরপারস্থিত মাধব নামে নাবিককে ডাকিতে লাগিলেন। মাধব দেখিলেক যে, তিনটী ব্রাহ্মণ আসিতেছেন, ফাটা পায়ের ধূলা ভিন্ন আর কিছুই হবে না। মনে মনে ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে বাহিতে ঘাটে এসে জিজ্ঞাসা করিল।

নাবিক। আপনারা কে ?

বিশ্বামিত্র। আমাকে চেন না ?

নাবিক। আপনাকে চিনেছি। আপনার সঙ্গে ও দুটী বালককে চিনি না।

বিশ্বামিত্র। একটীর নাম রাম—অপরটীর নাম লক্ষ্মণ।

নাবিক। দশরথের পুত্র রাম, না জমদগ্নির পুত্র রাম ?

তখন শ্রীরামচন্দ্র। বাপু, আমি দশরথ-পুত্র রাম।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে নাবিক বলে, মুনিবর! আমি পার কর্‌তে পার্‌ব না।

বিশ্বামিত্র। কেন রে বাপু ?

নাবিক। ঠাকুরটীর পায়ের ধূলায় বড় দোষ, এক পাষাণের উপর পা দিয়েছিলেন, ঐ পাষাণ অতি কঠিন হ'লেও মানুষ হয়েছে। আমার এ সামান্য কাষ্ঠের তরি যদি মানুষ হয়, তবে তাকেই বা কি খাওয়াব, আর আমরা সপরিবারে কিসে বাঁচ্‌ব ?

বিশ্বামিত্র। তা হবে না, তুই ত্বরায় পার কর্‌।

নাবিক। ঠাকুর।

ধুয়া।

আমার ওই বড় মনে ভয়।
হাঁগো পাছে তরি মানুষ হয়।

কথা।

ঐরূপ কথা নাবিকের মুখে শুনে রঘুনাথের দুটী নেত্র ছল ছল করিতেছে দেখে বিশ্বামিত্র বল্লেন, বাপু দেখ, এই ক্ষুদ্র নদী পার হ'তে এত কষ্ট, আর যে ভব-সমুদ্র আছে, তাতে কত কষ্ট।

রামচন্দ্র। মুনিবর! অন্তকালে যে একবার রাম নাম কর্‌বে, তাকে তৎক্ষণাৎ পার কর্‌ব, কোন কষ্ট হবে না।

তখন পুনর্ব্বার নাবিককে বিশ্বামিত্র বলিলেন, মাধব, পার কর্‌।

নাবিক। পারি—যদি ওঁর পায়ে ধূলা না থাকে।

তান।

তবে আমি আজ পার করি।
যদি রামের পা ধোয়াতে পারি॥

বিশ্বামিত্র। যে চরণ ব্রহ্মাদি দেবগণে ধ্যানে পায় না, মাধব, তুমি কি প্রকারে পাবে ?

ঋষির সহিত মাধবের কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে—

শ্রীরামচন্দ্র। মাধব. শীঘ্র বারি ল'য়ে এস,আমার পদ প্রক্ষালন কর।

নাবিক। যে আজ্ঞা, প্রভু! এই ব'লে বারি এনে প্রভুর চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিতে লাগিল দেখে—

বিশ্বামিত্র। মাধব! তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, যে চরণ—

ধূয়া।

ধ্যানে না পায় মুনিগণে।
মাধব পেলি অ-সাধনে ॥

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—তিওট।

দেখ ওই পায় কি শোভা পায়।
এ ধূলা নয় তেমন ধূলা, ধোয়ালে না যায় ॥
(নাবিক) চেয়ে দেখ চরণ-তলে,
ধ্বজ-ব্রজাঙ্কুশ শোভিত,
নৈলে কেন এ পায়, পাষাণ মানবী জন্ম পায় ॥
আর শুনেছি জাহ্নবীর জন্ম এই পায়,
বলি রাজা শুনেছি বান্ধা এই পায়,
সনকাদি ঋষি মিলে তারা ঐ পদ ধেয়ায়,
(নাবিক) মনোভাব এ পায় যে পায়,
তার ভব-যাতনা যায়,
সূদন বলে এমন পায় কেবা কোথা পায় ॥

কথা।

শ্রীরামচন্দ্র। মাধব! তোমার ত আর সন্দেহ নাই?

মাধব। প্রভু আপনি পাদপদ্মদ্বয় জলে রক্ষা ক'রে নৌকাতে বসুন।

অগত্যা দুখানি চরণ জলে রক্ষা করে শ্রীরামচন্দ্র তরণীতে আরোহণ করিলেন, তৎপশ্চাতে লক্ষ্মণ, তৎপশ্চাৎ বিশ্বামিত্র ঋষি বসিলেন। মাধব ধীরে ধীরে তরণীখানি বাহিতে লাগিল। তখন গঙ্গাদেবী একখানি সিংহাসন মস্তকে ল'য়ে ঐ চরণের নিকটে নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। মাধব ঐ চরণপানে চেয়ে দেখে—

ধূয়া।

আগে আগে চরণ যায়।
তার পাছে পাছে মা গঙ্গা ধায়॥

কথা।

চরণের সঙ্গে সঙ্গে মা গঙ্গাকে দর্শন ক'রে মাধব বল্‌ছে—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—ঢিমে তেতালা।

কভু এমন দেখি নাই,
জলমাঝে নারী হেরি আহা ম'রে যাই।
রাঙ্গাচরণ কালো জলে,
অরুণ যেন মেঘের কোলে,
কামিনী দামিনী চলে, জলে দেখ্‌তে পাই॥
পরশে চরণ-তরণী, পাষাণ হ'য়েছে তরুণী,
তরণী তরুণী হবে ভাবে জান্‌তে পাই;—
সূদন কয় মাধবে বাণী, ডুবাও রে তোমার তরণী,
এ তরণী ডুবিলে রে চরণ-তরণী পাই॥

শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শমাত্রেই কাষ্ঠের তরি সুবর্ণ হয়েছে।

দেখে নাবিক বলে, ঠাকুর আমার তরণী এই রক্তবর্ণ হয়েছে, এ আর খানিক পরে মানুষ হবে। এইজন্য আমি বলেছিলাম, আমি পার কর্‌তে পার্‌ব না।

বিশ্বামিত্র। তোর তরণী মানুষ হবে না, ঐ দেখ—

ধূয়া।

লেগে পদ-রেণুকণা।
তোর কাষ্ঠের তরী হ'ল সোনা॥

কথা।

নাবিক। ঠাকুর! আমি জন্ম-দুর্ভাগা, আমার সুবর্ণে কাজ নাই, আমার যেমন নৌকা তেম্‌নি করে দিতে হবে।

শ্রীরামচন্দ্র। [সদয় হইয়া] মাধব! তোর তরি সোনা হয়েছে, ও আর কাষ্ঠ হয় না, মাধব বরং বৃণু।

নাবিক। আমি তোমার চরণ ভিন্ন আর কিছু চাই না।

সুর।

আমি আর কিছু নাহি চাই।
যেন শ্রীচরণে স্থান পাই।

কথা।

শ্রীরাধিকা। দেখ বৃন্দে, যাঁর চরণস্পর্শে পাষাণ মানবী ও কাষ্ঠের তরি সোনা হয়, তিনি কি আমার কলঙ্ক ঘুচাতে পারেন না?

বৃন্দা। অবশ্য পারেন, এক্ষণে চল আমরা কৃষ্ণ-দরশনে যাই, অপবাদ মোচনের চেষ্টা করি।

ইহা ব'লে বৃন্দে শ্রীরাধিকার বেশভূষা ক'রে দিতে লাগিলেন, মস্তকের

কেশগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করে, তিনটী বেণী প্রস্তুত ক'রে একটীর খোঁপা বন্ধন, একটী বক্ষঃস্থলে আর একটী পৃষ্ঠদেশে দোলায়িত ক'রে দিলেন। সে বেণীর কেমন শোভা!

ধূয়া।

এই নিতম্বে দুলিছে বেণী।
চ'লে যেতে যেন ফণী॥

পয়ার।

একে গোরচনা দূতী শ্রীঅঙ্গে মাখায়,
তাতে নীল-পট্ট-সাড়ী অতি শোভা পায়।

কথা।

এই প্রকারে বেশভূষা ক'রে যখন শ্রীরাধা গমন করিতেছেন, তখন বৃন্দাবন আলোকময় হ'য়ে এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তখন একটী চকোর বলে, মরি মরি, অদ্য সকাল ক'রেই চন্দ্র উদয় হতেছে! আমি সুধাপান করিতে যাই।

একটী ভ্রমর উঠে বলে, আহা! আজ কি হ'ল, এত সকালে নলিনী প্রস্ফুটিত হ'ল, যাই মধুপান করি গে।

পথিমধ্যে চকোর-ভ্রমরে সাক্ষাৎ হইয়া বলাবলি করিতেছে,

চকোর। ভ্রমর ভাই, কোথা যাচ্ছ?

ভ্রমর। আজ সকালে কমলিনী বিকসিত হয়েছে, তাই মধুপান করতে যাচ্ছি।

ভ্রমর। চকোর ভাই, তুমি কোথা যাইতেছ?

চকোর। তোমার কমলবনে আমার চন্দ্র উদয় হয়েছে, তাই সুধাপান করিতে যাইতেছি।

ভ্রমর। ওহে চকোর, ও চন্দ্র নহে—আমার কমলিনী।

এই প্রকার চকোর-ভ্রমরে বিবাদ হইতে লাগিল, দেখে—

ললিতা। শুন শ্রীমতি, তোমার বদনখানি অঞ্চল দিয়া ঢাক’।

শ্রীরাধিকা। কেন?

ললিতা। ঐ দেখ চকোরে-ভ্রমরে বিবাদ ক’রে মর্‌ছে।

শ্রীরাধিকা। কেন, ভ্রমরের কি চক্ষু নাই?

ললিতা। জান না, ও যে মত্ত অলি। কমল ভেবে তোমার বদন দংশিবে।

তখন শ্রীরাধিকা ভয়ে অঞ্চল দিয়া বদন আচ্ছাদন করিলেন। আর তুক করিলেন।

পয়ার।

বিধি সৃজিল উত্তম কাজ।
শিষে বাটি দিল ভ্রূর মাঝ॥
বাটিল শিষে ভাঙ্গিল দ্বন্দ্ব;
অর্দ্ধেক কমল অর্দ্ধেক চন্দ্র॥

কথা।

শ্রীরাধা সখী সঙ্গে গমন করিতেছেন।

এখানে গো-বাসে শ্রীকৃষ্ণ গাভী দোহন করিতেছিলেন। তখন সুবলকে বল্‌ছেন,

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল! এমন রূপ-লাবণ্যবতী কে আস্‌ছে? আমার বরণ কাল, কেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে গৌর হ’ল?

শ্রীকৃষ্ণ। সুবল, তুমি এইখানে থাক, আমি দেখে আসি।

এই ব'লে শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হইয়া—সখি সঙ্গে রাই-কিশোরী আসিতেছেন দেখে শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন ;—

ধূয়া।

এত চন্দ্র কোথায় ছিল।
ব্রজে একই কালে উদয় হ'ল॥

কথা।

গোপিকারা। কৃষ্ণ হে, কোথায় যাচ্ছ ?

শ্রীকৃষ্ণ। [আসল কথা গোপন ক'রে] মাখন খেতে যাচ্ছি।

গোপীরা। আমরা ত গৃহে নাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা বৈ আর কেউ দেয় না ?

গোপীরা। স্বেচ্ছা—কেউ দেয়—কেউ দেয় না।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি আগে গিয়া যাচ্ঞা করি, তাতে না দেয়, তবে স্তব-স্তুতি মিনতি করি, তাতেও যদি না দেয়—

ধূয়া।

আমি বংশীধারী নাম ধরি।
মাখন চুরি ক'রেও খেতে পারি॥

কথা।

গোপীরা। বন্ধন কর্‌ব।

ঐ কথা শুনে কৃষ্ণ রোদন করিতে লাগিলেন। তার গূঢ় ভাব কি ?
মা যশোদা একদিন বেন্ধেছিলেন বাৎসল্যভাবে। এক্ষণে শ্রীরাধিকা সে বাঁধবেন শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই পঞ্চ ভাবে।

ললিতা। প্যারি! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে কান্দালে কেনে? তুমি বল্‌ছ বন্ধন কর্‌ব, তাহা হবে না।

শ্রীরাধা। হবে না কেন?

ললিতা। যেদিন তুমি নিধুবনে রাজা হয়েছিলে, আমরা তোমার কোতোয়াল হয়েছিলাম, কৃষ্ণ চোর হয়েছিলেন; তোমার ঘরে চুরি যাইলে চোরকে বন্ধন ক'রে আনিতে অনুমতি করেছিলে, আমরা কৃষ্ণকে ধরেছিলাম; কিন্তু দায়ে ঠেকে তোমার আজ্ঞাও লঙ্ঘন কর্‌তে পারি না ও কৃষ্ণকে ডুরিতে বন্ধন কর্‌তেও পারি না।

সুর।

ডুরি দিয়া বান্ধিব কি।
কৃষ্ণের ননি ছাঁকা তনুখানি।

কথা।

তখন আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য আমার মাথায় বকুল-ফুলের মালা ছিল, তাই দিয়া দুটী কর বন্ধন ক'রে তোমার নিকট আন্‌লে তুমি বলেছিলে 'ও মা ওকি ওকি'। সেদিন তোমার—

ধুয়া।

ধারা পড়্‌ল দু'নয়নে।
আজ আবার তায় বান্ধবে কেনে।

কথা।

তখন গোপীরা কহিতেছেন, আমাদের ও কথায় কাজ কি? আমরা যে জন্য এসেছি, তারই কথা বলা হোক।

গোপিকা। কৃষ্ণ হে, তুমি সকলের কর্ত্তা, তোমার দাসী শ্রীরাধিকার অপবাদটী মোচন কর, নৈলে আমরা কৃষ্ণ দরশনে আর আসব না।

শ্রীকৃষ্ণ। শ্রবণ কর ;—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী॥

কি বল কি বল—সহচরি, যে কলঙ্ক লেগে মরি,
সেই কলঙ্ক এড়াইতে না পারি।
গোলোকে ক'রে কলঙ্ক, নিতে এলেম এ কলঙ্ক,
এত সাধের যে কলঙ্ক,
সে কলঙ্ক ঘুচাতে কি পারি॥
গোঠে-মাঠে ধেনু চরাই, বাঁশরী বাজাই.
বনে বনে ভ্রমণ করি কলঙ্কেরি দায় ;—
যে কৃষ্ণের কলঙ্ক নিতে, জগতের বাঞ্ছা মনেতে,
প্যারী কয় তাই ঘুচাইতে,
এত কি কলঙ্ক হ'ল ভারি॥
শ্রীচরণে বাজে ব'লে করিলাম কাঁধে,
তবু রাইয়ের খেদ মেটে না, কলঙ্কে কাঁদে,
কত ভেবে মাথায় মাথায়, দুটী চরণ নিলাম মাথায়,
সূদন কয় ঘুচ বে না কথায়,
ঘুচ্‌বে যখন যাবেন মধুপুরী॥

কথা।

ললিতা। ঠাকুর! এসব কথায়-কথায় হবে না। কলঙ্ক ঘুচাতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা আজ স্বস্থানে প্রস্থান কর, যাহাতে শ্রীরাধিকার কলঙ্ক মোচন হয়, তাহা আমি করিব।

এই কথা ব'লে সকলকে বিদায় করিলেন। পর দিবস গোষ্ঠে গিয়া রাধিকার অপবাদ কিসে মোচন হবে, সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিতে করিতে চিন্তাজ্বর উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণ নন্দালয়ে মা যশোদার নিকটে গেলেন।

যশোদা। কৃষ্ণ, তোর পায়ে ধূলা কেন? আর তোর—

ধূয়া।

কান্দিয়া ফুলেছে আঁখি।
কেন বুকের মাঝে ধারা দেখি॥

কথা।

কৃষ্ণ। মা, আমার জ্বর হয়েছে।

যশোদা। জ্বর কি? জ্বর কা'কে বলে?

কৃষ্ণ। মা, এই জ্বরে প্রাণ পরিত্যাগ হ'তে পারে।

তখন

পয়ার।

ব্যস্ত হ'য়ে যশোমতী পুত্র নিল কোলে।
কি হ'ল কি হ'ল বলি উচ্চৈঃস্বরে বলে॥
কি হ'ল কি হ'ল বলি ঘন ঘন ডাকে।
কি হইল অকস্মাৎ পড়িলাম বিপাকে॥

যশোদা। রোহিণি! আমার গোপাল আজ মা ব'লে ডাকে না মাখন দিলে খায় না কেন?

রোহিণী। কেন, কৃষ্ণের কি হয়েছে?

তখন যশোদা বল্‌ছেন ;—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

নীলবরণ হইল নীলমণি।

দেখে যা দিদি রোহিণি,

কপালেতে কি হয় না জানি ॥

দন্তেতে লাগিল দন্ত,

কি হ'ল পাইনে তদন্ত,

হেরে আমার লাগ্‌ল দন্ত,

কারু মন্দ করি নাই'ত আমি ॥

ত্যজে গো-পাল, এসে গোপাল কোলে বসিল,

ব'সে কোলে, কয় নে কোলে, কয় এলো-মেলো,

তার পরে হইল অজ্ঞান,

আমি জানি গোপাল অজ্ঞান,

এখন দেখি অজ্ঞান অজ্ঞান,

বুঝি অজ্ঞান করেছে কোন জ্ঞানী ॥

হেরে কৃষ্ণের গায়ে উষ্ণ উষ্মায় বাঁচিনে,

বলে মা গো নে না কোলে, জ্বরে বাঁচিনে ;—

কইতে কইতে কয় না কথা,

হেরে মোর সরে না কথা,

সূদন কয় কি কবার কথা,

যে কথায় জ্বরেছে যাদুমণি ॥

কথা ।

ঐ কথা শুনে—

রোহিণী। বলাই, দেখ্‌সে আয়, কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছা হয়েছে।

বলরাম। মা, ভয় নাই, আমি কৃষ্ণকে চৈতন্য ক'রে দেব। কৃষ্ণ চাতুরী করেছে।

তখন যশোদা জিজ্ঞাসিছেন, বাছা কি জন্য চাতুরী করেছে ?

বলরাম। মা! কাল যখন আমরা গো-চারণ কর্‌তে গিয়েছিলাম, তখন কৃষ্ণ বল্‌লে, 'দাদা, আমি একটী নূতন খেলা শিখেছি।' এই বলে দ্বাদশটী বটপত্র এনে একটী পত্রে ছিদ্র ক'রে বল্‌লে, 'ভাই, এই ছিদ্র-করা পত্রটী যার হাতে পড়্‌বে, সে-ই হবে চোর।' এই ব'লে সকলের হাতে একটী একটী বটপত্র দিলে। শ্রীদাম, সুবল প্রভৃতি সকল রাখালেই বলিল, 'আমাদের পত্রে ছিদ্র নাই। 'ছিদ্র করা পত্রটী তখন কানাইয়ের হস্তে পড়িল, কানাই হ'য়ে গেল চোর! রাখালের স্বভাব—যে চোর হয়, তাকেই সবাই মিলে মারে। তখন কৃষ্ণকে সকল রাখালে মার্‌তে লাগ্‌ল। আমার হাতে মোহন-গেঁড়ুয়া ছিল, আমিও প্রহার কর্‌লাম। তখন কৃষ্ণ অজ্ঞান হ'য়ে ধূলায় পড়িল, আমি 'ভাই' ব'লে কোলে কর্‌লাম। চেতন পেয়ে কৃষ্ণ বল্‌লে, 'ভাই, আজ হ'তে আর তোদের সঙ্গে আমি গোষ্ঠে আস্‌ব না।'

ধুয়া।

বুঝি সেই কথা পড়েছে মনে।
তাইতে আছেন কৃষ্ণ অচেতনে॥

তখন বলরাম বল্‌ছেন, মা, তোমার ভয় নাই, আমি এখনি চেতন ক'রে দিতেছি।

গীত।

রাগিণী—কালংড়া। তাল—গড়-খেমটা।

বলে উঠ্‌রে কা কা কানাইরে,
ও তোর ভয় নাই রে,
মোরা সে খেলা আর খেলিব না রে।
গোষ্ঠে না যাস্ যদি ও ভাই কানাই রে,
মোরা রাখাল-রাজা কর্‌ব কারে ॥

কথা।

বলরামের ডাকে চৈতন্য হ'ল না, তখন শ্রীদাম ডেকে বল্‌ছেন, কৃষ্ণ, চেতন হও, তোমাকে হেঁটে যেতে হবে না, আমি তোমায় কাঁধে ক'রে ল'য়ে যাব, তোমারে আজ রাখাল-রাজা কর্‌ব; তথাপি চৈতন্য হ'ল না। তখন বলরাম শিঙ্গাতে ডাকিতে লাগিলেন, চেতন হ'ল না। বলরামের শিঙ্গা সপ্তস্বর্গ-পাতালভেদী, শিঙ্গার শব্দ শুনে বাথান হইতে নন্দ উপানন্দকে বল্‌ছেন, ভাই, আজ কি অমঙ্গল হয়েছে, নিয়ম আছে বলাইয়ের শিঙ্গার ধ্বনির সঙ্গে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি হয়, আজ তাহা শুনিতেছি না কেন? তখন অতি জ্ঞানবান্ উপানন্দ মনে মনে বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেন, তবে কোন অমঙ্গলই ঘ'টে থাকিবেক। এই মনে ক'রে উপানন্দ নন্দরাজকে কহিলেন--

উপানন্দ। নন্দরাজ! কোন দিবস আপনি কৃষ্ণের নৃত্য দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, অতএব সেই নৃত্য হতেছে।

নন্দ। হাঁ ভাই, দেখ্‌তে চেয়েছিলাম; কিন্তু দেখ্‌তে পাই নাই। তবে—

উপানন্দ। তাই হচ্ছে, আপনি শীঘ্র বাটীতে যান্।

হেথা যশোদা শ্রীদামকে কহিতেছেন, ও বাপ ছিদাম, ঘরে এই বিপদ্, নন্দ বাথানে রইলেন, তুমি ত্বরায় তাঁহাকে ল'য়ে এস। তখন শ্রীদাম নন্দরাজকে সংবাদ দিতে যাইতেছেন, নন্দ গৃহে আসিতেছেন, পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়া—

শ্রীদাম। পিতা! তুমি কি আর ব্রজের রাজা আছ?

নন্দ। ছিদাম, আমি গো-চারণ করতে গিয়াছিলাম ব'লে কি আমার রাজা নাম গেল?

শ্রীদাম। পিতা, রাজা হ'লে কি হয়?

নন্দ। যার ঘরে চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও নীলকান্ত প্রভৃতি মণি-মাণিক্য থাকে, সেই রাজা; অতএব—আমার ঘরে কি কিছু নাই? আমার ঘরে অনেক মূল্যবান্ মাণিক আছে, আমি কিসে রাজা নই?

শ্রীদাম। পিতা!

ধুয়া।

তুমি আর কি ব্রজের রাজা আছ।
নীলকান্তমণি হারায়েছ॥

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে নন্দ মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, যশোদা কৃষ্ণকে মাখন খেতে দেয় নাই, তাইতে কৃষ্ণের মূর্চ্ছা হয়েছে। যশোদাকে প্রহার করিব ব'লে গমন করিতেছেন। নন্দের রাগতভাব দেখে আর আর গোপিকারা সকলে কহিতেছে,যশোদা, তুমি উঠে পালাও, নন্দ তোমাকে প্রহার করতে আসছেন। যশোদা তাই দেখে নন্দকে বল্ছেন;—

ধুয়া।

নাথ, তুমি আমায় মারিবে কি।
মন দুঃখে আমি ম'রে আছি॥

কথা।

নন্দ। কৃষ্ণের কি হয়েছে ?

যশোদা। কৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত হয়েছে! আমি ও রোহিণী দিদি প্রভৃতি আমরা সকলে ডেকেছি ; কিছুতেই মূর্চ্ছাভঙ্গ হচ্ছে না।

তখন নন্দরাজার স্মরণ হ'ল যে, আমার সহিত কৃষ্ণের সত্যতা আছে, আমি বাধা হস্তে ক'রে তিনবার ডাকিলে যে স্থানে থাকিবেন, সেখান হ'তে আসিয়া আমার নিকটে উপস্থিত হইবেন। এই ভেবে বহির্দ্বারে গিয়া নন্দ বাধা হস্তে করিয়া ডাকিতেছেন।

কাঁহা রে নন্দকি দুলারে। যশোদাকি পেয়ারে। ব্রজরাখাল কি সেঙ্গয়া, ব্রজ গোয়ারেণকি রঙ্গয়া, কোথা কৃষ্ণ বাধা নে রে। আবার বল্‌ছেন ;—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

জীবন-যাদব বাধা নে, যে কথা ছিল তোর সনে,
নৈলে যে ত্যজিব জীবন যমুনার জীবনে ।
বলেছিলি আছি বাঁধা, ডাকিলে এসে নিবি বাধা,
বাধা নিতে কে দেয় বাধা, কে এমন বৃন্দাবনে॥
ত্যজ্‌বি যদি ওরে গোপাল, ছিল যদি তোমার মনে,
গোপ-গোপালে গিরি ধ'রে কেন বাঁচাইলি প্রাণে ;
কালীদহের বিষ-জীবনে, বাঁচালি তোর সখাগণে ;—
যে ছিদাম মরে তোমার জন্যে,
তারে বা বাঁচালি কেনে॥

তাপিত প্রাণ মোর শীতল কর,
জনক বল চন্দ্রমুখে,
যশোদাকে ডাক একবার,
শুনুক রে গোকুলের লোকে ;—
সূদন কয় জানিলাম হরি, রাধার প্রেমে হ'ল ভারি,
এত প্রেমে দিলে ডুরি, এই ছিল তোমার মনে ॥

কথা।

কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য হইল না। তখন নন্দ জানিলেন, কৃষ্ণের সত্যসত্যই ব্যামো হইয়াছে, অতএব বৈদ্যের অন্বেষণ কর। তখন যশোদা বলিলেন, 'যদি কেহ বৈদ্য থাক, আমার গোপালকে ভাল কর ; আমি লক্ষ্য ধেনু ও কৃষ্ণকে তৌল ক'রে সোনা দিব এবং এ ঘর-সর্ব্বস্বও দিব। আমার গোপালকে শীঘ্র ভাল কর।

এই কথা শুনিয়া ললিতা কহিলেন, রাণি ! কৃষ্ণের সামান্য একটু ব্যামো হইয়াছে, তাইতে ঘর-সর্ব্বস্ব পণ করিলে ?

যশোদা। ললিতে, তুমি জান না, যখন কৃষ্ণ ছিল না, তখন আমার কিছুই ছিল না। কৃষ্ণ হ'তেই আমার এত বৈভব হয়েছে, এক্ষণে কৃষ্ণের জীবন রক্ষা হ'লে বৈদ্যকে ঘর-সর্ব্বস্ব দিয়া আমি রাণী না হ'য়ে ;—

ধুয়া।

নীলমণি কোলে লব
না হয় ব্রজের মাঝে মেঙ্গে খাব।

কথা।

রাণী যথাসর্ব্বস্ব পণ করেছেন শুনে, নানা দেশ হইতে বৈদ্যসকল এসে নন্দালয়ে উপস্থিত হইল। বালকের ধমনী না পেয়ে ব্যাধি চিনিতে

পারিল না। ঔষধ আনিবার ছলে ক্রমে সকলেই পলায়ন করিতেছে দেখে রোহিণী পরামর্শ দিতেছেন, যশোদা! এ সকল বৈদ্যের কর্ম্ম নয়, তুমি নগর হ'তে ভাল বৈদ্য ডেকে আন।

যশোদা। কৃষ্ণকে কার কাছে রেখে যাব?

রোহিণী। আমার কাছে রেখে যাও।

তখন যশোদা কৃষ্ণকে রোহিণীর ক্রোড়ে রক্ষা ক'রে বৈদ্যের অন্বেষণে বহিষ্কৃতা হইলেন। এখানে কৃষ্ণ এক মূর্ত্তি রোহিণীর ক্রোড়ে রহিলেন, আর একমূর্ত্তি বৈদ্য হ'য়ে কতকগুলি গাছ-গাছড়া জড়ী-বুটীর একটী পুটুলি বেন্ধে ঐ পোট্‌লা হস্তে ল'য়ে নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, আর বলিতেছেন;—

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

কেবা জ্বরেছে প্রেমজ্বরে, এই নগরে বল শুনি।
এখনি স্নান করাইব খাওয়াইব ক্ষীর-ননি॥
পড়া আছে নাড়ীচক্র, জানা আছে ষট্‌চক্র,
ঘুচাতে পারি কুচক্র, এম্‌নি আমি চক্র জানি॥
নিদানেতে বিদ্যা জানাই নিদানের কালে,
যে করে মম স্মরণ রক্ষা পায় হেলে,
নিদানেতে বিধান বটী,
দেই রাজা-রামচাঁদের বটী,
গোপালের নাশ দিলে কত গোপাল
ভাল হয় তখনি॥

দেখিলে রোগের প্রাদুর্ভাব তাতে না চটি,
সূচিকাভরণ দেই কিম্বা দেই চটী,
পড়া আছে রাধা-তন্ত্র, আর কত জানি মন্ত্র,
নানা রোগ করি ক্ষান্ত,
কৃতান্ত যায় শুনিলে ধ্বনি ॥
আরও আছে রাঙ্গা-গুঁড়ি সকলে না পায়,
রোগী বুঝে দেই তাহা যারে সেই পায়,
নাম রতনমণি গুপ্ত, আমায় সব ঔষধি গুপ্ত,
সূদন কয় আজ হবে ব্যক্ত,
শক্ত দায়ে ঠেকেছে নীলমণি ॥

কথা।

বৈদ্য ব্রজের পথে ঘুরিতে ঘুরিতে আরও বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তান—কাওয়ালী

কার হয়েছে জ্বর এ ব্রজপুরে।
যার হয়েছে বিচ্ছেদ ব্যাধি, অন্যে তা কি জানে বিধি,
দিয়ে তারে ঔষধ আদি
দেই সেই বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ ক'রে।
প্রেম হ'য়ে একই হ'লে দোঁহেরি অন্তর,
প্রেম-জ্বর হ'য়ে পুনঃ হ'লে স্বতন্তর,
সতত হয় দেহ দাহ, ক্ষণে ক্ষণে হয় মোহ,
সে দাহ-নির্ব্বাহ দেহে দেহে মিলন ক'রে।

হুতাশে পিপাসা ত্রাসে সদা তনু জ্বলে,
করে জল জল, বলে দে জল, ভাসে নয়ন-জলে,
সতত হয় মনঃপীড়ে, নয়ন ঝরে মনে পড়ে,
চিকিৎসা জানে সে পীড়ার,
মন-পীড়া আছে যারে।
কোন বৈদ্য না পায় বুদ্ধি প্রেমজ্বর-অবস্থা,
নাইক শাস্ত্রে, নারে বুঝিতে, কি দিবে ব্যবস্থা ;
আছে তন্ত্র-মন্ত্র গণা-পড়া,
সকলি ও তন্ত্র ছাড়া,
সূদন কয় আছে জল-পড়া
দিলে ব্যাধি যাবে দূরে॥

কথা।

ঐ বৈদ্যকে দেখে যশোদা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাপু তুমি কে?

বৈদ্যরাজ। মা, আমি চিকিৎসা-ব্যবসা করি। প্রেমজ্বর আদি অনেক ব্যামো ভাল কর্‌তে পারি।

যশোদা। প্রেমজ্বর কাকে বলে?

বৈদ্যরাজ মনে মনে ভাবিলেন, একথা ভাল বলি নাই। তখন প্রকাশ্যে কহিলেন, মা, নূতন জ্বরকে প্রেমজ্বর বলি অর্থাৎ যার কখনও জ্বর হয় নাই, তার জ্বর হ'লে।

রাণী তখন স্মরণ করিয়া দেখিলেন যে, জন্মাবধি কৃষ্ণের কখন জ্বর হয় নাই, তখন বলিলেন, বাপু বৈদ্যরাজ! আমার কৃষ্ণের সেই জ্বর হয়েছে, এক্ষণে আমার গৃহে চল।

বৈদ্যরাজ। যে আজ্ঞা!

এই ব'লে অগ্রে বৈদ্যরাজ তৎপশ্চাৎ যশোদা গমন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাপু বৈদ্যরাজ, তোমার পিতা-মাতা কি বর্ত্তমান আছেন ?

বৈদ্যরাজ। আমার ন মাতা—ন পিতা, জগৎ মাতা—জগৎ পিতা।

যশোদা। বাপু, আমি ত এই জগতের মধ্যেই, তবে আমাকে কেন তুমি মা বল না ?

বৈদ্যরাজ। যে আজ্ঞা, আপনাকে মা বলিলাম, আপনি আমার মা।

অচৈতন্য হেতু কৃষ্ণের মুখে মা রব শুনিতে না পেয়ে যশোদা বল্ছেন। মা রব—

ধূয়া।

না শুনে প্রাণ তাপিত ছিল।
সেই রব শুনে প্রাণ শীতল হ'ল ॥

কথা।

বৈদ্যমুখে জগৎ মাতা জগৎ পিতা, কথা শ্রবণ ক'রে যশোদা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বাপু, এইবার তোমার জন্মের কথা বল্তে হবে।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে, বৈদ্যরাজ বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—বিভাষ। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

শুন মা জনম-কথা, নয়কো কবার কথা,
সে দুঃখের কথা।
কোথা জন্ম নাহি জানি, মাতা পিতা নাহি চিনি,
কেবল লোকের মুখে শুনি সে সকল কথা ॥

জন্মের পরে পত্রোপরে ভেসেছি জলে,
মা কেমন চিনিনে মাগো কারে মা বলে,
বহুকাল ভাসিয়া জলে, পরে এসেছিলাম কূলে.
দশভুজা নারী পেলে সেই হবে মাতা ॥
তার পরে এক দ্বিজনারী তাঁকে মা বলিলাম.
খর্ব্বরূপে আমি তথায় কিছুকাল ছিলাম ;—
তার পরে এক রাজা-রাণীকে,
মা বলিয়াছিলাম সুখে,
তার-পরে মথুরায় আছে দুঃখী এক মাতা ॥
মথুরায় মা বলি তাঁকে গোকুলে এখন,
এখানে আছে এক মাতা তোমারি গঠন,
সূদন কয় মাতৃহীন ছেলে,
যারে পায় তারে মা বলে,
চিকিৎসা নাই নিদানকালে বিনা সেই কথা ॥

কথা ।

বৈদ্যরাজকে ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখিয়া যশোদা কহিলেন, বাপু, আমার কোলে এস, শীঘ্র তোমাকে ল'য়ে যাই।

বৈদ্যরাজ। যে আজ্ঞা।

রাণী অমনি বৈদ্যরাজকে কোলে ল'য়ে দেখেন. বৈদ্যের মুখে মাখনের গন্ধ। তখন মনে মনে বিবেচনা ক'রে বলেন, এ কেমন বৈদ্য— এর মুখে মাখনের গন্ধ কেন ? এই ব'লে আবার যশোদা বলছেন।

গীত।

রাগিণী—সফর্দা। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

ননির গন্ধ কয় বদনে,
কেমন বৈদ্য জানিব কেমনে,
যেন গোপাল সেই হতেছে মনে।
সেই ভঙ্গী ত্রিভঙ্গিমা, সেই ঠাট সেই ঠঙ্গিমা,
হেরি যেন সেই চন্দ্রিমা, যার পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রাননে॥
দেখ্‌তে কাল, যেন কাল, আমার কালাচাঁদ,
চাঁদ পড়েছে ফান্দে এসে, এসো বৈদ্যচাঁদ
সেই চাঁদে হয়েছে গ্রহণ,
কর গে তার রাহু গ্রহণ,
গ্রহণে ঘুচিবে গ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ দিনমানে॥
কোন শাস্ত্রে পড়েছ বাছা আছ কোন ধ্যানে,
বৈদ্য ব'লে আর জানি না কিঞ্চিৎ নিদানে,
সেই নিদান করিতে সাংখ্যে,
দেখিলাম যে সে অসংখ্যে,
সূদন বলে আছে সাংখ্যে শ্রীরাধার ঐ শ্রীচরণে॥

কথা।

যেস্থানে গোপাল মূর্চ্ছাগত আছেন, সেইস্থানে বৈদ্যরাজকে ল'য়ে গেলেন। তখন কৃষ্ণের নাড়ী-পরীক্ষা ক'রে বৈদ্যরাজ আশ্বাস দিয়া বলিলেন, মা, তোমার গোপালের ব্যামো শীঘ্র ভাল হবে, তুমি কেন্দনা, ছেলে-পিলের ব্যামো হ'লে মায়ের উতলা হওয়া উচিত হয় না; মা, তুমি কান্দিও না।

যশোদা। বাপু বৈদ্যরাজ, আমার গোপালের কি ব্যামো হয়েছে ?

তখন বৈদ্যরাজ বলিতেছেন,—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

যে জ্বরে জরেছে মা তোর কানাই,
মা তোমায় কেমনে জানাই।
এমন ছেলের এমন রোগ দেখি নাই ॥
রসেতে হ'য়ে অপচার,
বাত-পৈত্তিকে দুয়ের বিকার,
এ ব্যাধি ঘুচায় সাধ্য কার,
এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেতে শিখি নাই ॥
হৃদয়-দাহ মোহে হচ্ছে এমনি বোধ,
কইতে নারে মনের কথা তাইতে বাক্য-রোধ,
বায়ুকে ঢেকেছে কফে, ক্ষণে ক্ষণে গাত্র কাঁপে,
তার পরে পিপাসা হবে,
তখনি প্রমাদ ঘটিবে জানাই ॥
আমায় এনেছিলে ভাল, তাই চিনিলাম এ রোগ ;
যে জনা এ রোগে ভোগে সেই জানে কি রোগ ;—
সূদন বলে যেমন ব্যাধি,
রাধা জানেন এর ঔষধি,
আমায় দিলে অনুমতি,
ত্বরায় ডাকি তাঁকে আর বেলা নাই ॥

কথা।

বৈদ্যরাজ। মা! গোপাল এখনিই আরোগ্য হবেন। আপনি এই গোকুলবাসী রমণীগণকে একবার ডেকে আনুন।

যশোদা। বাছা, তার আর অপেক্ষা কি, এখনই আনাচ্ছি।

তোমরা গোকুলবাসী, তোমরা বৃন্দাবনবাসী, তোমরা জাবটবাসী ও প্রসনবাসী সকল রমণী শীঘ্র চল, এই বলে যশোদা জনৈক দূত পাঠাইলেন।

দূত। [তাঁহাদের নিকটে গিয়া] শ্রীকৃষ্ণের পীড়া হয়েছে, তিনি মূর্চ্ছাগত হয়েছেন, রাণী তোমাদিগে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

তখন কুটিলা। [জটিলাকে] মা আর শুনেছিস, সেই মুখপোড়া কৃষ্ণটা নাকি বাঁচে না।

জটিলা। ষাট্ ষাট্ অমন কথা মুখে আনিস্ নে—

ধুয়া।

ও যে একা কৃষ্ণ রাণীর নয়।
যত ব্রজবাসীর প্রাণ হয়॥

কথা।

তখন জটিলা কুটিলাকে বল্‌ছে, চল যাই দেখে আসি, না গেলে যুগের খোঁটা থাকিবেক।

এই ব'লে জটিলা, কুটিলা, বড়াই, ললিতা প্রভৃতি গোপিনীরা সকলে নন্দালয়ে এসে বল্‌ছেন, যশোদা, কি জন্য আমাদিগকে ডেকেছেন?

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে—

যশোদা। বাছা বৈদ্যরাজ! এই গোকুলবাসী সকল রমণী এসেছে।

বৈদ্যরাজ। মা, স্ববর্ণেরি হউক কি রৌপ্যেরি হউক আর মৃত্তিকারই হউক, একটা কলসী এনে দেও। যমুনার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে হবে।

অমনি একটা মৃত্তিকার কলসী যশোদা আনিয়া দিলেন। গোপিনীরা কেহ বলে আমি যাব, কেহ বলে আমি যাব কি না, কেহ বলে আমরা পারি না?

ঐ প্রকার পরস্পরের বাগ্বিতণ্ডা শুনে বৈদ্যরাজ "কুম্ভটী আমার নিকটে দেও" ব'লে, কলসীটি ল'য়ে একশত ছিদ্র করিয়া বলেন, সতী নারী ভিন্ন এই কলসীতে কেহ জল আনিতে পারিবেক না।

পয়ার।

বৈদ্য বলে শুন শুন মাতা যশোমতি।
এই কুম্ভে আন্‌বে জল সেই হবে সতী॥
সেই জল প'ড়ে আমি দিব শ্রীকৃষ্ণেরে।
আরোগ্য হবেন কৃষ্ণ ব্যাধি যাবে দূরে॥

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে ব্রজাঙ্গনারা কহিতেছেন, আমাদের যেমন কপাল, তেম্‌নি বৈদ্য মিলেছে! কলসীতে একটী ছিদ্র থাকিলে জল থাকে না, এতে আবার এক শত ছিদ্র! এই কথা ব'লে কেহ—

ধুয়া।

নীলবসন বদনে দিল।
অমনি আড়ে আড়ে পলাইল॥

তখন —

বৈদ্যরাজ। এক কলসী জল আনিতে কি সকলেই যাবে? তোমরা একটা পরামর্শ ক'রে যাকে হোক তাকে পাঠাও।

ব্রজাঙ্গনারা। [আশ্বস্ত হ'য়ে] হাঁ, সেই কথাই ভাল। এক্ষণে দেখিতেছি, অভিমন্যুর মাতা জটিলা খুব শুদ্ধসাধ্বী, উনিই জল আনিতে যান্।

জটিলা। কেন, যশোদা গেলেও হবে।

বৈদ্যরাজ। [ভয় প্রাপ্ত হ'য়ে]

জননী আনিলে বারি ঔষধি না হয়।
জান না শাস্ত্রেতে ইহা আছয়ে নির্ণয়॥

পুনরায়—

বৈদ্যরাজ। হাঁ গো জটিলে, যদি তোমার মনে কিছু কিন্তু থাকে, তবে তুমি যাইও না।

পয়ার।

তখন,

লজ্জায় জটিলা কুম্ভ নিল কক্ষে করি।
সঙ্গেতে চলিল যত ব্রজের নাগরী॥
ঢেউ দিয়া কলসীতে পূরিলেন বারি।
তুলিতে না রহে ঝরে ঝর ঝর করি॥
কলসীর মধ্যে জল কিছু না রহিল।
দেখিয়া যতেক নারী হাসিতে লাগিল॥

আবার বলে,

ধূয়া।

হায় জটিলা কি করিলি।
ও তুই হাতের কালি মুখে দিলি॥

কথা।

জটিলার অসতী অপবাদ হওয়ায় ম্লানমুখে ব'সে আছে, এই কথা শুনে রাগত হ'য়ে এসে কুটিলা কহিতেছে ;—

কুটিলা। মা, কলসী দেও—আমি জল নিজে আন্‌ব।

কুটিলা। এ কুম্ভেতে জল আন্‌তে পার্‌বি না মা; এ কুম্ভ নয়—পাপ-কুম্ভ।

ধূয়া।

কুম্ভ নয় কলঙ্কের ডালি।
নারীকুলে দিবে কালি॥

পুনর্ব্বার জটিলা কহিতেছে ;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

কাজ নাই ঘটে, জেনেছি যে ঘটে ;
ও-ঘটে কলঙ্ক ঘটে।
দেখিতেছ এ যে ঘটে এ ঘটে কি ভাল ;—
তা নইলে আমার কুঘটে,
কিছু নাই ত তোমার ঘটে,
তাইতে যেতে চাও ঘাটে,
জান না যে কখন কি ঘটে॥
এ নহে সামান্য ভাণ্ড, অখণ্ড নিমিত্ত জন্য,
যে অখণ্ড ভাণ্ডোদর তাহারি ঘটিত জন্য,

নৈলে কি আজ ছিদ্র ঘটে,
সতীর কভু ছিদ্র ঘটে ;
জান না কিসে কি কু ঘটে,
যারে দেখ গোঠে মাঠে, যে বিরাজে বংশীবটে,
সেই বুঝি ঘটেছে ও ঘটে ॥
কুম্ভের কথা কহিতে আমার দুঃখে বেরোয় হাসি,
কেবা চিন্‌তে পারে এত. কলসে কলুষ জলরাশি,
সূদন বলে বটে তুমি ত চিনেছ ঘটে ;
যাঁরে পূজে ঘটে পটে, যে জন বেড়ায় ঘটে ঘটে,
সেই ত ঘটেছে এ ঘটে ॥

কথা।

মায়ের কথা না শুনে কুটিলা কুম্ভ কেড়ে ল'য়ে গমন করিতেছে আর মনে মনে যুক্তি করিতেছে, যদি বারি না থাকে, এ মৃত্তিকার কুম্ভ বইত নয়, কলঙ্কের ঘা দিয়া ভেঙ্গে ফেল্‌ব। পশ্চাদ্দিকে অবলোকন ক'রে দেখেন, ব্রজাঙ্গনারা সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। তখন কুটিলা তাহাদিগকে বলিতেছে, তোমরা আমার সঙ্গে কেহ এসো না, তোমরা অসতী, তোমাদের অঙ্গের বাতাস আমার মায়ের গায়ে লেগেছিল, তাইতে মায়ের কলঙ্ক হ'ল।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে ব্রজাঙ্গনারা দূরে রহিলেন। কুটিলা কুম্ভ লইয়া জলে ঢেউ দিয়া বারি পরিপূর্ণ ক'রে যেমন কক্ষে তুলিলেন, অম্‌নি ঝর্ ঝর্ ক'রে সমস্ত জল প'ড়ে গেল।

তখন ব্রজাঙ্গনারা হেসে কহিতেছে, হাঁ গো—

তান।

তোরা মায়ে ঝিয়ে একই কাজে।
আমরা হ'লে মরি লাজে ॥

ব্রজাঙ্গনারা আবার বলিতেছে ;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

ও কুটিলে ভাল ত দেখালি সতীত্ব।
মায়ে-ঝিয়ে হলি ব্যাকুল, বারি এনে বাড়াবি কুল,
ভেসে যে গেল ও কুল, এখন কুল কুল
হাসি পায় হে—জগদীশ্বর যথার্থ ॥
বারি আন্‌তে বাধালি ভুল,
ওমা তোরা এমনি বাতুল,
নাই মেয়ে তোদের সমতুল,
তোদের দুইয়ের ঘটে নাই পদার্থ ॥
কর্‌লি এত বাড়াবাড়ি, কেমনে ফিরে যাবি বাড়ী,
সূদন কয় শমনের বাড়ী যাওয়া এখন নিতান্ত ॥

পয়ার।

হেট মুণ্ড করি তখন কুটিলা রহিল।
দেখে যত ব্রজনারী ভাবিতে লাগিল ॥
আর কে আনিবে জল, কেবা সতী আছে।
ধীরে ধীরে গেল সব যশোদার কাছে ॥

ললিতা বলেন রাণি, নিবেদন করি।
আর কেবা আছে সতী আনিবে জল পূরি' ॥
জটিলা কুটিলা গেল অহঙ্কার করি।
অনিতে নারিল ঘটে একবিন্দু বারি ॥

তখন—

যশোদা ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে যে স্থানে কৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত হ'য়ে আছেন, তথায় গিয়া রোদন করিতে করিতে কহিতেছেন। ওরে কৃষ্ণ রে, ওরে গোপাল রে, ব্রজে সতী পাওয়া গেল না, তবে এখন:তুই একবার—

সুর।

মা বল্ রে ও চাঁদমুখে।
শুনুক রে গোকুলের লোকে।

কথা।

বৈদ্যরাজ। [যশোদার রোদন শুনে] মা—রোদন করিতেছেন কেন? আমি শুধুই বৈদ্য নয়—আমি ব্রাহ্মণ-বালক, গোনা-পড়া করিতে জানি, একখানা খড়ি এনে দেন, সতী কে আছে, আমি গণনা ক'রে ব'লে দিচ্ছি।

যশোদা। বাছা, কৃষ্ণ বই আমার আর কেহ নাই!

এই ব'লে একখানি খড়ি এনে দিলেন।

খড়ি পেতে দেখিলেন বৈদ্য-চূড়ামণি।
শ্রীরাধিকার নাম তাতে উঠিল তখনি।

তখন—

বৈদ্যরাজ। মা, এই ত গণনায় সতী পেয়েছি।

যশোদা। সতী কে?

বৈদ্যরাজ। তাঁর আগু অক্ষর র।

যশোদা। তবে রঙ্গ দেবী, না রোহিণী?

বৈদ্যরাজ। শ্রীরাধিকা ব'লে কোন নারী আছে? এই বৃন্দাবনে তিনিই সাধ্বী

পয়ার।

সেই আদ্যাশক্তি মুক্তি তাঁর দরশনে।
রমণীর শিরোমণি বাখানি পুরাণে॥
রক্তবীজ সংহারিতে আরক্তলোচনি।
রামায়ণ রক্ষা হেতু রামের ঘরণী॥
রাসলীলা রসে এখন রাধিকা-রঙ্গিণী।
ভীষ্মক-দুহিতা পরে হবেন রুক্মিণী।
গণনাতে দেখিলাম রাধা নাম বটে।
রাজার নন্দিনী রাই আছেন জাবটে॥
কোকিল ত্যজয় ধ্বনি শুনে যার ধ্বনি।
সে ধনীর তুলনা ধনিতে কোন ধনী॥

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

গণায়ে পেয়েছি সতী, জাবটে তার বসতি।
চিন্‌তে নারে কেহ তারে সবাই বলে অসতী॥
কে সতী সে সতীর কাছে,
মিছে তার কলঙ্ক রচে,
যে জল দিলে জলধর বাঁচে,
দেখি নাই এমন সতী॥

সে নহে সামান্য সতী, যারে বলে আদ্যাশক্তি,
চরণ-তরণী দিয়া ত্রাণ করেন কত সতী ;—
সবাই বলে রাধা প্যারী,
আমরা কি তায় চিন্‌তে পারি,
চেনেন কেবল ভববারী,
যিনি তাঁর সাথের সাথী ॥
সতীকে জানিতে সতী, গণনায় পেয়েছি সতী,
কে জানে তাঁহার মায়া, মায়া সেই প্রকৃতি,—
মহামায়ার মায়া করি, আজ মায়া দেখালেন হরি,
সূদন বলে মরি মরি, আজ সতী হবেন সতী ॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হ'য়ে, শ্রীরাধিকার কুঞ্জে উপস্থিত হইয়া ;—

ললিতা ও বৃন্দা। ওগো রাজনন্দিনি, একবার আপনাকে এখন নন্দালয়ে যেতে হবে। কোথা হ'তে এক বৈদ্য এসে বল্‌ছে, তুমি নাকি সতী।

শ্রীরাধা। কোথা হ'তে বৈদ্য আস্‌বে, কোথা হ'তে যোগী আস্‌বে, আমি কুলের কুলবধূ, তথায় যাইব না।

ললিতা ও বৃন্দা। তুমি না গেলে কৃষ্ণের জীবন রক্ষা হবে না, আমরা দেখে এলেম কৃষ্ণ মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়ে আছেন।

এ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীরাধিকা অমনি মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ধরাতলে পতিতা হইলেন।

তাহা দেখে ললিতা ডাকিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—কানেড়া। তাল—গড় খেম্‌টা।

দেখে ললিতা সখি, নিরখি দেখি,

কেন্দে কয় উচ্চৈঃস্বরে।

দেখ না দূতী মোদের ধনী,

কেনে এমন হ'ল আজি রে ॥

আমি, কি বলিতে কি বলিলাম,

শ্যাম বাঁচাতে রাই হারালাম,

আগে জানি না—এরা একমরণে দুজন মরে ॥

কথা।

তখন সুচতুরা বৃন্দাদূতী মনে মনে এক যুক্তি ক'রে, শ্রীরাধিকার কর্ণ কুহরে কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিলেন। শ্রবণমাত্রেই শ্রীরাধিকা চৈতন্যপ্রাপ্ত হ'য়ে, তাঁহাদের সঙ্গে, শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে মূর্চ্ছাগত হ'য়ে প'ড়ে আছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন শ্রীরাধাকে দর্শন ক'রে—

বৈদ্যরাজ। আপনারি নাম শ্রীমতী রাধা?

শ্রীরাধিকা। হাঁ আমারি নাম শ্রীমতী রাধা বটে।

বৈদ্যরাজ। আমি গণনায় পেয়েছি, আপনি সতী।

শ্রীরাধিকা। বৈদ্যরাজ! তোমার ধাম বৃন্দাবনে নয়, তুমি সেজন্য বিশেষ জান না, আমার নাম শ্যাম-কলঙ্কিনী।

বৈদ্যরাজ। হ'লে কি হয়, আমি গণনায় পেয়েছি। শাস্ত্র কভু মিথ্যা হয় না।

ধূয়া।

জল আনিতে যাও তুমি।
তোমায় তাই বলিলাম আমি।

কথা।

শ্রীরাধিকাকে দেখে যশোদা কহিতেছেন, মা লক্ষ্মি, যাও মা! বারি আনয়ন ক'রে আমার শ্রীকৃষ্ণের প্রাণরক্ষা কর।

তখন শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে, অবলোকন ক'রে করযোড়ে স্তব করিতে লাগিলেন।

স্তব।

কৃপাসিন্ধু কৃপা কর মোরে।
দাসীরে সদয় হ'য়ে, অভয় চরণ দিয়ে,
লজ্জা রক্ষা কর দয়া করে॥
গোকুল-জীবন-প্রাণ, গোবর্দ্ধনধারী নাম,
গোকুল রাখিলে অবহেলে।
এ বড় লজ্জার কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা;
ছিদ্রঘটে আনি বারি তুলে॥
ইঙ্গিত করিয়া মনে, রাখ প্রভু ও চরণে;
পূরাও আমার মনসাধ।
দাসী ব'লে এ দাসীরে, দয়াময় দয়া করে;
ঘুচাও দাসীর অপবাদ॥

এই প্রকার স্তব ক'রে কহিতেছেন;—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—আড়া।

এই কি তোমার মনে ছিল দয়াময়।
একে কলঙ্কিনী আজ না জানি কপালে কি হয়॥
গেছে কুল তায় হয়েছি ব্যাকুল,
হেসেছে নারীর কুল গোকুল,
আরও যায় যে এ কুল ও কুল;
বল হে দাঁড়াব কোথায়॥
এই কুম্ভ করিলাম কক্ষে, কর রক্ষা দাসীর পক্ষে,
কৃপা করে হের চক্ষে, এ দুঃখের সময়;
যদি দয়া না হয় ভাগ্যে,
আসিব না আর তোমার অগ্রে,
করিলাম এই প্রতিজ্ঞে,
জন্মের মত হলেম বিদায়॥

পয়ার।

ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পদে মন করি স্থির।
কুম্ভ ল'য়ে জয় দিয়ে হইলেন বাহির॥
যমুনার জলে গিয়া উপনীত হৈল।
যমুনা তাই আপনাকে কৃতার্থ মানিল॥

যমুনা বলেন—ওগো ঠাকুরাণি;—

ধুয়া।

আমি তোমার কুম্ভে যাব।
গিয়ে কৃষ্ণ-দরশন পাব।

কথা।

শ্রীরাধিকা স্তব করিয়া কহিতেছেন।

একবার জলে এস ত্রিভঙ্গ মুরারি,
তবে সে তোমায় জানি দয়াময় হরি ;
যদি জলে দেখা নাই দিবে।
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে।

এই প্রকার স্তব ক'রে শ্রীমতী জলে ঢেউ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ দরশন ক'রে আর আর সখীদিগে, অঙ্গুলি হেলায় দেখাচ্ছেন, আর কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর ;—

গীত।

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাস। তাল—তিওট।

দেখ্‌না গো জলে,
নিরখিয়ে দেখ্ সকলে জলধর জলে।
একে জল কাল, তাহে কালা কালো,
পাছে কালোয় কালো মিশে যায় জলে॥
নয়ন ঠেরে বলে তোল রাই জলে,
পড়িবে না এ জল আমি যে জলে,
প্যারী ল'য়ে যায় জল, দূরে যাক্ নয়নজল,
হেরে যেন এই জল বিপক্ষ জ্বলে॥
বলে হেসে হেসে আর জলে ভাসে,
ভেবে মরি ত্রাসে পাছে যায় ভেসে ;
সূদন কয় কেন ডর, ভাসায়ে নূতন তার,
ভেসেছিল একবার বহুকাল জলে॥

তখন শ্রীরাধা কুম্ভেতে বারি পরিপূর্ণ করে কুম্ভমধ্যে দেখেন—

ধুয়া।

কুম্ভমধ্যে বারিবিন্দু।
রূপে হরি কৃপাসিন্ধু॥

তাই দেখে শ্রীরাধা কহিতেছেন, কি হ'ল, এই নন্দের মন্দিরে ছিলেন, এখন আমার কুম্ভেতে কি ক'রে এলেন, তখন দুটী নয়ন মুদিত ক'রে দেখেন ;—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—কাওয়ালী।

দু'আঁখি মুদিত ক'রে, দেখেন হৃদয়-মন্দিরে.
মুরলী অধরে ধরে বিরাজে রাধাকান্ত।
একে যমুনা তরঙ্গ, তাহে হৃদয়ে ত্রিভঙ্গ,
উথলিল প্রেমসিন্ধু, বাড়িল মনের আনন্দ॥
প্যারী দেখেন এ শুভযোগ, কৃষ্ণ করেন মনোযোগ॥
ঘুচাবে ব'লে এ দুর্যোগ, যোগাযোগ হ'ল গোবিন্দ ;—
ঘুচাইল প্যারীর অত্রযোগ, উদ্‌যোগেতে সিদ্ধিযোগ,
ভাঙ্গিল এই নিদ্রাযোগ, অন্তরে পেয়ে অনন্ত॥
যে দেখিলাম নন্দালয়ে, কুম্ভমধ্যে জলে গিয়ে
সেই রয়েছে মনে ল'য়ে এই ভাবে নিতান্ত॥
সূদনের মনে এই লয়, সৃষ্টি স্থিতি এই লয় ;
যার মনে লয় না লয়, সে ভ্রান্ত হয়েছে ভ্রান্ত॥

কথা।

তখন রাধা বারিপূর্ণ কুম্ভ ল'য়ে গমন করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে ব্রজাঙ্গনারা কেহ হরিধ্বনি, কেহ জয়ধ্বনি, কেহ বা জয় রাধা শ্রীরাধা ব'লে আনন্দ করিতেছেন।

বিপক্ষ যাহারা—তাহারা বলিতেছে, দেখ দেখ, এই কুম্ভটী সেই কুম্ভ! কিনা? তখন তাহারা এসে দেখেন যে, সেই কুম্ভই বটে, কুম্ভের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল বেধে রয়েছে।

তখন—

পয়ার।

জল ল'য়ে গেলেন প্যারি বৈদ্য বিদ্যমানে।
বৈদ্য বলেন, তোমার প্রণাম চরণে॥
আপনি লইলেন বৈদ্য কুম্ভ কক্ষ হইতে।
জলপড়ি ফেলে দিল কৃষ্ণের চক্ষেতে॥
উঠিল মুরলীধারী. ব্যাধি দূরে গেল।
যশোদা নিকটে বৈদ্য বিদায় মাগিল॥

শ্রীকৃষ্ণ তখন উঠে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন দেখে বৈদ্যরাজ কহিলেন, মা তোমার গোপাল ত এই ভাল হয়েছেন, এখন আমাকে বিদায় কর।

যশোদা। আগে আরোগ্য-স্নান করাও, পরে স্বর্ণ রৌপ্য গোবৎসাদি যাহা বাঞ্ছা কর, তাহাই দিব।

তখন বৈদ্যরাজ—

ধূয়া।

আর কিছু না লইব,
আমি কৃষ্ণ তোলে সোনা লব।

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে—

যশোদা। বাপু বৈদ্যরাজ! আমার গোপাল কতই বা ভারি হবে? অতএব তোমাকে আরো অধিক সোনাই দিব।

এই ব'লে যশোদা একটী বড় তৌলদণ্ড বা দাঁড়ি-পাল্লা ল'য়ে একদিকে শ্রীকৃষ্ণ অপর দিকে সোনা দিয়া তৌল করিতে বস্‌লেন।

তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এই স্থির কর্‌লেন যে, আজ জননীকে কিছু দায় ঠেকাব ব'লে বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রাণী যতই পাল্লায় সোনা চাপান, দাঁড়ি কিছুতেই উঠে না। ক্রমে ঘরের সকল সোনা আনিলেন, কৃষ্ণের সমান হইল না দেখে—

যশোদা। ললিতে! আমি এ যে বড় দায় ঠেকিলাম, আমার ঘরে যত সোনা-দানা ছিল, সমস্তই দিলাম, তবু দাঁড়ি উঠে না, ঘরে আর স্বর্ণ নাই।

ললিতা তাতে বলেন, তুমি রাজ্যের সোনা দিয়াছ, ও সকল নামাও। আমি বৈদ্য বিদায় করি। এই ব'লে একটী তুলসী পত্র এনে যখন—

ধূয়া।

রাধা নামটী লিখে দিল।
অমনি দাঁড়ি সমান হ'ল॥

দেখে ললিতা বৈদ্যরাজকে বল্‌ছেন, দেখ বৈদ্যরাজ মনের মত বিদায় হ'ল কি না? এই ব'লে কহিতেছেন;—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

দিলাম আমি লও সোনা তবুও ভালবাস না।
তুমি চাহ যে সোনা, দিয়াছি সেই সোনা॥
ও সোনা হৃদয়ের সোনা,
কেলেসোনার সমান সোনা, এই কাঁচা সোনা,
ঘুচে যাবে উপাসনা, নিলে এই সোনা
তবে আর দাঁড়াও কেনে পেলে ত যা শোনা॥
ল'য়ে সোনা আর এসো না, রাখ অতি সাবধানে,
যতনে সোনা আছে নিদান প্রয়োগে,
ঘুচাতে এই সোনা, সূদন কয় ক'রো না সোনা,
ওত জারাসোনা, ও সোনা রোগ শাসনা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে তার উত্তরে বৈদ্য কহিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

এসেছিলাম ঠেকে দায়, তেমনি দিলে বিদায়।
ঘুচিল সে দায়, পেলেম বিদায়,
চিকিৎসা করিব আর কি দায়॥

পেলেম যে অক্ষয় সোনা,
আর কি করিব উপাসনা,
কেবল রসনায় মিশাব সোনা,
সদাই রাখ্‌ব হৃদয়ে হৃদয় ॥
এ নহে সামান্য বিদায়,
বিদায় হ'লে দায় থাকে না,
যে হয়েছে এখন বিদায়,
সে দায় বিদায় আর ঠেকে না ;
(এই) বিদায়ের লাগি ব্রজে উদয়,
বনে বনে ভ্রমি সদায়,
ঠেকে এই বিদায়ে দায়, বাঁশীতে বলি সর্ব্বদায় ॥
এই বিদায়ের দায়ে আমি যোগী হ'য়ে ভিক্ষা করি ;
বিদেশিনী জহরিণী সেজেছি বা কত নারী ;—
এবার হলেম বৈদ্যরূপ,
আর বা ঘটিবে কিরূপ,
সূদন কয় ওই কালোরূপ,
বুঝি গৌরাঙ্গ হ'তে হয় ॥

কথা।

তখন—

বৈদ্যরাজ। শ্রীমতি! আপনি জল আনিতে না পারিলে আমার গনা-পড়া সকলই মিথ্যা হইত; কদাচ শ্রীকৃষ্ণের জীবন রক্ষা হইত না। সুতরাং এই ব্রজের মধ্যে তুমি যথার্থ সতী।

বৈদ্য আবার কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—মধ্যমান।

কে জানে তোমারে কেমন সতী,
জানে না যে আত্মা সতী।
তোমা হ'তে সৃষ্টি প্রলয় স্থিতি তব শকতি॥
অজ্ঞান কুমতি জনে বৃথায় জীবন ধর,
তোমায় চিনিতে নারে নরে.
তুমি রাধে পুরুষ কি প্রকৃতি॥
ত্যজে গোলক, শিখাতে লোক, জনম নিলে,
কর্‌তে লীলা ; অবলীলায় কলঙ্ক নিলে,
তুমি করিলে কলঙ্ক, তুমি ঘুচালে কলঙ্ক ;
একে বল তব কলঙ্ক ;
সতী ফিরে হলেন নূতন সতী॥
বৈদ্য প্রতি রেখ দয়া ও প্রেমময়ী ;
তুমি রাধে ব্রহ্মময়ী হও শক্তিময়ী;
তব লাগি বৈদ্য হলাম, মন আশা পূরাইলাম,
সূদন বলে ঐ পদে যেন থাকে রতি মতি॥

পয়ার।

এমতে রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন করি।
সাধিলেন নিজ কার্য্য দেবতা শ্রীহরি॥

রাধিকায় আনি, রাণী কোলেতে করিল।
চুম্বন করিয়া তাঁরে বলিতে লাগিল॥
তুমি গো মা সতীলক্ষ্মী ব্রজে না থাকিলে।
বাঁচাইতে নারিতাম আমার গোপালে॥

ধূয়া।

যখন শ্রীরাধাকে কোলে নিল।
অমনি গোপলা কেন্দে ধূলায় পড়িল॥

কথা।

ললিতা। রাণি, এরূপ রাগ কেন?

যশোদা। কেন—কি করেছি?

ললিতা। আপন পুত্র ভূমে রেখে পরের মেয়ে কোলে করেছ!

যশোদা। [তখন লজ্জিত হয়ে] না—না—এই যে দুইটীকেই আমি কোলে করিতেছি।

তখন রাণী রাধাকে ক্রোড় হইতে নামাতে পারিলেন না। বাম ক্রোড়ে রাধিকা থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দক্ষিণ ক্রোড়ে লইলেন। তখন কিরূপ ভাব হল—

ধূয়া।

নয়নে নয়নে পৈল।
রূপ-সাগরে ডুবে রইল॥

কথা।

তথাপি মিলন হয় না, যশোদা গৃহ-কর্ম্মে গেলেন। ললিতা উভয়কে লয়ে নিকুঞ্জবনে ল'য়ে গেলেন এবং তথায় সিংহাসনে বসায়ে, বামে কিশোরী, দক্ষিণে রসরাজ! অতি মনোহর শোভা হইল। তখন সখীদিগে দেখাইতেছেন আর কহিতেছেন;—

মিলন-গীত।

বসিলেন রাই সিংহাসনে, আপনা বঁধুয়া সনে।
উভয় যুগল মিলন হ'ল
গেল বিচ্ছেদ-হুতাশনে,
ললিতা কয় আয় দরশনে ॥
কালাচাঁদের করে ভাণু, কত চন্দ্র পায়,
রাই কিশোরী চাঁদের মালা চাঁদে চাঁদ মিশায়,
অতুল্য তুলনারূপ তুল্য ত দেখিনে,
শ্যামের তুল্য রাই বিনে ॥
কোন ধনী বলে ধনী দেও হরিধ্বনি ;
মিলিল মিলিল বামে হের রাইধনী,
সূদন বলে ও যে রূপ, ত্রিলোক না পায় ধ্যান,
ধন্য ব্রজবাসীগণে ॥

তখন রাধাকৃষ্ণ মিলন হল।
তোমরা সবে হরি বল ॥

সম্পূর্ণ

অক্রূর-সংবাদ

গীতি-কথিকা

অক্রূর-সংবাদ।

পালা আরম্ভ।

মথুরাতে রাজা কংসের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। মহারাজ কংস রাজসভা ক'রে ব'সে আছেন। সে সভা কি প্রকার—মৃগচর্ম্ম-কুশাসন-প্রসারিত-মঞ্চোপরি উপবিষ্ট অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়াদি নানা দেশের রাজা ও রাজকুমারগণ অমূল্য রক্তকোষেয় বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিকসিত-বদনে স্থানে স্থানে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কংস অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ নিরীক্ষণ করিলেন।

সে কেমন রূপ—

কিবা নবনী সজল-জলদ-শ্যামল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, চন্দ্রমুখমণ্ডল দলদলায়ত লোললোচন কুটিল, নবপক্ক-বিম্ব-বিড়ম্বিত ওষ্ঠাধরে মৃদু মৃদু হাস-ভাষ, বক্ষঃস্থল নত, ভুজ চম্পক-কলিকা-নিন্দিত নির্ম্মল, নাভি আরক্ত; কিবা প্রাতঃকালোদিত রবিমণ্ডলনিভ নখশ্রী চন্দ্র-বিনিন্দিত শ্রীচরণে শরণাগত, তদগ্রে সৌদামিনী শোভিত।

এবম্ভূত রূপ দর্শন ক'রে রাজা কংস কহিতেছেন, ওহে পাত্র-মিত্রগণ! গোকুলের বিষয়টা কি হবে?

পাত্রমিত্রগণ। মহারাজ! গোকুলের বিষয়ে আর উপায় নাই। অঘাসুর, বকাসুর, পুতনা, বৎসাসুর—

যা'রে পাঠাই ব্রজপুরে।
সে ফিরে না আসে ঘরে॥

কংস। তবে এখন আমি—

তুক্কসুর।

কি করিব উপায় বল।

নিকটে কাল ঘনাইল॥

এই প্রকার রাজা কংস অতি চিন্তাকুল হ'য়ে বসে আছেন, এমন সময়ে সুরপুর হইতে দেবর্ষি নারদ তাঁহার সভাতে উপস্থিত হইলেন। ঋষিকে দর্শনমাত্র রাজা কংস গাত্রোত্থান ক'রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ আসন প্রদান করিলেন।

নারদ। জয় হউক, মহারাজের জয় হউক।

কংস। মুনিবর! আর জয় হবে কি? আমি বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়েছি।

নারদ। মহারাজ! আপনি রাজাধিরাজ, আপনার আবার সঙ্কট কি?

কংস। সঙ্কট এই,—যার নাম শুন্‌ব না, যার রূপ দেখ্‌ব না, সেই রূপ শয়নে, স্বপনে, জাগিতে ঘুমাতে এবং রাজসভাতে—

যখন আমি ব'সে থাকি.

কৃষ্ণের কালরূপ অন্তরে দেখি।

পুনরায় কংস নারদকে কি বলিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—সুরট। তাল—কাওয়ালী।

কি জানি কি হ'ল আমার মনে।

কি শয়নে কি স্বপনে, কৃষ্ণরূপ হেরি দু' নয়নে।

যদি না ভাবি অন্তরে, তবু না রহে অন্তরে,

কি আছে তার অন্তরে, অন্তরে তা বুঝিতে পারি নে॥

যদি থাকি আপন মনে, না করি মনে,—(এ)

সে কেমনে মনে মনে উদয় হয় মনে—(এ)

মনে পাইনে মনের কথা, তাইতে সদাই মনে ব্যথা,

কারে বা কই মনের কথা,

তোমা বিনে মন দিয়ে কে শুনে ॥

যেদিকে যাই যেদিকে চাই, দেখ্‌তে কৃষ্ণ পাই,—

কৃষ্ণ ভেবে কৃষ্ণবর্ণ, বুঝি কৃষ্ণ পাই,—

কালরূপ চিনিনে কে সে, নাম বুঝি তার হৃষীকেশে,

ধরিল আমার কেশে, সূদন বলে শেষে জান্‌বে মনে ॥

কথা ।

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে দেবর্ষি বলেন, এই সঙ্কট বইত নয়! একটা পরামর্শ বলি। আপনি গো ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এই তিনকে বন্ধন করুন।

কংস। এ তিনকে বন্ধন কর্‌লে কি হ'বে?

নারদ! মহারাজ! ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিলে কৃষ্ণের পূজা হইবে না! বৈষ্ণবকে বন্ধন করিলে তাঁহার স্মরণ হইবে না। গো বন্ধন করিলে এই হ'বে যে, কৃষ্ণ আর কিছুই খাইতে পাইবে না। কারণ ক্ষীর, সর, নবনীত ভিন্ন সে অন্য কিছু ভোজন করে না। সুতরাং খাইতে না পাইলেই ত্বরায় তারে শমন-সদনে যাইতে হইবে।

সুর।

মাখন নাহি খেতে পাবে

আপনি প্রাণ তেয়াগিবে।

কথা।

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে রাজা কংস কহিতেছেন,—কৃষ্ণ নন্দ যশোদার পুত্র বই ত নয়? তার জন্য কি আমাকে গো, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব বন্ধন করতে হ'বে?

নারদ। কৃষ্ণকে নন্দ-যশোদার পুত্র ব'লে অবজ্ঞা করছেন? তা নয়, কৃষ্ণ কে ও তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত কি তবে বলি, শ্রবণ করুন :—

শ্লোক।

যশোদায়াভবৎ কন্যা দেবক্যা বসুদেবজঃ।
রোহিণ্যা বলরামশ্চ ভাদ্রেহ সিতাষ্টমীনিশি॥

কথা।

শুন মহারাজ! যশোদার কেবল একটী কন্যা হয়, আর দেবকীর অষ্টমগর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়, রোহিণীর গর্ভে বলরাম জন্মে।

তান।

যেইদিন ভূমিষ্ঠ হ'লেন নারায়ণ।
কি কহিব সে দিনের দুঃখের কথন॥
ভাদ্রেতে অসিতাষ্টমী মহা অন্ধকার।
মেঘের গর্জ্জন তাহে পড়ে জলধার॥
আপনি আপন অঙ্গ না পায় দেখিতে।
বসুদেব ল'য়ে কৃষ্ণ গেলা গোকুলেতে॥

সুর।

মহারাজ তব ডরে।
কৃষ্ণে রেখে এল নন্দের ঘরে॥

কথা ।

তখন রাজা কংস কহেন, এত বড় কর্ম্ম বসুদেব করেছে ? আমার অরিকে রেখে এসেছে বৃন্দাবনে ? এখনি তার শিরশ্ছেদন করিব ।

দেবর্ষি এই বাক্য শ্রবণ করে মনে ভাবিলেন, ও কথা বলা ভাল হয় নাই । [প্রকাশ্যে] মহারাজ ! আপনার জ্ঞান নাই । যদি এখন বসুদেব ও দেবকীকে বধ করেন, তা হ'লে ত শত্রু বধ হয় না । বধের কথা শুনে কৃষ্ণ, বলরাম অন্য কোন দেশে পলায়ন করিবে ।

কংস । এখন উপায় কি ?

নারদ ।

তান—পয়ার ।

এক ধনুর্ম্ময় যজ্ঞ কর আরম্ভন ।
রাম কৃষ্ণ দুই জনে কর নিমন্ত্রণ ॥
রথে যবে আসিবেক ভাই দুইজনে ।
স্বহস্তে ধরিয়ে দোঁহে বধিও পরাণে ॥

কথা ।

কংস । তবে ঐ পরামর্শই স্থির । এখন কৃষ্ণ-বলরামকে আন্‌তে যায় কে ?

নারদ । কৃষ্ণকে অন্য কোন ব্যক্তি আন্‌তে গেলে, আস্‌বেন না । যে ব্যক্তি ভাগবত এবং সর্ব্বদা হরিনাম করে, সেই তাঁকে আন্‌তে পারে, কেন না কৃষ্ণ ভক্তাধীন, ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রাণ ।

সুর ।

তারে ভক্তে যাহা বলে তাই করে ।
ভক্তে ডাকিলে কোথায় রইতে নারে ॥

কথা।

কংস। তবে কৃষ্ণ আন্‌তে যায় কে? মথুরায় বৈষ্ণব ত নাই।

নারদ। মহারাজ! বৈষ্ণব একজন আছে।

কংস। কে?

নারদ। অক্রূর নামে একজন পরম বৈষ্ণব আছে।

পদাতিক। মহারাজ! আমি দেখেছি, অক্রূর প্রত্যহ প্রাতঃস্নান ক'রে কি বল্‌তে বল্‌তে ঘরে যায়।

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে রাজা কংস তৎক্ষণাৎ একজন দূতকে অক্রূর সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন।

তান।

রাজদূত আজ্ঞা পেয়ে চলিল তথায়।
উপস্থিত হ'ল গিয়া অক্রূর-আলয়॥

কথা।

এখন অক্রূর প্রাতঃস্নান ক'রে গৃহমধ্যে প্রবেশিয়ে তুলসী চন্দন ল'য়ে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে কংস-দূত অক্রূরকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। অক্রূর ধ্যানে আছেন, গৃহিণী তাহা শ্রবণ ক'রে বহির্দ্বারে এসে দূতের মুখ অবলোকন ক'রে পুনর্ব্বার অক্রূরের নিকট গিয়ে বলিতেছেন, ঠাকুর! কৃষ্ণপূজা পরিত্যাগ কর, অগ্রে আমি বলেছিলাম, হরিনাম ক'রো না, কৃষ্ণপূজা ক'রো না। কেমন, এখন ঐ দেখ, রাজদূত দাঁড়ায়ে দ্বারে।

সুর।

এখন নিত্য কৃষ্ণ-পূজা ক'রে।
যেতে হ'ল কংস-কারাগারে॥

অক্রূর বলেন—

আমি নিত্য কৃষ্ণ-পূজা করি।
দূতের ভয়ে নাহি ডরি ?

গীত।

রাগিণী—বাহার। তাল—মধ্যমান।

বল হরেকৃষ্ণ হরে হরে। (ভাবরে—)
জান না মুরারে হরে যে ভজে সেই মুরহরে,
তার কি প্রাণ শমনে হরে॥
মন বাঁধিলে মনোহরে, কার সাধ্য তার মন হরে,
দেখে ভেবে মুরহরে, হরির গুণ জেনেছে হরে।
শুন নাই প্রহ্লাদের কথা, ভজে গুণমণি,—
এককালে হইল বৈষ্ণব-চূড়ামণি,—
ভুজঙ্গে না দংশে কায়, মাতঙ্গে না বধে তায়,
জীবনে না জীবন যায়, বিষপানে না মরে॥
শুন নাই যে ধ্রুব মুদিত করে দুনয়ন,—
এক মনে ছিল পদ্মপলাশলোচন—
রক্ষা করিল বনে বনে ; কি মরণে, কি জীবনে,
মধুসূদন ভজে সূদন কভু কি পড়িবে ফেরে॥

এখানে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে। কংসদূত ডাকিতেছে,—অক্রূর! ত্বরায় আইস—ত্বরায় আইস। অক্রূর দূতবাক্য শ্রবণ ক'রে ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর, গাত্রে যে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন করেছিলেন, ভয়-প্রযুক্ত সে সমস্ত মুছিয়া ফেলিলেন। পরে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্বারে আসিয়া

অবলোকন করিলেন, রাজদূত দণ্ডায়মান। তখন পপাত ধরণীপৃষ্ঠে বাতেন কদলী যথা।—

রাজদূত অক্রুরকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া বলিতেছে,—একি সর্ব্বনাশ! মুনিহত্যা করিলাম? তখন তৎসমীপে গিয়া ডাকিতে লাগিল,—অক্রূর, ভয় নাই, গাত্রোত্থান কর।

অক্রূর নীরব।

তখন দূত বলে,—

সুর।

নফর হ'য়ে এই করিলাম।

মুনিবধের ভাগী হ'লাম॥

আবার রাজদূত বলে,—অক্রূর গা তোল, ভয় নাই। তোমায় কৃষ্ণ আনিতে বৃন্দাবনে যাইতে হইবে।

অক্রূর ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে চৈতন্য প্রাপ্ত হ'য়ে বলিতেছেন—ভাই, আমায় কি নিতান্তই বৃন্দাবন যেতে হবে, তুমি জান?

দূত। তুমি পরম বৈষ্ণব ও ধার্ম্মিক বলে মহারাজ তোমায় ব্রজে পাঠাইবেন।

অক্রূর। চল যাই।

কিন্তু অক্রূরের ত্রাস ঘুচে নাই। দুই-এক পদ গমন করেন, আর ভাবেন, আজ অদৃষ্টে কি আছে!

সুর।

তখন দূতের আগে আগে চলে।

মুখে দুর্গা দুর্গা বলে॥

আর মনে মনে বলেন,—কোথা দীননাথ, রাধানাথ, ব্রজনাথ, আমি এবার—

সুর।

সঁপেছি প্রাণ তব পায়ে।
রক্ষা কর আমায় কংস ভয়ে॥

কথা।

তখন অক্রুর কংসের সভার সন্নিকট হইয়া বলিতেছেন, মহারাজ! আমি বৈষ্ণব নহি—আমি বৈষ্ণব নহি।

কংস। আসুন,—কোন চিন্তা নাই।

অক্রূর পরে সভাতে গিয়া বলিতেছেন, আমি বৈষ্ণব নহি।

সুর।

আমি যেখানে সেখানে থাকি।
সদাই দুর্গা দুর্গা বলে ডাকি॥

কথা।

কংস। আপনাকে আমি ডাকিয়াছি কেন, আপনাকে বৃন্দাবনে যাইতে হইবে।

অক্রূর। যে আজ্ঞা মহারাজ! যাইব। মহারাজ! আপনি একে ত ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, তাহাতে আবার ধনে মানে, কুলে শীলে আপনার সমান আর কে আছে? আপনার আজ্ঞা অবশ্যই প্রতিপালন করিব।

কংস। আমি নিমন্ত্রণ-পত্র দিতেছি, আমার রথে আরোহণ ক'রে বৃন্দাবনে গিয়া নন্দের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাইকে সঙ্গে ল'য়ে আসিতে হইবে।

এই ব'লে রাজা অক্রূরের হস্তে পত্র প্রদান করিলেন এবং সারথিকে রথসজ্জা করিয়া ত্বরায় বৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন।

অক্রূর তখন—

সুর।

বৃন্দাবনে যাব বলে।

দু বাহু নেড়ে গৃহে চলে ॥

কথা।

আবার মুনির "হরিষে বিষাদ" হচ্ছে। বলেন—

"ব্রজনাথের দয়া হবে,

এমন ভাগ্য কবে হবে"।

আবার ভাবেন, যদি আমাকে কংসের অনুচর ব'লে, কৃষ্ণ দেখা না দেন। তখন ব্রজধামে যাব বলে অক্রূরের প্রেমোদয় হচ্ছে। অখণ্ড জটাজুট, প্রকাণ্ড শরীর অক্রূরের নয়নেতে দরদরিত ধারা বহিতেছে, আর বলিতেছেন—

আমার ভাগ্যের কথা বলিতে না পারি।

নিরখিব নয়নেতে গোকুল নগরী ॥

আবার বলেন,—যা হোক।

তান।

কংস আমার বন্ধু ছিল।

কৃষ্ণ আন্‌তে আমায় পাঠাইল ॥

কথা।

এদিকে সারথি রথ সজ্জিত করে, বহির্দ্বারে ল'য়ে আসিলেন। তখন অক্রূর রথের নিকটে গিয়া আপনার মনকে উপদেশ দিতেছেন, আর

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

পূরাতে মনোরথে যাও এ মনো-রথে।
তেজ্য ক'রে ন্যায্য পথে কেন ভ্রম পথে পথে,
পেয়ে সুপথ, ভুলো না পথ, এখন চল ব্রজের পথে॥
পথের সম্বল মন হরি-বল, হবে পথের জয়,
যেন সবাই পথের পথিক পথের পরিচয়,—
ধর্ম্ম-পথে রেখ যতন, যদি পথে হও রে পতন,
হবে তোমার কালের দমন, কালীয়-দমন ভাব হৃদে॥
সম্প্রতি দুর্ম্মতি,—তাইতে পাঠাইল কংস,
যে করে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস, তারে করবে ধ্বংস ;—
হলে হরির কোপের অংশ, কংস যে হইবে ধ্বংস,—
সূদন কয় এমন কু-বংশ, কি কাজ থেকে মথুরাতে॥

কথা।

এই কথা ব'লে অক্রূর রথে আরোহণ করিলেন এবং বৃন্দাবন-অভিমুখে চলিলেন। অক্রূর কারাগারের দ্বার দিয়া গমন করিতেছেন, এমন সময়ে রথচক্রের ঘর্ঘর রব শ্রবণে দেবকী অক্রূরকে সম্বোধন ক'রে বলিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—ঢিমা-তেতালা।

ব'লো তারে কারাগারে
আর কত দিন রইতে হবে।
সেদিনের আর বাকি কদিন,
চিরদিন কি কেন্দে যাবে॥

এম্‌নি কপাল পাথর চাপা, বুকের মাঝে পাষাণ চাপা,
নয়ন-জলে নয়ন ঝাঁপা, শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য-প্রভাবে ॥
পুণ্যফলে পুত্র কোলে পেয়ে যে ছিলাম,—
তেম্‌নি সুখে বন্দীশালে জন্ম গোঁয়ালাম।—
যে সুখেতে হেথায় আছি, একবার কৃষ্ণ দেখ্‌লে বাঁচি,
কিম্বা 'কৃষ্ণ-পেলে' বাঁচি, এ বাঁচায় আর কি ফল হবে ॥
অসিত-অষ্টমী রেতে, এই কারাগারে,—
ব্রহ্মমূর্ত্তি দেখাইল করুণা ক'রে ;—
কোন্ পুণ্যে বা গর্ভে ধ'রে, কোন্ পাপে বা কারাগারে,
সূদন বলে ব'লো তাঁরে এ বন্ধন ঘুচিবে কবে ॥

দেবকী আবার বলিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-তেতালা।

যাচ্ছ যদি গোকুলে।
ব'লো তায় যেওনা ভুলে, পাষাণ-চাপা মায়ের বুকে,
স্বচক্ষেতে দেখে গেলে ॥
যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন,
মনে নাই দুঃখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে ॥
জনকের যন্ত্রণা ব'লো, শুনে হবে সুখজনক,—
পাশরি র'য়েছে জনক, গোকুলে পেয়েছে জনক ;—
ওই দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পায়ে পায়ে,
দিনান্তে না খেতে পেয়ে, বাঁচে কেবল কৃষ্ণ ব'লে ॥

ব'লো তারে ভাল ক'রে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে,
মাতা-পিতা-হত্যা-পাতক কিছুই না মনে করে.—
সূদন বলে ও দেবকি, ও কথা আর বলিব কি,
চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে ॥

কথা।

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে অক্রূর রোদন করিতে লাগিলেন, তৎপরে গমন করিলেন। ক্রমে কেশীঘাট পর্য্যন্ত আসিলেন; তখন সারথিকে কহিতেছেন, তুমি রথ ল'য়ে আইস, আমি পদব্রজে যাইব।

পয়ার।

এই কথা ব'লে অক্রূর ভূমিতে নামিল
ধীরে ধীরে পদব্রজে গমন করিল ॥
অক্রূর তখন ব্রজে যায়, ব্রজের ধুলি মাখে গায়।

কথা।

আর অক্রূর মনে মনে বাঞ্ছা করিতেছেন, যদি পথিমধ্যে কৃষ্ণ বলরামের দেখা পাই, তবে জানি, হরি বাঞ্ছাকল্পতরু।

যদি পথ মাঝে দুভেয়ে হেরি।
তবে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় হরি।

কথা।

এই মানস ক'রে অক্রূর অগ্রসর হইতেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের মনোভাব জানিতে পারিয়া অতি নির্জ্জন বনে গিয়ে কদম্ব তরু-তলে উপবিষ্ট হ'য়ে, রোদন করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন।—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা-তেতালা।

কেমনে ত্যজিব এখন গোকুল।
কিরূপে হ'ব প্রতিকূল, যাবে ব্রজের একূল ওকূল দুকূল।
ঘুমালে পর মা জননী, ডাকিয়ে খাওয়ায় নবনী,
সে মা হবে কাঙ্গালিনী, ত্যজ্‌বে প্রাণী যেদিন যাব ওকূল॥
যে পিতার লইয়ে বাধা থাকিতাম পথে,
সে বাধায় কাল পড়্‌বে বাধা ফেলিবে মাতে,—
মর্‌বে সকল বৎস ধেনু, ধাবে না খাবে না তৃণ,
শুখাবে সব তৃণ-বন, বন হবে বৃন্দাবন হবে আকুল॥
যে কিশোরী বাঁশরী বিনা না শুনে কানে,
সে বাসে বাঁশের বাঁশী বাজ্‌বে কেমনে,—
সে রয়েছে আপন মনে, তার মন ল'য়ে যাই কেমনে,
বল্‌বে এই তার ছিল মনে,
মর্‌বে সূদন পাবে না কোন কূল॥

কথা।

তখন বলরাম কিঞ্চিদ্দূরে ছিলেন। তথা হইতে অক্রূরের রথপতাকা অবলোকন ক'রে বলিতেছেন, রথ কোথা হইতে আইল? আমাদের ব্রজের ত কারও রথ নাই। আদৌ রাজাদিগেরই রথ নাই। যাহা হৌক, কৃষ্ণের নিকটে যাই।

এই ব'লে তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিতেছেন ;—

তান।

নিত্য নিত্য গোচরণ করি রে গোষ্ঠেতে।
আজি যেন অপূর্ব্ব রথ হেরি আচম্বিতে॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ ক'রে তখন বলিতেছেন, দাদা, আমি কিছু জানি না। কই রথ আসিতেছে ?

বলরাম। ভাই আমার কাছে মিথ্যা বলিস্ নে ; সত্য বল্, কোথা হ'তে এই রথ আসিতেছে ?

কৃষ্ণ। বোধ হয়, মথুরা হ'তে অক্রূর খুড়া আসিতেছেন।

তান।

যেই এই কথা শ্রবণে শুনিল।
কাঁদি বলরাম কৃষ্ণের গলায় ধরিল॥

আর কৃষ্ণকে ধ'রে বলিতেছেন,—

কালি মোরা গোচরণে আর না আসিব।
রাজা রাজা খেলা ভাই আর না খেলিব॥
ভাঙ্‌লো মোদের ব্রজের খেলা,
শূন্য হ'ল কদম্ব-তলা।

পয়ার।

দিবা অবসানে রাণী দাঁড়ায় দুয়ারে।
কোথায় গোপাল বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।

তান।

ও কাল—কারে বল্‌বে নন্দরাণী।
ধর্ মাখন, খা রে আমার নীলমণি॥

কথা।

তখন উভয়ে ক্রন্দন সম্বরণ করিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, এস দাদা আমরা গৃহে যাই।

তখন বালকগণ একত্রিত হ'য়ে বৃন্দাবনে চলিলেন। বলরাম কিঞ্চিৎ **অগ্রগামী** হইলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, দাদা! এস একবার একাসনে দুই ভাই দাঁড়াই।

বলরাম। কৃষ্ণ রে। আমি তোর মনের ভাব বুঝিছি।

তান।

আজি কোন ভক্ত সাধ করিয়াছে মনে।
দেখিতে দোঁহার রূপ বুঝি এক স্থানে॥

পয়ার।

তখন—দক্ষিণেতে বলরাম বামেতে কানাই।
কদম্বের তলে দাঁড়াইয়ে দুই ভাই॥

তখন অক্রূর,—

তান।

দূর হ'তে সেইরূপ নয়নে হেরিল।
পদাগ্রে প্রণাম কোটি করিতে লাগিল॥

আর বলে,—হরি আমার ভক্তবৎসল অন্তর্য্যামী। তা না হ'লে,—

তান।

আমি যা করেছি মনে।
আমার—হরি তা কেমনে জানে॥

কথা।

তখন অক্রূর একপদ যাইতেছেন আর প্রণাম করিতেছেন। ক্রমে কৃষ্ণ বলরামের নিকটে আসিলেন। "খুড়া আসুন" এই কথা ব'লে দুই ভাই অক্রূরকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন,—

তান।

কংসের বারতা তবে আগে কহ শুনি।
কিরূপ আছেন পিতা, দেবকী জননী॥

কথা।

অক্রূর। মাতা পিতা ব'লে কৃষ্ণ তোর কি মনে আছে? কংসরাজ তাঁদের কারাগারে বদ্ধ ক'রে রেখেছে।

সুর।

কণ্ঠাগত প্রাণ তাঁদের দারুণ প্রহারে।
কি সুখে আছিস্ তোরা দোঁহে ব্রজপুরে॥

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

দেখিলাম তোমার জননী জনক তাঁরা বন্দীশালে।
বন্ধন-করে ক্রন্দন করে মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে॥
যখন দূতে ধরে গলে, তখন কাঁদে কৃষ্ণ ব'লে,
তাঁদের দুঃখে পাষাণ গলে, কাঁদে দোঁহে গলে-গলে॥
দাঁড়্কা পায় উঠিতে না পায়—
এমনি তাদের কপাল ভগ্ন, অপরাহ্নে পায় না অন্ন,
উঠিতে চরণ সংলগ্ন, কারে কিছু বল্তে নারে,

পদাতি সব দ্বারে দ্বারে, খেতে চাইলে অম্‌নি মারে,
'মলাম মারে' তোর মা বলে ॥
দেখি দ্বারিগণের নেত্র সদাই নেত্র মুদে থাকে,
দেখি দন্ত, গাত্র কম্প, কভু দন্তে দন্ত লাগে,
পুনরায় চৈতন্য হ'লে নয়ন মেলে কৃষ্ণ ব'লে,
সূদন কয় জানে সকলে, ওই দশা হয় ও নাম নিলে ॥

কথা।

কৃষ্ণ। খুড়া, যথার্থ বল দেখি, আমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি না? আর আমার কথা মনে ক'রে থাকেন কি না?

এইবাক্য বলে কৃষ্ণ ক্রন্দন কর্‌তে লাগিলেন। পরে অক্রূরকে সঙ্গে লইয়া নন্দালয়ে গমন করিলেন। তখন কৃষ্ণ বলেন দাদা কি করিব? বলরাম বলেন—খুড়াকে বসিতে আসন প্রদান কর, বারি আনিয়া খুড়ার চরণ প্রক্ষালন করিয়া দাও। কৃষ্ণ বারি আনয়ন ক'রে স্বহস্তে অক্রূরের পাদদ্বয় ধৌত করিয়া দিলেন।

এখানে শুকদেব গোস্বামী বক্তা এবং রাজা পরীক্ষিৎ শ্রোতা। রাজা পরীক্ষিৎ বলেন, কি অসম্ভব!

পয়ার।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড-গুরু প্রভু নারায়ণ।
তিনি কেন ধোয়া'লেন অক্রূর চরণ ॥
ও যে—এলো চরণ পাব বলে।
কেন—তার চরণ ধোয়ায়ে দিলে ॥

কথা।

শুকদেব। মহারাজ! এটী অসম্ভব হয় নাই, কেন না, যাহাতে আত্মা, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন।

সুর।

এই জ্ঞান করে অন্তরে।
প্রভু—আপন চরণ আপনি ধৌত করে॥

কথা।

অভ্যাগত অতিথি গুরু, এই জ্ঞানে অক্রূরের চরণ ধৌত করিলেও করিতে পারেন। অথবা অক্রূর কৃষ্ণের খুল্লতাত, এই জ্ঞান ক'রেও পারেন।

পরীক্ষিৎ। ভাল, শ্রীকৃষ্ণ যেন চরণ ধৌত করিতে পারেন। কিন্তু অক্রূর জানিতেন যে, কৃষ্ণ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তবে তিনি চরণ ধৌত কর্‌তে দিলেন কেন? কি অসম্ভব!

শুকদেব। ওটা অসম্ভব নয়, কেন বলি—

অক্রূর আকুল প্রেমে হইল অজ্ঞান।
কাহারে চরণ দিল না পায় সন্ধান॥

মহারাজ। স্থূল কথা বলি—

কৃষ্ণ প্রতি মন দৃঢ় সদা যার আছে।
যে ভজে কৃষ্ণেরে, শুন, কৃষ্ণ তাঁরে ভজে॥

পরীক্ষিৎ। যা হউক———

শুনে শ্রবণ জুড়াইল।
মনের আঁধার দূরে গেল॥

কথা।

এখানে নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে লইয়া অতিথিমণ্ডপে বসিতে আসন প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, খুড়া! এই স্থানে বসুন, আমি একবার অন্তঃপুর হ'তে আসি।

এই ব'লে শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। অতঃপর ডাকিতে লাগিলেন,—মা যশোদে! তখন মা যশোদা আসিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইলেন। কিন্তু তাহাতে প্রাণ শীতল হইল না। ভুজ দ্বারা কঠিনরূপে হৃদয়ে ধরিলেন, তথাপি হৃদয় শীতল হইল না। কৃষ্ণ বলেন, মা! আজ আমাকে এত কঠিনরূপে ধরিলে কেন?

যশোদা। কৃষ্ণ রে ভাল বলেছিস্—

লক্ষ লক্ষ আপদ বিপদে যদি পড়ি।
তোমার বদন হেরি সকলি পাশরি॥

বাছা—আজ এমন হ'ল কেন?

তোমাকে করিয়া কোলে,
তবু আমার অঙ্গ জ্বলে।

কৃষ্ণ। মা! আমার বড় ক্ষুধা হয়েছে, আমাকে নবনী দাও।

যশোদা। আমার কোলে এস, আমি তোমায় নবনী খাওয়াই।

কৃষ্ণ। মা! আজ আমি স্বহস্তে নবনী ভোজন করিব।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনে যশোদা বড় আনন্দযুক্তা হইলেন, বলেন,—কৃষ্ণ আমার কখন স্বহস্তে ভোজন করে না ব'লে দুইটী কর পরিপূর্ণ ক'রে নবনীত দিলেন। কৃষ্ণ নবনীত লইয়া অক্রূরের নিকট আসিয়া বলিলেন, খুড়া! এই নবনীত ভোজন করুন।

যশোদা ভাবিতেছেন, কৃষ্ণ আমার নবনীত লইয়া কোথায় গেল? বুঝি, অন্য কোন বালককে দিবে? এইজন্য অন্তরাল হইতে দেখিতেছেন।

তখন রোহিণীকে ডেকে বল্লেন, যাহা হোক কৃষ্ণের আমার অতিথির প্রতি ভক্তি হয়েছে। যে অবধি কন্ব মুনির অন্ন নষ্ট করে, তদবধি আমার গৃহে আর অতিথি আইসে নাই।

ধূয়া।

অতিথি আসে নাক যার ডরে।
সে আপনি অতিথি-সেবা করে॥

এদিকে নন্দ বাথান হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ অক্রূরকে দর্শন ক'রে প্রণাম করিলেন। অক্রূর আশীর্ব্বাদ ক'রে নিমন্ত্রণের পত্রখানি নন্দের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি পত্র পেঁয়ে প্রথমে মস্তকে রাখিলেন। পরে পাঠ করিতে করিতে অন্তঃপুরে গিয়া বল্লেন, যশোদে! আর শুনেছ, আমার রাম-কৃষ্ণকে রাজা জেনেছেন, আর সম্মান ক'রে পত্র লিখেছেন। অন্যান্যবার দূতের দ্বারা ডাকিয়া পাঠান্, কখন পত্র লিখেন না। দেখ, উপযুক্ত পুত্র যদি রাজ-সভায় যাতায়াত করে, তার বাড়া আর কি ভাগ্য আছে! কল্যই গমন করিতে হবে।

যশোদা। কেন, আমার রাম-কৃষ্ণকে রাজা অনেক দিন ত জানিয়াছেন, তবে বুঝি—

নন্দ কি কথা কহিলে, নন্দ কি কথা কহিলে।
কথা নয় দারুণ শেল বক্ষেতে হানিলে॥

ধূয়া।

তিলেক না দেখিলে শত যুগ জ্ঞান হয়।
কেমনে পাশরে রব না হেরে তাহায়॥

না, আমার গোপালকে পাঠাইব না।

নন্দ। চিন্তা কি? আমি সঙ্গে থাকিব।

তখন নন্দ গোপদিগের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন এবং সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন।

যার ঘরে যতখানি ছানা ননী হয়।
শকট সহিত যেতে হবে মথুরায়॥

আর রাম-কৃষ্ণকে পত্র পাঠাইয়াছেন এবং রথও পাঠাইয়াছেন তাহাতে আরোহণ ক'রে দুই ভেয়ে প্রভাতে তথায় যাইবেন।

দূত বাক্য শ্রবণ করে—ললিতা শ্রীরাধার নিকটে যাইতেছেন,—

একি হেরি অকস্মাৎ।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত॥

শ্যাম মধুপুরে যাবে, অক্রূর এসেছে নিতে।
একি শত্রু ছিল অক্রূর, শুনে মরি গো দুঃখেতে॥

আহা! শ্রীমতীর উপায় কি হবে?

অবলা সরলা রাই, কৃষ্ণ-বিনা গতি নাই,
হেন কৃষ্ণে হইবে বঞ্চিত।
শ্যাম যাবে মধুপুরে, কি ল'য়ে থাকিবে ঘরে,
হায়! একি শুনি বিপরীত॥

এ কথা বুঝি আমাদের প্যারী এখনো শুনেন নাই। এই ভেবে সত্বর শ্রীরাধার নিকট যাইতেছেন।

এখানে শ্রীরাধা, কৃষ্ণ কুঞ্জে আসিবেন ব'লে সজ্জা করিতেছেন, আর "বিনিসুতের হার" গ্রন্থন করিতেছেন; মনে মনে সাধ করিতেছেন—

সুর।

বঁধু আমার কুঞ্জে এলে।
এই মালা তার দিব গলে॥

কথা।

এমন সময়ে ললিতা কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। বলেন, রাজনন্দিনি! কি করিতেছ?

শ্রীরাধা। কেন? আমি মালা গাঁথিতেছি।

ললিতা। আর মালা কি হবে?

শ্রীরাধা। এ যে বড় নূতন কথা!

ললিতা। একটী নূতন কথা শুনে এলাম। কৃষ্ণ নাকি কাল মথুরায় যাবেন?

শ্রীরাধা। সে কোন্ কাল?

ললিতা। তুমি যে ভেবেছ ব্রহ্মার কাল, তা নয়; এই কাল—রজনী প্রভাতে যে কাল।

গীত।

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাস। তাল—ঢিমা-তেতালা।

রাই তুমি অমূল্য মাল্য গাঁথিছ যাহার কারণে।
মথুরায় তার মাল্যবদল হবে না জানি কা'র সনে॥
কেন গাঁথ চিকণ মালা, ছেড়ে যাবে চিকণকালা,
শেষে কেবল ওই মালা, জপমালা হবে মনে॥
মালা হেরে হবে জ্বালা, মর্বি প্রাণ জ্ব'লে—
শেষে মালা ভেসে যাবে নয়নের জলে,—
কেন গাঁথ বনমালা, দিতে হবে বনে মালা,
মথুরায় সব চাঁদের মালা মতির মালা দিবে এনে॥

কাল হারাবি মোহন-মালা পরিবে কে—
কাঁদিবি বলে মদনমোহন, মরিবি সেই দুখে—
রথ লয়ে এসেছে মুনি, হ'রে নিতে মাথার মণি,
সূদন বলে, বিনোদিনি ! বৃথা মালা গাঁথ কেনে ॥

কথা ।

শ্রীরাধা। কই কৃষ্ণ যা'বেন, তা ত আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হ'ল ; কারণ, আজ মালা গাঁথ্‌তে গাঁথ্‌তে আমার হাত হ'তে মালা বার-বার ভূমে প'ড়ে যাচ্ছিল ; সেজন্য আমার বোধ হচ্ছিল, কোন বিপদ্ হ'বে। সখি, এখন উপায় কি তা বল ?

ললিতা। এক সদ্‌যুক্তি আছে—রজনী প্রভাত হ'লে ত কৃষ্ণ যাবেন ; তা যাতে রজনী প্রভাত না হয়, তার একটা উপায় কর।

শ্রীরাধা। এমন কি কখন হয় ? রজনী হ'লেই প্রভাত হয়।

ললিতা। আছে—তা'র প্রকরণ আছে। এস আমরা যোগিনী-চরণ স্মরণ করি, তিনি সদয় হ'লে আমাদের বর দিবেন। যামিনীনাথ আর নক্ষত্রগণ তা হলে আর অস্তমিত হ'বে না—কাজেই রজনী প্রভাত হ'বে না, আর কৃষ্ণেরও যাওয়া হবে না।

শ্রীরাধা। এমন কি কখন হ'তে পারে ?

ললিতা। তবে আর একটা উপায় বলি। কালিন্দী দেবী সূর্য্যের নন্দিনী ; এস আমরা তাঁর চরণ স্মরণ করি। তিনি অনুকূলা হ'য়ে তাঁর পিতা সূর্য্যদেবকে বল্‌বেন ;—

সুর।

পিতঃ ! আমার এই মিনতি রাখ।
কাল-মেঘের আড়ে ঢাকা থাক ॥

শ্রীরাধা। তোমার কথায় আমার প্রত্যয় হয় না।

ললিতা। ভাল, আর এক উপায় বলি, এস আমরা প্রাণ পরিত্যাগ করি।

শ্রীরাধা। হাঁ, এই উপায়টী মন্দ নয়! কেন না—প্রাণ পরিত্যাগ ত হবেই, তবে আগে হওয়াই ভাল।

ললিতা। আমি শুনেছি, যে দিবস মৃত্যু হয়, তা'র পর দিবস যাত্রা-নাস্তি।

শ্রীরাধা। তবে এখন এস, প্রাণত্যাগ করি গে; তা হ'লে কাল অযাত্রা হবে; পর দিন যাবেন।

ললিতা। সেজন্য তোমার ভাবনা কি? আমরা চৌষট্টি সখী আছি——

ধূয়া।

একে একে মরিব সবে।
তাই দেখি হরি নাহি যাবে॥

শ্রীরাধা। এতেও আমার প্রত্যয় হয় না।

ললিতা। তবে আর একটী পরামর্শ বলি। চল, আমরা কাত্যায়নী দেবীর কাছে যাই; তথায় গললগ্নীকৃতবাসা হ'য়ে তাঁহার স্তব করি গে।

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—ঢিমা-তেতালা।

শুন গো মা দে ক্ষমা আজি এই বিপদে।
যেন হরি-হারা হই নে তারা এই মিনতি ও পদে॥

মা তুমি কৈলাসে কালী, কৃষ্ণ-কালী ব্রজতে,—
শ্মশান-কালী ভদ্রকালী রক্ষাকালী জগতে,
ব্রজের কালা কালী তুমি—কালী তব কৃপাতে,
যদি ঘুচাও কালী, মনের কালি, কালী বল্‌বে জগতে ॥
কয় কেঁদে রাই, আজ কি হারাই, অনেক যতনের হরি,
কংসালয়ে যাবে লয়ে আমার শ্রীহরি হরি' ;
একি বাক্য শুনে বাক্য, না সরে মা স্বরেতে,
যদি হও বিপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ হবে গো কাল প্রভাতে ;—
তুমি গো মা শিব-শক্তি, দেও সর্ব্বশক্তি মা,
হরশক্তি ! যার হর শক্তি সে হয় নিঃশক্তি মা ;
তুমি গো মা আদ্যাশক্তি শুনেছি বেদ-বিধিতে,
সূদনের কি আছে শক্তি তব শক্তি বর্ণিতে ॥

পয়ার।

তখন—কৈলাস ত্যজিয়া তথা আইলেন ভবানী।
ভয় নাই ভয় নাই, হ'ল দৈববাণী ॥

কথা।

এই আশ্বাস বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীরাধা স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি মধ্যস্থানে বসিলেন, এবং সখীগণ চতুঃপার্শ্বে চক্রাকারে বসিলেন। তখন ললিতা বল্‌ছেন, প্যারি—কৃষ্ণ যদি যান্, তবে তোমাকে অবশ্য না ব'লে যাবেন না

এদিকে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের

বদনচন্দ্র সন্দর্শন ক'রে, জিজ্ঞাসিছেন, কৃষ্ণ হে, তুমি নাকি কাল মথুরায় যাবে ?

শ্রীকৃষ্ণ। এমন কথা কে বলে ?

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছামি'

শ্রীরাধা। আমার মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর মস্তকে হাত দিয়া বলেন,

'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছামি।'

শ্রীরাধা। তবে কেন অক্রূর মুনি এসেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। তার কারণ আছে, প্রিয়ে! আমি আশঙ্কাক্রমে তোমার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তবে যদি—

সুর।

অনুমতি কর তুমি।
মধুপুরে যাই আমি ॥

তখন শ্রীরাধিকা মনে ভাবেন, 'যাও' বলিতে পারি না, উহা স্নেহশূন্য বাক্য—'থাক' ও বলিতে পারি না, কারণ তাও অমঙ্গলের কথা। যদি বলি 'যা ইচ্ছা তাই কর' সেটাও ঔদাস্য বাক্য। তবে কিছুই বলা ভাল নয়, এই ভেবে নীরব রহিলেন।

এই ভাব অবলোকন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে যামিনী আসিল। কৃষ্ণ যশোদার ক্রোড়ে শয়ন করিলেন।

পয়ার।

গভীর নিশাতে রাণী দেখিল স্বপন।
কৃষ্ণ যেন মথুরায় করিছে গমন ॥
শেল অস্ত্র মারি যেন যশোদা বক্ষেতে।
অক্রূর লইয়া কৃষ্ণ যায় মথুরাতে ॥

এই কুস্বপ্ন দর্শন ক'রে রাণীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তখন তিনি গাত্রোত্থান ক'রে রোদন করিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, আমার এ স্নেহ অবহেলা ক'রে কৃষ্ণধন কিরূপে মথুরায় যাবে!

রোদন শুনে শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন, বলেন, মা! তুমি কেন রোদন কর?

ধুয়া।

বাছা—কুস্বপ্ন দেখেছি রাতে।
যেন—যাচ্ছ রে অক্রূর-সাথে॥

এদিকে বিভাবরী ক্রমে অবসান হইল। অক্রূর প্রাতঃস্নান ক'রে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নন্দকে আহ্বান ক'রে বলেন, বেলা অধিক হইল, কৃষ্ণের বেশ-ভূষা ক'রে দাও।

নন্দ তখন যশোদাকে ডেকে বলেন, রাণী, তবে কৃষ্ণের বেশ-ভূষা ক'রে দাও।

যশোদা। কেন?

নন্দ।

ধুয়া।

অক্রূর ঐ দাঁড়ায়ে পথে।
যেতে হবে মথুরাতে॥

যশোদা। ও কথা কি কথা বল্লে? না—আমি গোপালকে কিছুতেই মথুরাতে পাঠা'তে পারব না।

পয়ার।

ক্ষণেক না হেরি যা'রে যুগ জ্ঞান হয়।
কেমনে পাসরি র'ব না দেখি তাহায়॥

যে গোপাল গোষ্ঠে গেলে প্রাণে আমি মরি।
বল দেখি তাহারে কি পাঠাইতে পারি॥

কথা।

কৃষ্ণ। মা! আমি রাজসভা দেখ্‌তে যা'ব।

যশোদা। বাছা! তুমি রাজসভায় কি কর্‌তে যা'বে? নীলমণি! তুমি লেখা-পড়া শেখ নাই, তবে রাজসভায় গিয়ে কি কর্‌বে? বিশেষ তুমি গোপের ছেলে—গো-পাল রক্ষা করা তোমার কাজ, গৃহে থাক, মাখন খাও—বাছা, তুমি রাজসভার কি জান? সে সভায় সর্ব্বদা দেবগণ, মুনিগণ বিরাজ করেন।

কৃষ্ণ। মা! কোন্ কোন্ দেব তথায় আছেন?

যশোদা। বাছা—ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি আছেন।

কৃষ্ণ। মা! কোন্ কোন্ মুনি আছেন?

যশোদা। গর্গ, গালব, গৌতম ইত্যাদি মুনি আছেন।

কৃষ্ণ। মা! এই বই ত নয়! দেখ দেখি আমাদের সভায় নন্দ, উপানন্দ, সানন্দ, মহানন্দ, শ্রীদাম, সুদাম, কৃষ্ণ, ভদ্রসেন অর্জ্জুন, আর দাদা বলরাম এই কত ব্যক্তি আছেন। ভাল, কোন্ সভাটী বড় হ'ল?

যশোদা। [সহাস্যে] কৃষ্ণ রে বাছা, কোথায় দেবগণ, আর কোথায় গোপগণ! কোথায় মুনিগণ, আর কোথায় রাখালগণ।

কৃষ্ণ। ওমা——

ধূয়া।

বলিলে না বুঝিবে তুমি।
যে সভাতে থাকি আমি।

তখন বলরাম আসিয়া বলেন, ওমা—

আছে যত দেব ঋষি।

কৃষ্ণের চরণ সেবে দিবানিশি ॥

যশোদা। এমন কথা বলিস্ না—অপরাধ হবে।

বলরাম। মা তোমার চিন্তা কি? কৃষ্ণকে পাঠাও, আমি সঙ্গে থাক্‌ব।

যশোদা।—

কীর্ত্তনাঙ্গ।

নারিব পাঠাতে রে রাম! আমার দুখের গোপাল।

এ দধি-মন্থন কালে, অঙ্গন বাহিরে খেলে,

ননী দে দে ব'লে সদাই কাঁদে রে রাম ॥

ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে, ঘরকে যেতে পথ ভুলে,

দুটী হাত দিয়া মাথে কাঁদে রে রাম ॥

কথা।

কৃষ্ণ। মা! আমি আজ যাইব, কাল্ ফিরে আস্‌ব।

যশোদা। না বাছা—তিলার্দ্ধ কাল তোমারে না দেখিলে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

কৃষ্ণ। মা! আমাকে যদি সদাসর্ব্বদা দেখ্‌তে পাও, তা হ'লে যেতে দাও কি না।

যশোদা। সে কেমন গোপাল?

কৃষ্ণ। মা, তবে তুমি চক্ষু মুদিত কর।

যশোদা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, দেখেন—কৃষ্ণের এক রূপ ক্রোড়ে ব'সে আছে, আর এক রূপ সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে। হেরে,

যশোদা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার কোলে যে কৃষ্ণ, এই সত্য, সম্মুখে যে কৃষ্ণ, এ ছায়া। আবার বোধ হইল— 'কোলের কৃষ্ণ মিথ্যা, সম্মুখের কৃষ্ণ সত্য। যশোদা বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন, এখন কোন্ কৃষ্ণ সত্য?

যশোদা। বাছা তোমার কথায় আমার ত প্রত্যয় হয় না, তুমি এখনি আমার চক্ষে ধূলি দিয়া গমন করিবে।

কৃষ্ণ। [সহাস্যে] মা! তবে তোমার যাতে প্রত্যয় হয়, এখনই তাই কর।

যশোদা তখন শ্রীকৃষ্ণকে মন্দিরের মধ্যে রক্ষা ক'রে তাহার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর প্রাঙ্গণে আসিয়া নয়ন মুদিত ক'রে দেখেন, 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ হৃৎপদ্মে; মানুষ নহে। পুনরায় বলেন, তবে কি কৃষ্ণ ভোজ-বিদ্যা শিখেছে?

ধুয়া।

তুই রে আমার কৃষ্ণ গোপের নন্দন।
তোর কেন হ'ল এমন ঈশ্বর-লক্ষণ॥
কৃষ্ণ রে তুই গোপের ছেলে।
শঙ্খ চক্র দে রে ফেলে॥
কেন ছাঁদন-দড়ী নাহি স্কন্ধের উপরে।
গাভী-দোহনের ভাণ্ড নাহি তোর করে॥

আবার বলেন, এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই। যদি আমার—

হৃদয়-মাঝে দেখা দিলি।
কেনে মা বলিয়ে না ডাকিলি॥

পুনর্ব্বার বলেন—

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল— ঢিমা-কাওয়ালী।

কি রূপে এরূপ হ'লি

কোথায় বা ভোজ-বিদ্যা পেলি ॥

তুই রে মানুষ ছেলেমানুষ, একি মানুষ হ'লি,

চতুর্ভুজ আমারে দেখালি ॥

তুই রে গোপাল, গোপের গোপাল থাকিস্ গো-পালে,

ছেড়ে গো-পাল গেলে গোপাল! কে যাবে পালে;—

তুই রে আমার দুধের গোপাল জানে সকলে;

শঙ্খ চক্র কোথায় পেলি ॥

ত্যজি দুধের ভাণ্ড রে ব্রহ্মাণ্ড দেখালি,

ছাঁদন দড়ি ছিন্ন ক'রে কোথায় লুকালি,

সূদন কয় চেন না রাণী, কেমন ছেলে পেলি,

ও ছেলের ছেলে সকলি ॥

কথা।

কৃষ্ণ রে তুই কি আজ নিতান্তই যাবি?

কৃষ্ণ। মা! তবে প্রণাম করি।

যশোদা। আমি তোরে—

কি বলিতে কি বলিলাম।

মা হ'য়ে কি বিদায় দিলাম ॥

আজ বাছা! তুই তবে কি যথার্থই যাবি?

যশোদা এই বাক্য ব'লে মনে ভাবিলেন, তবে গোপালে আমার রক্ষা-বন্ধন ক'রে দিই—

প্রদীপের শীষ রাণী লইয়া তখন।
আনন-অমৃত তাহে করিয়া মিলন॥
গোপনে কপালে দিয়ে বিঘ্ন যে ঘুচায়।
সব্য পাদ-ধূলা ল'য়ে মস্তকেতে দেয়॥
অঙ্গুলি লইয়া রাণী দন্তাঘাত করে।
মঙ্গল-আচার করি' কর দিল শিরে॥
দেব-মন্ত্র দিয়াছিল গর্গ মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ সেই মন্ত্র উচ্চারিয়া কয়॥

বলেন—

একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ রাধা।
এ সবার মাঝে গোপাল থাকুক বাঁধা॥

রাণী দন্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলি দংশন করিলেন, কারণ—

যারে মায়ে দন্তাঘাত করে।
তারে কালে দংশিতে না পারে॥

কথা।

তখন কৃষ্ণের বেশভূষা ক'রে দিলেন। কৃষ্ণ যশোদাকে প্রণাম করিলেন; রোহিণীকেও প্রণাম করিলেন। পরে রথে আরোহণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সকলে হরিধ্বনি করিতেছে, কেহ বা 'জয় জয়' শব্দ করিতেছে। যায় যায় বলে নন্দের ভেরী বাজিতে লাগিল। ললিতা ঐ রব শুনে বহির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া দেখিলেন, সকলেই উপস্থিত আছেন, কেবল শ্রীমতী রাধা নাই। ললিতা ভাবেন—হায়! গমন কালে সাক্ষাৎ হইল না! এই বিবেচনা ক'রে

শশব্যস্তে শ্রীরাধার কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, রাধা অবনতবদনে উপবিষ্টা, রোদন করিতেছেন। ললিতা তাই দেখিয়া বলেন ;—

গীত।

রাগিণী—পরজ। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

বুঝি হরি যায়, আমাদের প্রাণ হরি' যায়।
(হায় প্রাণহরি আমাদের প্রাণ হরি' যায়)
ঐ শুন রাই নন্দের ভেরী, 'যায়' ব'লে বাজায়॥
'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য' করিবে না এই ছিল ধার্য্য
সে কথা হ'ল অগ্রাহ্য, না ব'লে যে যায়॥
জন্মের মত দেখ্‌বি যদি চল্ গো প্যারী চল্,
ফুরা'ল বল কি করি বল গিয়ে দুটা বল্ ;
যা'র লাগি সকলে বলে, সে ত তোমার যায় না ব'লে,
গিয়ে দুটা দেখ্ না ব'লে, দেখ্ কি ব'লে বা যায়॥
কাঁদিলে কি হয়, বুঝিতে হয়, একবার যেতে হয়—
কেহ গিয়ে ধর চক্র, কেহ ধর হয়,—
সূদন বলে কি হয়, না থাকিলে হয় ধরিলে কি হয়,
প্রভাসে মিলন পুনরায় যদি প্যারী যায়॥

ক্ষণকাল পরে বিশাখা আসিয়া বলেন ;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

আয় না গো রথ দেখ্‌তে যাই প্যারী! ত্বরা করি।
সকলে সকালে গেল, আমরা কেনে কেঁদে মরি॥

আয় না শুভযাত্রা হেরি, যাত্রা পরিবর্ত্তন করি,
কি কাজ থেকে আর এ যাত্রায়, এক যাত্রায় যাত্রা করি ॥
কই কিশোরী আয় কিশোরী কাজ কি শরীরে,
হরি যদি হরে তবে আয় না লো মরি ;
প্রাণ-তুল্য বল যারে, সে ভাঙ্গল ব্রজের বাজারে,
সূদন কয় রথের বাজারে একবার এসে দেখনা প্যারী ॥

কীর্ত্তন ।

তখন বেরুল রাই কমলিনী ।
চারিদিকে চায় রে আলুথালু পাগলিনী ॥
ওঠে পড়ে যায় ধায়, কেঁদে বল গো আমায়,
ফুরাল বল, বল গো আমায়, আমার
মদনমোহন কোথায় গেল ?
প্যারীর দুই নয়নে শত ধারা,
করে ডুবু-ডুবু নয়ন-তারা,
যেমন মণিহারা ভুজঙ্গিনী, দাব-দগ্ধ কুরঙ্গিণী ॥

তখন—

উন্মত্তা গোপী ধায়, বসন নাহিক গায়,
ধায় রাধা যেন পাগলিনী ।
আলুথালু কেশে যায়, আর কাঁদি কাঁদি কয়,
কোথা গেলে পাব গুণমণি ॥
আহা ! নিতম্বে চরণ ভারি, সত্বর চলিতে নারি,
ব্রজনারীগণ করে ধরি ।

কভু রাই যায় ধীরে, কভু ধায় ত্বরা ক'রে,
হেরিতে পরাণ-বঁধু হরি ॥
আহা!---একে ব্রজের কঠিন মাটী।
তাহে---কমলকোমল পদ দুটী ॥

কমলিনীর------

চরণে তৃণটি ফুটে।
কৃষ্ণ উহু উহু ক'রে উঠে ॥

গীত।

রাগিণী---খাম্বাজ। তাল---ঠুংরি।

ধীরে ধীরে চলিল রাই হংসগতি।
কিবা চরণ দুখানি অগতির গতি ॥
রাশি রাশি শশী, পদনখে বসি,
অধোমুখে থাকে রজ লাগে যদি ॥
যত গুল্মলতা হেঁট করি মাথা,
বলে দিন পাই রজ লাগে যদি ॥

তখন ললিতা অগ্রেতে রথের সান্নিধ্যে গিয়া কহিতেছেন,—

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল---মধ্যমান।

রথ রাখ অমনি ও মুনি, হেরি গুণমণি।
যাব নিলে নীলকান্তমণি, ঐ এল সেই চাঁদবদনী ॥
রমণীর শিরোমণি যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি,
ঐ এল সেই চন্দ্রাননী যেন মণিহারা ফণী ॥

কি মোহিনী বলে নিলে
মনোমোহিনীর মদনমোহন,
মন-চোরকে করেছ চুরি,
সাধু হ'য়ে কি অকারণ ?
গায় হরি নামাঙ্কিত, দেখ্‌তে যেন সাধুর মত ;
সূদন বলে যে, চোর এ ত, কে বলে ইহারে মুনি ॥

তথাপি রথ স্থগিত করিলেন না। তখন শ্রীবৃন্দা আসিয়া কহিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—তিওট।

দাঁড়াও হরি এল প্যারা, সকলে বদন হেরি,
আর হেরিব না হরি।
রথযাত্রা হেরে, জনম হয় না ফিরে,
জন্মশোধ লই হেরি, বাঁচি কি মরি ॥
ভাল, পুনর্জ্জন্ম না হয় তাহে দুঃখ নাই,
আমাদের এই মানস, মানুষ হ'য়ে রই ;
আমরা যত মানুষ, তোমায় জানি মানুষ,
কোন্ গুণে আর মানুষ বলিব মুরারি ॥
দেখিলাম রথযাত্রা এ যাত্রার মত,—
এক যাত্রায় যাত্রা করি হে—যত ;
অক্রূরের কি যাত্রা, সকলের সুযাত্রা,
সূদনের অযাত্রা ভবে শ্রীহরি ॥

কথা।

তথাপি রথ-বেগ স্থগিত হইল না। তখন শ্রীরাধিকা রোদন করতঃ কহিতেছেন—

রথ রাখ নন্দসুত।
বদন হেরি হে জন্মের মত॥

গীত।

রাগিণী—পরজ। তাল—মধ্যমান।

এখন রথ রাখ, রথ রাখ, থাক,
বারেক ফিরিয়ে দেখ।
আর হবে না দেখাদেখি,
দেখি দেখি দেখ দেখ॥
ত্যজ্য করি মনোরথ, আরোহিলে মুনি-রথ,
আমরা কেবল অবিরত, কাঁদ্‌তে রত চেয়ে দেখ॥
একবার মনে করেছিলাম হ'য়ে গিয়ে হয় ধরি,
হেরিয়ে তুরঙ্গ রঙ্গ আতঙ্গেতে মরি,
একবার ভাবি ধরি চক্র, ঘুচাই অক্রূর মুনির চক্র,
এখন দেখি চক্রীর চক্র, তুমি এত চক্র রাখ॥
আবার ভাবি মরি গিয়ে মিছে কেন ভাবি ;
পরে ভাবি সে ভাবনা আমরা কেন ভাবি ;—
কি করি বুঝে না যে মন, মন তোমার পাষাণ যেমন,
সূদন কয় কথা কেমন, বলেছিলাম যা'ব নাক॥

কথা।

তথাপি রথ স্থির করিলেন না।

গোপিকা সকলে তবে ভূমিতে পড়িল।
রথ আয় আয় বলি ডাকিতে লাগিল॥

আর বলে—হরি রথ আমাদের বামেতে রেখে যাত্রা কর। আমরা চিরকাল তোমার হিত কামনা করি। গমন কালেও কিছু মঙ্গল চেষ্টা করি। আমরা প্রাণত্যাগ করি তা হ'লে—

শব দেহ দেখে যাবে।
কংস ব'ধে রাজা হবে॥

গোপিকাগণের এই ভাব অবলোকন ক'রে—কৃষ্ণ রোদন করিতেছেন। তখন—

কৃষ্ণের নয়নে রাই হেরি বারিধারা।
অমনি উঠিল যেন পাগলিনী পারা॥

রাধিকা বলে—যাও—যাও—নির্দ্দয়, কঠিন হৃদয়, তোমার আর কান্দিতে হবে না। যদি—

যাবার বেলা কান্দি যাবে।
গোকুলে ঘোষণা রবে॥

এই ব্যাপার নিরীক্ষণ ক'রে অক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—পরজ। তাল—মধ্যমান।

এই কি তব দয়া দয়াময়! কও আমায়।
এ দয়া দেখে দয়া হয়, তব অনুগত যে হয়,
তার কি দশা এমনি হয়॥

যা'র পদ ধরেছ শিরে, ত্যজিলে সে প্রেয়সীরে,
সে করাঘাত করে শিরে,
ফিরে একবার দেখ না তায় ॥
যে রাধার কারণে বাধা বহিতে মাথাতে,
ধেনুসনে গোচারণে ভ্রমিতে বনেতে ;—
তোমায় যোগে পান না যোগী,
যার লাগি সেজেছ যোগী,
এখন তার করেছ বা কি,
যজ্ঞেশ্বর যাও হে কোথায় ॥
রসময় কে তোমায় বলে ওহে বিশ্বময়,
দেখিলাম আমি অসময়ে কেবল বিষময় ;—
দেখ্‌লাম তোমার যত মায়া,
কেবল মাত্র সকল ছায়া,
সূদন বলে মিছা মায়া,
করে রেখেছ জগৎময় ॥

কথা ।

তখন শ্রীরাধিকা কহিতেছেন—কৃষ্ণ হে! দেখ দেখি বলেছিলে, তোমার মনোরথ হইতে বহির্ভূত হইব না। এক্ষণে সে সব কথা কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ? এখন আমার—

সুর ।

মনোরথ শূন্য করি ।
কার রথে চড়েছ হরি ॥

আর তুমি বলেছিলে যে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি," এখন সে কথা ত তোমার মনে নাই।

সুর।

আমি যদি তোমার সখা হ'তাম।
সখা হ'য়ে তোমার সঙ্গে যেতাম॥
এখন তুমি যা'বে যদি, তবে ক্ষণেক বিলম্ব কর।

গীত।

রাগিণী—বেহাগ। তাল—আড়া।

ক্ষণেক দাঁড়াও বঁধু আগে আমি যাই।
মরিতে হ'বে তবে আর কেন যাতনা পাই॥
হইল প্রেমের ব্রত সাঙ্গ,
তরঙ্গে ডুবিল অপাঙ্গ,
একবার দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ,
ত্যজি অঙ্গ দেখ তাই॥
আজ আমাদের শুভ যাত্রা,
দেখ্‌লাম তোমার রথযাত্রা,
আমরা করি গঙ্গাযাত্রা,
বঁধু ফিরে দেখ তাই॥
কেন র'ব কৃতাঞ্জলি, ক'রে যাও হে অন্তর্জলি,
সূদন বলে কেন জ্বলি,
এখনি জ্বালা ঘুচাই॥

কথা।

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

যাও যাও গোপী সব নিজ নিজ ঘরে।
না রহিব মথুরায় ফিরিব ব্রজপুরে॥

অক্রূর অশ্বরশ্মি শিথিল করিলেন, সুতরাং রথ অতি বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। গোপ গোপিনীগণ অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

পতাকা রথের চূড়ে যতক্ষণ ছিল।
অনিমেষ আঁখি সব হেরিতে লাগিল॥

অবশেষে যখন রথ দৃষ্টিপথাতীত হইল, পতাকা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন—

ধুয়া।

আঁধার হইল দিক্ চক্রের ধূলায়।
আঁধার গোপিনী চিত্ত বিরহ-চিন্তায়॥

তখন গোপিনীগণ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ অতীব শোকাবিভূতা হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। কিঞ্চিৎ কাল পরে তাহারা কৃষ্ণকে হৃদয়-কমলে অধিষ্ঠিত অবলোকন ক'রে চৈতন্য প্রাপ্ত হইল।

এদিকে অক্রূর রথ লইয়া যমুনাপুলিনে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—কৃষ্ণ হে! একবার যমুনায় অবগাহন করিব। বলিয়া রথাশ্বরশ্মি সংযত করিলেন এবং অবতরণ করিয়া যমুনার সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। সলিল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণরূপ দর্শন করিলেন, আবার মস্তক উত্তোলন করিয়া রথ পানে দেখিলেন, সেই কৃষ্ণরূপ।

তখন মুনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

যমুনার জলে জলধর নিরখিল।
রথ পানে চাহি পুনঃ সে রূপ হেরিল॥
মুনি ভাবে মনে মনে এ আবার কেমন।
উভয় স্থানেতে হেরি রাধিকারমণ॥
এতদিনে বুঝি তবে শাস্ত্র মিথ্যা হ'ল।
নহেত যুগল রূপ কেন প্রকাশিল॥
এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয় শুনেছি পুরাণে।
স্থদন কয় এক হরি ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে॥

অক্রূর তখন শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, হে কৃষ্ণ! যদি বৃন্দাবন পরিত্যাগ ক'রে এক পাদও যাইবে না, তবে কেন তুমি এখানে আসিলে?

কৃষ্ণ। খুড়া! বৃন্দাবন কি কৃষ্ণবিহীন? তা কখন নয়। আমি এখানেও আছি, সেখানেও আছি। এখন—

ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজে রহিল।
বাসুদেব মথুরায় এল॥

অনন্তর অক্রূর মথুরার প্রান্তভাগে রথ রক্ষা করিলেন। কৃষ্ণ অক্রূরকে বলিলেন, খুড়া তুমি রথ লইয়া আইস, আমি এখন পদব্রজে গমন করিব।

তখন মথুরার শোভা সন্দর্শন করত কৃষ্ণ গমন করিতেছেন—এমন সময়ে কতিপয় মথুরাবাসিনী কক্ষে কলসী লইয়া যমুনায় বারি লইতে আসিতেছেন।

কৃষ্ণরূপ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল। এক সখী অন্য সখীকে বলেন—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

চেয়ে দেখ কে কালো, দেখি নাই ত এমন কালো,
হেরিয়ে চিকণ কালো, গেল যে মনের কালো ॥
দেখেছি ত এত কালো দেখেছি ত কত কালো,
দেখি নাই এমন কালো, কালোতে এত ভাল ॥
শশীমুখে হাস্য করে আরও করে বাঁশী,
শ্রীরাধিকার মন ভুলাত সে বুঝি গোকুলবাসী ;—
কোন্ প্রাণে ধরিয়ে প্রাণ, বিদায় দিলে হেন ধন,
কি ব'ধে এল তার প্রাণ, জ্ঞান হয় তাহারি কাল' ॥
সেই রমণী দুঃখিনী যে নারীর ঐ কালো ছেলে,
কেমনে বাঁচিবে সেই, কাল' হবে কিছু কালে ;
সূদন বলে হাসি হাসি, কলসী তোর যায় গো ভাসি,
দেখ্‌তে পারিস্ ঘরে বসি ওই কালো চিরকাল' ॥

কথা।

তদনন্তর কৃষ্ণ বলরামকে বলিতেছেন—দাদা, আমরা রাখাল-বেশে রাজসভায় যাইব কি ? কিছু উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ হইলে ভাল হয়।

এমন সময়ে রাজা কংসের রজক মহারাজের বসন সকল সুন্দররূপে ধৌত ক'রে সেই পথে আসিতেছিল। কৃষ্ণ তাহাকে আহ্বান করিলেন—রজক বসন এখানে আন।

দুই তিন বার ডাকিলেন, রজক সে বাক্যে কর্ণপাতও করিল না। পর ডাকে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিল, তোমরা আর একটু আগে যাও, জন্মের মত বসন পা'বে।

মন্দবুদ্ধি তোমরা হও।
রাজবসন তাই পর্‌তে চাও॥
মরে যবে কংস হবে।
তবে বসন পর্‌তে পাবে॥

এই নীরস বাক্য শ্রবণমাত্র কৃষ্ণ রোষে পরিপূর্ণ হইলেন।

বলরাম। কৃষ্ণ! আমি হতভাগারে বধ করি।

কৃষ্ণ। না দাদা, আমি উহাকে সংহার করিব।

তখন, শ্রীকৃষ্ণ রজকের নিকট গমন করিলেন এবং স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

যখন করাগ্রে হরি মস্তক কাটিল।
রজক বিমান-পথে বৈকুণ্ঠে উঠিল॥

তখন রজকের সমভিব্যহারে অপরাপর যে সকল লোক ছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল আর বলিতে লাগিল—'বৃন্দাবন হ'তে হাতে মাথা কাটা কে এসেছে। ভয়ে শেষে মুখ দিয়া সব কথা বাহির হয় না—কেবল বলে, 'হা, মা, কা, এসেছে'; আর ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকে। 'সকল লোক ভয়ে অভিভূত, বলে 'হে গোবিন্দ! যেন 'হা মা কা'র সহিত সাক্ষাৎ না হয়'। সকলেই পলায়নপরায়ণ।

বলরাম। কৃষ্ণ, এস আমি তোমাকে বসন পরাই। বলরাম ভাল করিয়া বসন পরাইতে পারেন না। আর সব ভাল হয়, কিন্তু সম্মুখে ধড়া ঠাঠ হয়।

কৃষ্ণ। এস দেখি দাদা, আমি তোমায় বসন পরাই। কৃষ্ণ পারিলেন না—সম্মুখে ধড়া ঠাঠ হয়। সহজে রাখাল ভাব, বসন পরিতে ত কোনকালে জানেন না। এই সময় একজন তন্তুবায় সেই পথ দিয়া গমন করিতে-ছিল—মুখে বলে, হে গোবিন্দ যেন তোমার দর্শন পাই—আর যেন 'হাতে

মাথা কাটার' সঙ্গে দেখা না হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অবলোকন ক'রে আহ্বান করিতেছেন, তন্তুবায় এখানে এস—এখানে এস। তন্তুবায় পলাইতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, তোমার ভয় নাই, আমি 'হাতে মাথা কাটা' নই। আমাদিগকে ভাল করিয়া বসন পরিধান করাও। তখন তন্তুবায় শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া বসন পরিধান করাইল। কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে বলেন—'বরং বৃণু'—বর লও।

তন্তুবায়। ঠাকুর আমাকে কি বর দিবেন?

কৃষ্ণ। তুমি চতুর্ভুজ হ'য়ে বৈকুণ্ঠে যাবে।

তন্তুবায়। ভাল, চারখানা হাতে দুখান তাঁত চল্‌বে ত?' তবে ঠাকুর! একটা কথা হচ্ছে, সেই বৈকুণ্ঠের হাটে সূত কেমন বিকায়?

কৃষ্ণ। সব বি-কায়, তবে—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

সে হাটে যে সূত, ভবের হাটে পাওয়া ভার।
যার কলে হয় কলের সূত, যার কলে হয় সুতাসুত
সেখানে সেই নন্দসুত পারিবে এবার॥
এবার সূতার বাজার গরম ভবের বাজারে,
সে হাটে নাই কমি-বেশি চল রে সত্বরে;
সে হাটের এমনি বাখানি, রবি-সুতের নাই আমদানি,
নাই সেথা অধিক রপ্তানি, হবে রে ব্যাপার॥
সাধু মহাজন কেবল যাচ্ছে সে হাটে,
তা নইলে কে যেতে পারে সূতর নিকটে;—

খেই হারালি ভবের তাঁতে, চল রে তুই বৈকুণ্ঠেতে.
সূদনে ল'য়ে যাও সাথে দেখিতে বাজার ॥

কথা।

তখন তন্তুবায় দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়ে কহিতেছে—

সুর।

আর কিছু নাহি চাই।
যেন শ্রীচরণে স্থান পাই ॥

অনন্তর কৃষ্ণ বলরামকে বলেন—দাদা বসন হ'ল, এক্ষণে মালা হ'লে ভাল হয়।

তখন শ্রীকৃষ্ণ সুদাম নামক মালাকারের গৃহে গমন করিতেছেন। সুদাম বাটীতে বসিয়া মালা গ্রন্থন করিতেছে আর প্রার্থনা করিতেছে, 'হে গোবিন্দ! যেন এই মাল্য তোমার কণ্ঠদেশে শোভা পায়'।

দুইভাই সুদামের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত।

কৃষ্ণ। সুদাম হে, বাটীতে আছ?

সুদাম আহ্বান শব্দ শ্রবণ ক'রে ভয়ে পলাইতে চেষ্টা করিতেছে; ভাবিতেছে বুঝি বা 'হা মা কা' আসিল। কৃষ্ণ অন্তর্যামী, জানিলেন যে, সুদাম ত্রাসযুক্ত হয়েছে। তখন আশ্বাস-বাক্যে পুনরায় আহ্বান করেন—'সুদাম, তুমি কোথায়, এস, তোমার কোন ভয় নাই, আমি 'হা মা কা' নই। ওযে—

রাধামাধব ডাক তুমি।
তোমার রাধামাধব এলাম আমি ॥

তখন সুদাম আসিয়া প্রণাম করিলেন। গ্রথিত মাল্য দুই ভায়ের কণ্ঠদেশে পরাইয়া দিলেন।

কৃষ্ণ। সুদাম, ধর লও!

সুদাম দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হ'য়ে বলে—

আমি আর কিছু নাহি চাই।
যেন শ্রীচরণে স্থান পাই॥

পুনর্ব্বার কৃষ্ণ বলেন—'দাদা বসন হ'ল, মালাও হ'ল, এখন চন্দন হ'লেই ভাল হয়'।

এমন সময়ে কুব্জা কংসের নিমিত্ত চন্দন ল'য়ে যাইতেছিল।

কৃষ্ণ তাহা অবলোকন ক'রে আহ্বান উচ্চৈঃস্বরে করিলেন—কে যাও ও সুন্দরি!

কুব্জা ভাবে, আমাকে ডাকিতেছেন না, আমি ত সুন্দরী নই।

কৃষ্ণ আবার ডাকিলেন—সুন্দরী হে, চন্দন দাও। তখন কুব্জা বিবেচনা করিল, আমাকেই ডাকিতেছেন।

কুব্জা ফিরিল।

কুব্জা। আমাকে কেন ডাকিতেছেন? আমি যে রাজা কংসের নিমিত্ত চন্দন ল'য়ে যাইতেছি। চন্দন দিতে পারি, যদি আপনার শ্রীমুখের বাক্য সফল হয়।

যদি—

বাঁকা অঙ্গে হই সুন্দরী।
তবে চন্দন দিতে পারি॥

কৃষ্ণ। কুব্জা, তুমি সুন্দরী হবে? আচ্ছা একবার তুমি নেত্র মুদিত কর দেখি।

কুব্জা অমনি দিব্য সুন্দরী হইল।

তখন কুব্জা নয়ন উন্মীলন ক'রে আপনার অঙ্গ আপনি দর্শন করিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল—

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—মধ্যমান।

ওমা আমি কি, ছিলাম কি, হলাম কি।
আর বা হইব কি ; কোন্ মুখে এ মুখ দেখাব,
কালি চিনিবে না দেখি ॥
যেমন বা মুদেছি আঁখি, তেমনি আমায় বানালে বা কি,
ঘুচালে শ্যাম বাঁকাবাঁকি, আর কিছু নাহি বাকি ॥
মথুরা নাগরী যত, কার রূপ দেখি নাই এত,
আগে তাদের দেখাইগে ত, তারা কি বলে দেখি ॥
আগে দেখে হাস্‌ত সবে, তেমনি এখন দেখ্‌তে পাবে,
সূদন কয় রাজরাণী হবে, তোমার আর ভাবনা বা কি ॥

কুব্জা আবার বলিতেছে ;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—ঠেকা।

এই আমি কি, সেই আমি চিনিতে নারি।
একি অপরূপ হেরি, হইলাম পুরুষ কি নারী ॥
ও হরি অন্তর্যামী, কি ছিলাম কি হইলাম আমি,
আমি হেরে ভুলি আমি, আমি যে চিনিতে নারি ॥
আমরি কি ব্রজের বাঁকা, বাঁকা হেরে ঘুচ্‌ল বাঁকা,
চিন্‌তে নারি চিন্তামণি, তুমি হরি দীনের সখা ;—
তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, সূদনের মনে এই লয়,
হই গে ও চরণে লয়, কেনে ভ্রমে ভ্র'মে মরি ॥

কুথা।

আমার মনে এই অভিলাষ যে, চিরদিন ঐ শ্রীচরণে দাসী হ'য়ে রই।

দাসী হয়ে কাছে র'ব।
চরণ কমল নিরখিব॥

কৃষ্ণ। সঙ্গে দাদা বলাই ভাই।
কি লাজের কথা শুন্‌তে পাই॥

ইঙ্গিতে বলেন—কুব্জা এখন স্থির হও, আমি যদি রাজা হই, তবে তোমাকে পাটরাণী করিব।

শ্রীকৃষ্ণ চলিলেন। রাজধানীর চারিদিক্ সন্দর্শন করিতেছেন, আর ধীরে ধীরে গমন করিতেছেন। মথুরাঙ্গনারা শুনিল যে, কৃষ্ণ বলরাম আসিতেছেন। তখন সকলেই শশব্যস্ত হইল। কোন পুরাঙ্গনা করে দর্পণ ল'য়ে এক নয়নে অঞ্জন দিল, আর এক নয়নে দিতে ভুলে গেল। অন্য রমণী আপনার বালককে দুগ্ধ পান করাইতে করাইতে অমনি দেখিতে চলিল।

গীত।

রাগিণী—বিভাষ। তাল—ঢিমা তেতালা।

মথুরা নাগরী যত নাগর হেরে নয়নে।
বলে ত্বরায় আয় লো সখি, কে যাবি শ্যাম দরশনে॥
কোন ধনি বলে সখি, ধরে দে ওই কালোপাখী,
হৃদি পিঞ্জরেতে রাখি, হেরিব রূপ মনে মনে॥
কোন ধনি বলে সখি, কে আনিল উহায়,
কেমনে বাঁধিয়ে মন ছাড়ি দিল মায়;—
বুঝি হবে মাতৃ-হীন, কিম্বা মাতার ব'ধে প্রাণ,

অথবা করিতে ত্রাণ ছাড়ি এল বৃন্দাবনে ॥
কোন ধনী বলে সখি, আয় লো দেখ্‌সে আয়,
গগন হ'তে শশী খসি পড়েছে ধরায় ;—
দেখেছি ত পূর্ণশশী, দেখি নাই ত কালোশশী,
সূদন বলে রাশি রাশি পূর্ণশশী ওই চরণে ॥

পয়ার।

পথ পানে সবে তারা চাহিয়া রহিল।
বালক তাদের কাঁদি ধূলায় লুটাল ॥

এইরূপে কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে রাজা কংসের প্রথম দ্বারে উপস্থিত হইলেন। প্রথম দ্বারে কুবলয়াপীড় হস্তী বাঁধা রহিয়াছে। কৃষ্ণ তাহার সহিত ক্ষণকাল যুদ্ধ ক'রে তাহাকে বধ করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চাণুরমুষ্টিকে মুষ্টি প্রহার ক'রে সংহার করিলেন। তাহার পর অন্যান্য মল্লযোদ্ধাদিগকে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর সভামণ্ডপে পদার্পণ করিলেন। রাজা কংস এবং সভাজনগণ আপনাপন প্রকৃতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের শত্রু, তিনি তাঁহাকে ভীম-মূর্ত্তি, আর যিনি তাঁহার মিত্র, তিনি তাঁহার সৌম্যভাব দেখিলেন। তখন কৃষ্ণ উচ্চ মঞ্চ হইতে রাজা কংসের কেশাকর্ষণ করত মুষ্টি প্রহারে তাহাকে ধ্বংস করিলেন।

কৃষ্ণ বলেন, অক্রূর খুড়া, মথুরাতে আর কণ্টক নাই ?

অক্রুর। না, আর কণ্টক নাই। এখন নিষ্কণ্টক।

কৃষ্ণ, বলরামকে বলেন—

দাদা—আমরা ব্রজে ছিলাম সুখে।
হেথা—পাষাণ-চাপা মায়ের বুকে ॥

এখন—চল যাই সেই মায়ের কাছে ;
দেখি—দুঃখিনী মা কেমন আছে ॥
এই ব'লে কারাগারের দ্বারে উপস্থিত হইলেন
বন্ধন মোচন কৈল তাঁদের দুজনে।
প্রণমিল দোহে পিতা মাতার চরণে ॥

তখন দেবকী বলেন—'কে আইলি রে আমার কৃষ্ণধন আইলি ? আমার হারাধন অঞ্চলের নিধি, আয় আয় আমার কোলে আয়'। আর বলেন—

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—মধ্যমান।

আয় কৃষ্ণ ধন, আমার অঞ্চলের ধন।
কোলে আয় রে দুঃখিনীর প্রাণ-ধন ॥
কৃষ্ণ তুই কি এত পাষাণ, জানিস্ না রে বুকে পাষাণ,
মোদের দুঃখে গলে রে পাষাণ।
থাক্‌তে মোদের তুই নন্দন, পায় দাড়্‌কা করে বন্ধন,
আবার তুই নাকি রে শ্রীনন্দের নন্দন ॥
পেয়ে তুমি যশোদা মায় ভুলে গেছ এ মায়,
মায় পাসরি আস্‌তে নার দেখিতে আমায় ;—
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, বেঁধেছিল যুগল করে,
সেই দুঃখেতে মরি ওরে ; দিত নাকি গোচারণে,
ধেনুর সনে বনে বনে, তাতে কত পেয়েছিস্ বেদন ॥

ডুবেছিলি কালীদহে শুনে প্রাণ দহে,
বেড়েছিল দাবানলে, আর এত কি সহে ;—
সূদন বলে ও দেবকী, আর পরিচয় দিব কি,
যে সুখেতে ছিলেন নারায়ণ ॥

কথা।

পুনর্ব্বার দেবকী বলেন—কৃষ্ণ আমার কোলে আয়।

কৃষ্ণ। না মা, আমি এখন কোলে যাব না।

দেবকী। তুমি যে কোলে আসিবে না, তাহার কারণ বুঝিয়াছি, আমি অতি কৃশা হইয়াছি, তোমাকে কোলে করিতে পারি কি না, তোমার তাই ভাবনা হইয়াছে। তোমার সে ভয় নাই। কৃষ্ণ রে যেজন্য কৃশা হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ;—

পয়ার।

প্রত্যূষে আসিয়া কংস কারাগার দ্বারে।
আজ্ঞা দিত দাসগণে বান্ধ দেবকীরে ॥
নিত্য নিত্য যবে মোরে করিত বন্ধন।
বন্ধন-যাতনা বাছা না হ'ত সহন ॥
সে যাতনা নিত্য নিত্য সহিতে না পেরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বাপ্ ডাকিতাম তোরে ॥
কৃষ্ণ বলে ডাক্‌তাম তোরে।
দূতে প্রহার কর্‌তো মোরে ॥
প্রকাশে তোমার নাম করিতে নারিতাম।
অন্তরে অন্তরে তাই জপনা করিতাম ॥
শুনিলে কংসের দাস করিত প্রহার।
দেখ দেখ ক্ষত-চিহ্ন অঙ্গে রে আমার ॥

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে কৃষ্ণ রোদন করিতে লাগিলেন। তখন দেবকী বলেন—

ধূয়া।

বাছা এখন দেখে কান্দ কেনে
তখন কি হ'ত না মনে॥

কৃষ্ণ—অমনি—

মা বলে তাঁর কোলে গেল।
তাপিত প্রাণ শীতল হ'ল॥

সম্পূর্ণ।

মাথুর

গীতি-কণিকা

মাথুর।

পালা আরম্ভ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া কি প্রকার চেষ্টা করিতেছেন এবং সখীগণকে কহিতেছেন। সখি! উপায় কি হবে? কৃষ্ণ-বিরহে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। কাল আস্‌বে ব'লে কালা গেল, সে কাল আসার কাল হ'ল।

ধূয়া।

ভেবে তনু হ'ল কালি।
তবু এল না সে বনমালী॥

পয়ার।

ওগো সখি মনের বেদনা কহি তোরে।
কালকূট বিষে যেন জারিল আমারে॥
অহরহঃ ধিকি ধিকি জ্বলিছে অন্তরে।
তোমা সবা বিনা দুঃখ জানাইব কারে॥
হেঁগো কে জানে এমন হবে,
প্রেম ক'রে প্রাণ যাবে॥
হেঁগো কালকূট বিষে যেন।
জর-জর কর্‌লে প্রাণ॥

কথা।

ললিতা। শ্রীমতী রাধে! কিঞ্চিৎ উপায় আছে, সেই যে শ্রীকৃষ্ণের লীলার স্থান, তাহা দর্শন করিলে কিছুকাল প্রাণধারণ করা যায়।

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীমতী শ্রীরাধা ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, এই অষ্ট সখী সমভিব্যাহারে বিপিনে গমন ক'রে দেখ্‌লেন, সেই নিকুঞ্জ তরুরাজি শোভিত বন উপবনে জাতি, যুথি, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি নানা জাতীয় কুসুম বিকসিত রহিয়াছে, নানাজাতি ভ্রমর সকল কুসুম হইতে কুসুমান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। পীত বর্ণের টগর পুষ্পের উপরে নীলবর্ণের ভ্রমর সমূহ রঙ্গে মধুপান করিতেছে দেখিয়া রাধা অঙ্গুলী হেলাইয়া ললিতাকে দেখাইতেছেন আর কহিতেছেন, ললিতে! এই কি প্রাণ শীতল করিবার স্থান ?

ধূয়া।

ঐ যে পীত ফুলে নীল ভ্রমর প'লো।

আমার বংশীধারী কোথায় বা গেল॥

এই বলিয়া শ্রীরাধিকা ভৃঙ্গের প্রতি কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

কোন্ গুণে আর কর রে গুন্ গুন্ রে নিগুণ অলি।

এ গুণে যে বাড়ে আগুন আমরা দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বলি॥

যার গুণেতে তুমি গুণী, হারায়েছি সেই গুণী,

সদা মরি সে আগুনি, আবার কি গুনগুন শুনালি॥

মধুলাগি ভৃঙ্গ কেন হতেছ বিহ্বল,

মধুসূদন বিনে মধুর আশা ত বিফল ;

তবে কেন মধুকর, বৃথা মধু মধু কর,
যাও না কেন মধুপুর, সেখানে মধু সকলি ॥
ও ভৃঙ্গ ত্রিভঙ্গ বিনে সকলি বিগুণ,
যে ছিল অতি নির্গুণে বেড়েছে তার গুণ ;—
আমরা সব হয়েছি নির্গুণ,
কেবল বৃদ্ধি বিচ্ছেদ আগুন,
সূদন কয় জুড়াবে আগুন, যদি এসেন বনমালী ॥

শ্রীরাধার এই বাক্য শ্রবণ ক'রে ভৃঙ্গ কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

ষট্‌পদ রাইপদ ধরি কাঁদে, যার ছায়া না লাগে চাঁদে,
সেই ধনী আজ পথে পথে কাঁদে।
যার পদ সবার সম্পদ, পরশে হয় নিরাপদ,
গিরিধর ধরে যে পদ সেই পদ, আজ পদার্পণ বিপদে ॥
যে বিরাজে কুঞ্জবনে, সেই রাই আজ বনে বনে,
একি হ'ল বৃন্দাবনে যাব কোন্ বনে ;—
হারায়ে সেই বনবিহারী, প্যারী হলেন বনচারী,
কি সুখে আর বনে চরি, মরি মরি প্রাণ ত্যজি ঐ পদে।
আর কি বিপিনে পুলিনে শ্যাম আস্‌বে ফিরে,
এনে গোপাল সকল গো-পাল চরাবে চরে,—
আর কি এই বিপিনে বাঁশী, শুন্‌বে সকল গোকুলবাসী,
বাস করিলে রাসবিলাসী, সূদন এসে হের্‌বে যুগল পদে।

কথা।

ললিতা। শ্রীমতি, চল অন্য কুঞ্জে গমন করি।

শ্রীরাধা। আচ্ছা—চল যাই।

তখন শ্রীরাধা ললিতার সঙ্গে গমন ক'রে তথায় কোকিলার রব শ্রবণ করিয়া অমনি অধীর হইয়া কহিতেছেন :

ব্রজবুলি।

রে সখি! অব কাঁহা যাই। চরণ না চলত, নয়ন না দেখত, কাঁহা শ্যাম দরশন পাই। সমায়ে তামাল পরি বৈঠহি কোকিল পঞ্চম গাই। বিরহিণীর বিরহ-হুতাশ তাহে বাঢ়ল। অন্তরে ব্যাকুল ভই।

এই কথা ব'লে পুনরায় শ্রীরাধা কহিতেছেন।

শ্রীরাধা। ললিতা আমার প্রাণ যায় যে!

ললিতা। কেন গো?

শ্রীরাধা। ঐ শুন—

সুর।

কোকিল ডাকে পঞ্চম স্বরে।

আমার মদনমোহন নাইক ঘরে॥

কোকিলার কুহুধ্বনি শ্রবণ করে শ্রীরাধা করুণকণ্ঠে কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—মধ্যমান।

প্রাণ যায় এ রবে, কোকিলারবে,

রবে প্রাণ আর কিসে র'বে।

প্রাণনাথ বিনা প্রাণ, তিলেক না রবে র'বে॥

ভুলায়ে মুরলীরবে, আবা আবা ধ্বনি রবে,
এখন বন্ধু রয়েছেন নীরবে ;
মরি মরি কুহু কুহু কুহু রবে ॥
এনে বনে বনে বনে, মরি যে কুস্বরে,
পঞ্চম স্বরে পঞ্চশরে আর পদ না সরে,
যেন মারে বনে বনে, মারে মারে সয়না প্রাণে,
প্রাণ হারাতে এলাম এ কাননে,
বিনা শ্যামের বাঁশীর স্বরে, প্রাণ সরে কি অন্য স্বরে,
কইতে কথা, মুখে না সরে—যদি সরে হাহাকার রবে।
কয় কিশোরী আর কি স্মরি, শুন গো সরি, সরি,
যেন শর হানে বুঝি স্মরই
বিনা সেই কিশোরীর সঙ্গ, স্বর শুনে যে হয় স্বরভঙ্গ,
কোথা বা রহিল সে ত্রিভঙ্গ, সূদন বলে একি রঙ্গ,
স্বর শুনে যে কাঁপে অঙ্গ, বুঝি প্যারী সাঙ্গ এই রবে ।

কথা ।

শ্রীরাধা। ললিতে! কোকিলকে নিবারণ কর। ও যেন আর রাধাকৃষ্ণ বলে না ডাকে।

ললিতা। ও বনের পাখী, বারণ শুন্‌বে কেন ?

শ্রীরাধিকা। ও বারণ না শুনে তবে এক কর্ম্ম কর, এই ধনুর্ব্বাণ হস্তে লও—উহাকে সংহার কর।

ললিতা। যে আজ্ঞা।

[এই ব'লে ললিতা ধনুর্ব্বাণ হস্তে কোকিলকে লক্ষ্য করিয়া]

ললিতা। কোকিল, তুমি আর রাধাকৃষ্ণ ব'লে ডেক না ; তোমার কুহুরবে আমাদের বিরহ-বিধুরা শ্রীমতী রাধা কিশোরী ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না।

কোকিল। আপনি কে ?

ললিতা। আমি রাধার সখী ললিতা।

কোকিল। আমাকে বারণ কর কেন ?

ললিতা। কোকিল তুমি আর ডাকিও না।

সুর।

তুমি মনের সুখে কর গান।

রাধার বিদরিয়া যায় যে প্রাণ॥

তুক্কা।

ওরে কোকিল, তুমি ডাক ডালে বসি।

রাধা হারায়েছে গোকুলের শশী॥

ললিতা পুনরায় কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী - ঝিঁঝিট। তাল—খয়রা।

হে কোকিলে, বসে তমালে,

ডেকো না আর কৃষ্ণ ব'লে।

এ কোন্ সুখের গান, নাই দুঃখ জ্ঞান,

প্যারীর যে যায় প্রাণ, প'ড়ে অকূলে॥

ভ্রমিতেছেন প্যারী বনে বিপিনে,

শুনে কুহুধ্বনি করে হু হু ধ্বনি,

শুনে ধনীর ধ্বনি আমরা বাঁচিনে ;

কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ, তুমি কি জান না পক্ষ,
তবু যে হ'য়ে বিপক্ষ, কমলিনীর বুকে শেল হানিলে ॥
দেখে কাঁদে অলিকুল, হইয়ে ব্যাকুল,
কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে,—
কাঁন্দে সখীগণ হইয়া অজ্ঞান,
তুমি সদা গান কর কি সুখে ;—
আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহনে মরি,
সূদন বলে, ভজ্‌লে হরি, পাওয়া যাবে অন্তকালে ॥

কথা।

ললিতা। কোকিল তুমি আর রাধাকৃষ্ণ ব'লে ডেক না।

কোকিল। আমার মনের আনন্দে রাধাকৃষ্ণ ব'লে গান কর্‌ছি তুমি আমাকে বাধা দিবে না।

ললিতা। কোকিল, যদি তুমি পুনরায় গান কর, তবে তোমার প্রাণদণ্ড করিব।

কোকিল। প্রাণ ত থাকিবার নয়। তুমি দণ্ড কর্‌লেও যাবে, এবং জরা কিম্বা রোগগ্রস্ত হ'লেও যাবে।

পয়ার।

কোকিল বলয়ে শুন আমার বচন।
জনম লইলে হয় অবশ্য মরণ ॥
অজ্ঞানে বিয়োগ প্রাণ বড় যন্ত্রণা।
অজ্ঞানে যদি যায় প্রাণ, সেই সে যন্ত্রণা ॥
শুন হে কারণ, এবে আছে দিব্য জ্ঞান।
তাইতে মুখে বলি, আমি রাধাকৃষ্ণ নাম ॥

ধূয়া।

ওগো আমি নামের সঙ্গে প্রাণ ত্যজিব।
অন্তে রাধাকৃষ্ণ পাব॥

কোকিলের ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে ললিতা শ্রীরাধার নিকটে গিয়া বল্‌লেন, শ্রীমতি! চল—অন্য কুঞ্জে গমন করি। সে কেমন ভাব।

শ্লোক।

গোপী ভর্ত্তুর্বিরহ বিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিতকবরী নিশ্বসন্তী বিশালম্
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জং জগাম।

বিরহে-কাতরা শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাবেন ব'লে ভ্রান্তিদূতীকে সহায় করে বন ভ্রমণ করিতেছেন। সে কেমন ভাব?

শ্লোক।

অপ্রাপ্যৈব ব্রজপতিসুতং তত্র কালং কিয়ন্তং
মূর্চ্ছা প্রাণপ্রিয়তমসখীসংগতা সংগময্য।
তস্যোপান্তে কুলিশকমলস্যন্দনাঙ্গাদিযুক্তম্
পদ্মাকারং মুরহরপদশ্চারুচিহ্নং দদর্শ॥

শ্রীরাধিকা বন ভ্রমণ করিতে করিতে পথের একপার্শ্বে মুরহর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের চিহ্ন দর্শন করিয়া কহিতেছেন, হে পদাঙ্ক, এ দুঃখিনীর প্রতি তোমার কি দৃষ্টিপাত হয় না? তুমি থাকিতে আমার এই দুর্দ্দশা হইতেছে? যদি বল আমার চলৎশক্তি রহিত, আমি গমনাগমন করিতে পারি না; তোমার দেহে যে মন আছে, সে ত কটাক্ষে ত্রিভুবন গমনাগমন করিতে পারে, অতএব সেই মনকেই কেন পাঠাও না। পদাঙ্ক! আমি তাহা পাঠায়েছিলাম, তাহাতে হ'ল কি আমার মন—

ধূয়া।

পেয়ে কৃষ্ণপদ সুধা।

ভুলে গেছে দুঃখিনী-কথা॥

কথা।

ওহে পদাঙ্ক! তুমি যদি বল তোমার মন ভুলে রহিল; কিন্তু তোমার দেহেতে যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা কেন পাঠাও না, শ্রীরাধিকা বলেন, তাহা হয় না।

শ্লোক।

আকাঙ্ক্ষেয়ং তনুগুরুতয়া নৈব গন্তুং সমর্থা কোঽন্যো গচ্ছেদ্বদ মধুপুরীং গোপিকানাং হিতায়।

শ্রীরাধিকা। পদাঙ্ক! তাহা হয় না। আমার দেহে যে আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহার গুরুতর শরীর, সে গমনাগমন করিতে পারে না। গোপিকাদের হিতার্থে কে আর মধুপুরে যাবে? শুন পদাঙ্ক, অগতির গতি তুমি, সকল সংসার তোমায় সেবে হয় ভবসিন্ধু পার, ওহে পদ!

সুর।

অভাগী এই গোপীর তরে।

একবার যাও না কেন মধুপুরে॥

ধূয়া।

(ওহে তুমি।) দয়া ক'রে দুখিনীরে।

পার কর বিচ্ছেদ-সাগরে॥

কথা।

পুনর্ব্বার শ্রীরাধিকা পদাঙ্ককে কি কহিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—ঢিমা—কাওয়ালী।

যাও না কেন মথুরায় পায়,
কে আছে আর ত্বরায় তরায়॥
কৃষ্ণ বিনা ব্রজবাসী সবে যে কৃষ্ণ-পায়,
পায় ধরি পায় যাও না পায়॥
করে প্রাণপণ, এই প্রাণার্পণ করিতেছি পায়,
পদ রাখ পণ, কর পদার্পণ অনায়াসে পদ পায়;—
কাতরে করিতে দয়া তোমার কি ক্ষতি পায়,
যদি ত্রাণ পায় তব কৃপায়॥
(কৃপা ক'রে হও সানুকূল অকূলে দেও কূল,)
পদ তুমি যদি রাখ গোকুল, নৈলে যায় যে কুল,
পদ পায়,
যদি দেখাতে পার সে দু'টী রাঙ্গা পায়,
হেরিলে সে পায়, সুদিন দিন পায়॥

কথা।

এই কথা কহিতে কহিতে প্যারীর নয়নজলে পদাঙ্ক লোপ হইল। তখন তথা হইতে নিরাশচিত্তে শ্রীমতী সখীগণ সঙ্গে ক্রন্দন করিতে করিতে মাধবীতলে উপস্থিত হইয়া—

শ্রীরাধিকা। ললিতে এ কোন্ স্থান?

ললিতা। তা কি তুমি জান না?

শ্রীরাধিকা। আমি বিরহে বিস্মৃত হইয়াছি।

ললিতা। এর নাম মাধবীকুঞ্জ।

শ্রীরাধিকা। ললিতে, এই কি সেই মাধবীকুঞ্জ! আর এই কি সেই কদম্ব তরু, আর এই কি সেই যমুনা, আর এই কি সেই তরী, সে কর্ণধার নাই।

পুনর্ব্বার কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

প্রিয়সখী রে সেই তরী ঐ যে পারে ॥
এ পারে থাকিত যে তরণী, পার হ'তেন যত তরুণী,
এখন দেখ তরুণী সেই তরণী.
এখন থাকে পর-পারে ॥
তুরিতে ত্বরিতে মোরা যেতেম বিকিতে
আসিতে আসিতে পেতেম তরী তীরেতে,
এখন বিনে গো সেই কর্ণধারে,
ভাসিতেছে তরী ধারে ধারে,
আর ত চেনে না রাধারে, যেন কত ধারি ধারে ॥
শ্রীহরি কাণ্ডারী যখন ছিল তরীতে,
আমাদের ত্বরাত তটে ত্বরাত্বরীতে ;
এখন আমরা বলি তরি তরি,
তরীর নাই আর ত্বরাত্বরি,
সূদন কয় পেলে তরী ওই তরিবি ভব-পারাবারে ॥

শ্রীরাধা পুনর্ব্বার কহিতেছেন।

সখি! এই না মাধবীর তলে আমার লাগিয়ে প্রিয় যোগী যেন সতত ধেয়ায়। হেন প্রিয় বিনা হিয়া ফাটিয়া না যায় কেন, নির্লজ্জ পরাণ কেনে পড়ে রয়— হাঁগো সেই—

ধুয়া।

কৃষ্ণ যদি ছেড়ে গেল।
কি সুখে প্রাণ রাখি বল॥

ব্রজবুলি।

সজনি বড় দুখ রহল মরমে।
হামারে ছাড়িয়ে প্রিয়া মথুরায় রহল গিয়া,
কোথা আর বঞ্চি কার সনে

কথা।

এই কথা কহিতে কহিতে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত কাতরা হ'য়ে অমনি মূর্চ্ছিতা হ'লেন। জ্ঞানরহিত, শ্বাসহীন, মৃত প্রায়, দশম দশা উপস্থিত। চতুষ্পার্শ্বে সখীগণ হা রাধা রাধা ব'লে রোদন করিতেছেন। আর কহিতেছেন যে, কৃষ্ণ-বিরহে এইবার প্যারীর প্রাণ গেল, আমাদের চিরদিন এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হ'ল ;—

সুর।

আর ব্রজে যদি প্যারী ম'লো।
শ্যাম দেখিবার আশা গেল॥

আবার ললিতা বিশাখার প্রতি কহিতেছেন :

গীত।

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাতি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

রাজনন্দিনী পড়্‌ল ধরায়
ওমা তোরা ধর্‌ আয় আয়।
কমলিনী চিয়াও ত্বরায়, ত্বরায় জেনে যাই মথুরায়॥
কর দিয়ে গো দেখ নাশায়,
বুঝি প্যারীর জীবন নাশ হয়,
জীবন ছিল যাহার আশায়, সে যদি এসে এ বাঁচায়॥
ওমা এসে দেখ দেখি দন্তেতে দন্ত,
কি হ'ল পাইনে তদন্ত,
এম্‌নি কি দন্ত, বুঝিলাম আমি তদন্ত,
রাজনন্দিনীর সময় অন্ত,
এখন কোথা সে অনন্ত, অন্তে এসে হওনা উদয়॥
হ'ল ভাল কর্‌লে ভাল গেল হে জানা,
কৃষ্ণ প্রেমে প্যারী ম'লো রইল ঘোষণা ;
একথা শুনিলে কানে, ত্রিজগতে মান্‌বে কেনে,
সূদন বলে কানে কানে ভুল না আর কোন কথায়॥

পয়ার।

অমৃত সিঞ্চিত কৃষ্ণনামের মাধুরী।
প্রবেশিল শ্রুতিমূলে স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধরি॥
কৃষ্ণনাম শুনি ধনী চেতন পাইল।
কোথা বংশীধারী ব'লে কান্দিতে লাগিল॥

কথা।

শ্রীরাধিকা। ললিতে! কৃষ্ণ-বিরহে যদি আমি মরি, তবে আমাকে দাহন করিও না এবং জলে ভাসাইও না, আমাকে তমাল বৃক্ষের শাখায় বন্ধন ক'রে রেখো।

সুর।

তমাল বৃক্ষ যে হয় শ্যামরূপ কাল।
আমার এ গৌর অঙ্গ তাতে সাজ্‌বে ভাল॥

পুনর্ব্বার শ্রবণ কর।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

অঙ্গ ক'রো না দাহ (সহচরী গো)।
জ্বালাইও না, ভাসাইও না,
যাইলে এ জীবন, যদি আসেন রাধার জীবন,
হেরিবেন জীবনশূন্য দেহ।
হইলে আমি শব, বান্ধি তোরা সব রাখিস্ তমালে,
এলে কেশব বলিস্ ঐ শব, বান্ধা তমলের ডালে,
যদি কেশব, চাহে এ শব,
তোরা তাহা দিবি, কি সব,
বলিস্ বান্ধা আছে সে শব,
যে শব কেশব তুমি চাহ॥
মৃতাঙ্গ ত্রিভঙ্গ যদি পুনরায় দেখে,
তবে সঙ্গ পাব যদি এ অঙ্গ থাকে;—

যেরূপে মৃতাঙ্গ হরে, লয়েছিল কান্ধে করে,
সূদন বলে সেই প্রকারে লবে এই মৃতদেহ ॥

কথা ।

শ্রীরাধা। ললিতে! আমার কৃষ্ণ কোথায়?

ললিতা। সে কথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

শ্রীরাধা। সেই স্থানে আমি যাব।

ললিতা। তুমি রাজনন্দিনী, কুলকামিনী এবং রমণীর শিরোমণি; সে হচ্ছে রাজধানী স্থান, তাহার নাম মথুরা, সে স্থানে তুমি কি প্রকারে যাবে? গেলেও কৃষ্ণের দরশন পাবে না।

শ্রীরাধা। তবে কি কেহ কৃষ্ণ-দরশন পাবে না?

ললিতা। মুনি, ঋষি ও যোগিগণে কৃষ্ণ-দরশন পায়। তাঁহাদিগের অন্য আশায় নয়, কেবল দর্শন মাত্র।

শ্রীরাধা। তবে আমি কাঙ্গালিনী হ'য়ে যাব।

ললিতা। তুমি কাঙ্গালিনী হ'লে কৃষ্ণ-দরশন পাবে না। কাঙ্গালিনী দেখ্‌লে ধন যাচ্ঞা কর্‌বে, অনুমান ক'রে দ্বারিগণ দ্বার ছাড়্‌বে না, অতএব তুমি কৃষ্ণ-দরশন পাবে না

শ্রীরাধা। আমি কাঙ্গালিনী হ'য়ে দ্বারিগণে বলিব—আমার অন্য ধন, নাই মন, কেবল করিব কৃষ্ণ দরশন।

ধূয়া।

আমি অন্য ধন নাই চাব।
বঁধুর বদন জন্মের মত দেখে যাব ॥

কথা।

তাতে যদি না পাই, তবে আমি যোগিনী হব, আমি মুড়াইয়া মাথার

কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ, প্রিয় যদি মথুরায় রইল, এ নবযৌবন পরশ রতন কাঁচের সমান ভেল। (হাঁগো আমি)।

ধূয়া।

শঙ্খের কুণ্ডল পরিব কানে।
যোগী হব শ্যামনামে ॥

কথা।

ললিতা। মস্তকের কেশ মুড়াইয়া শঙ্খের কুণ্ডল পরিধান করিলে যোগী হয় না।

শ্রীরাধা। তবে কি হ'লে যোগী হয়? আর যোগী—তিনি কে?

ললিতা। যোগ-নিয়মে থাকিতে হয়, সেরূপ যোগী কৈলাসের মহাদেব।

শ্রীরাধা। তাঁহার কিরূপ শোভা বল্ দেখি শুনি।

ললিতা। রজতগিরি সম অঙ্গ ও ললাটে অর্দ্ধশশী এবং জটাজুটধারী পিনাকপাণি ইত্যাদি।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীরাধিকা কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

যোগী হ'তে কি বাকি, যোগে যোগে হলেম যোগী।
সদা কৃষ্ণ-তত্ত্বে মত্ত হয়ে মর্ত্তে থাকি
তত্ত্বজ্ঞানী অনুরাগী।
আর আমারে সাজাবে কি, সেজে যে আছি,
(হাঁগো) ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিনা শুষ্কচর্ম্ম পরেছি (সখি)

অস্থিমালার তরে অস্থি সার করেছি (সখি)
অস্থিমালা তার ভাবনা কি।
হরি সেজেছিলেন যোগী মান্‌-বিষাদে,
আমারে সাজালেন যোগী ফেলে প্রমাদে,
অন্তে মধুসূদন আন্‌তে সূদন হও না উদ্‌যোগী,
আর কবে হবে যোগী।

কথা।

শ্রীরাধিকা। আমি মথুরা নগরে যাব খুঁজিব যোগিনী হ'য়ে।
যদি কারো ঘরে পাই গুণনিধি বান্ধিব বসন দিয়ে।

ললিতা। শ্রীমতি! তুমি কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিবে না।

শ্রীরাধিকা। আমার বান্ধিবার অধিকার আছে; যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন আমাকে একখানি দাসখত লিখিয়া দিয়াছিলেন।

ললিতা। কেমন দাসখত, পড় দেখি শুনি।

শ্রীমতী রাধা সেই খত চন্দ্রার হাতে দিলেন, চন্দ্রা সেই খত পাঠ করিতে লাগিলেন।

খত।

মহামহিমমহিমাসাগরস্থহৃদ্‌মঞ্জরি শ্রীমতী রাধা প্রতাপেষু:—

কস্য মান-পত্রমিদং লিখিতঞ্চ ভদ্রে মানেতে মগ্নাহোঁ, মম অপরাধে কৃপা করি প্রসন্ন হও। কর্জ অনুরোধে

এহার মুনফা প্রেম দিব দিনে দিনে।
এ শরীরে সুদ দিব মূল মুনফা সনে॥
বুঝিতে বিষম বড় এ আখর তিন।
না বুঝিয়া তব প্রেমে হয়েছি অধীন॥

প্রবৃত্তি খর্ব্বেতে যদি প্রেম খর্ব্ব হয়।
তবে এ যুগেতে শোধ যায় বা না যায়॥
এ যুগেতে তব কর্জ শুধিতে না পারি।
যুগান্তরে দিব শোধ অন্য দেহ ধরি॥
যেমন কর্জ শোধ লয় স্থাবর শরীরে।
সেই মত লবে শোধ থাকি মোর অন্তরে॥
ভাবিতে ভাবিতে মোর যাবে বৃদ্ধ অঙ্গ।
তব রূপ ভাবিয়ে আমি হইব গৌরাঙ্গ॥
তাহে যদি শুধিতে না পারি তব ঋণ।
তব কর্জ শুধিতে আমি পরিব কৌপীন॥
তাহে যদি হ'তে পারি তব রূপের আশ্রয়।
তবে সে আমার ঋণ যাইবেক ক্ষয়॥
এই মত খত লিখে দিলে প্যারীর স্থানে।
মানত্যাগ করি রাই বসিলা আসনে॥
দ্বাপর যুগের শেষে মধুর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা পরে প্রেম চন্দ্রাবলীর সনে॥
তেঁই সে পূর্ণচন্দ্র উদয় আকাশে।
সঙ্কেত করিল যবে করিল নৈরাশে॥
কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি সৌর মাঘমাসে।
লিখিয়া দিলেন খত সহস্রাংশু শেষে॥
ইসাদী অষ্টম সখী মুঞ্জরী সহিত।
দস্তখত প্রেমদাস কৃষ্ণের স্বলিখিত॥

তখন শ্রীরাধিকা। দেখ দেখ, ললিতে! এই খত তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন।

ধূয়া।

হাঁ গো—এই খত ফেলে দিব।

তারে আপন জোরে বেন্ধে লব ?

তখন পুনর্ব্বার শ্রীরাধিকা কহিতেছিলেন। তবে

যাও সহচরী মথুরা নগরী

আমার কথা শুন।

বন্ধু ফিরে দেশে, এসে কি না এসে,

বারেক গিয়া জান॥

অনেক প্রকারে, বুঝাইবে তাঁরে,

তবু যদি নাহি এসে।

বুঝিয়া নিশ্চিত করিব বিহিত,

দেখিতে পাইবে শেষে।

বিধুমুখী ব'লে, সহচরী চলে,

নিদয় নিঠুর পাশ।

দুই চারি সখী কহিতে কহিতে

চলিলা গোবিন্দ দাস॥

ধূয়া।

সখি

যেই হ'তে গেছে কালা।

শূন্য ব্রজের কদমতলা॥

যে হ'তে গিয়াছে কানু।

শুনি নাই চাঁদ মুখের বেণু॥

কথা।

তখন বৃন্দে নামে দূতী ঐ দাসখত ল'য়ে মথুরায় যাত্রা করিতেছেন, আর কহিতেছেন।

গীত।

কীর্ত্তনাঙ্গ—তাল গড় খেমটা

রহু ধৈর্য্যং কুরু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরায়ে,
ঢুড়ব পুরী প্রতি প্রতিক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে,
ও তার ভাবনা কি রাই, আমি তারে এনে দিব।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীমতী কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

দূতি যদি যাবে মধুপুরে, আগে তাই ব'লো না পুরে।
ভূপতি সে ব'সে আছেন পুরে।
চিন্‌বে না সে চিন্তামণি, একে ত সে চিন্তামণি,
তাতে পেয়েছে রমণী, যার' মণি চরণ নূপুরে॥
যদি বলে চিনি নে রাই, কোথা সে গোকুল,
তবে ব'লো যে গোকুলে চরাতে গো-কুল;
যখন ছিলে বৃন্দাবনে, বস্‌ত গিয়ে বৃন্দা বনে,
জান না নিকুঞ্জ বনে, সাধিতে হে যুগল করে ধ'রে।
যদি একবার না চায় ফিরে, না এসো ফিরে,
ব'লো তারে ফিরে ফিরে, যাতে সে ফিরে;—
চাও হে সানুকূলে ফিরে, চল হে গোকুলে ফিরে,
রাই বাঁচায়ে এস ফিরে, সূদনে দেও দেখা ফিরে।

কথা।

তখন বৃন্দাদূতী ঐ খত ল'য়ে মথুরায় যাত্রা করিলেন, যাইতে যাইতে যমুনার তরঙ্গ দেখে বলে ওমা যমুনা পার হব কি প্রকার? তখন মনে মনে স্থির করিলেন যে, যোগমায়ার যোগেতে করে শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা হইতেছে, আমি সেই যোগমায়ার শিষ্যা, অতএব সেই যোগমায়ার স্তব করিলে অবশ্য পার হইতে পারিব। এই ভেবে বৃন্দা যোগমায়ার স্তব করিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—স্থরট। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

কুলকুণ্ডলিনী কালী, দেহ কূল অকূলে।
এ কূল ও কূলে দুকূল যায় যে,
যদি না যাই ও কূলে।
হেরিয়ে তরঙ্গ-রঙ্গ আতঙ্গেতে মরি,
যায় দেহ-তরী, দেহ তরী নৈলে কিসে তরি;
জানি ভবের ঘাটে এলে তারা তারে তারে,
তোমা বিনা কে আছে আর যারে-তারে তারে;
নাইক হালি ধ'রে হালি আছ চিরকাল,
বল্লে কালী তারে লও পারে নাইক কালাকাল,
শুনেছি যে পারাপারে, আন্‌তে নিতে পারে পারে,
হইয়ো না অপারগ অপার পারে।
কি গুণে বেন্ধেছ তরী অতীত ত্রিগুণে,
নাই হালি নাইক পালি, নাইক গুণী,

গুণে ওমা চলে না তা জানি,
ঢেউ চলেছে নিজগুণে, পারে যায় কত নিগুর্ণে
তা'রা তারা তব গুণে।
ভবে আসা যাওয়া ভবজায়া তুমি কর্ত্রী;
শুনেছি এ জগত মাঝে তুমি জগদ্ধাত্রী,
ওমা বরাবরি দিয়ে তরি তরাচ্ছ তারিণী;
সূদন বলে ত্বরাও ভবে ওমা আমারে তারিণি।

পয়ার।

তখন

কৈলাস ত্যজিয়ে ব্রজে আইলেন ভবানী।
ভয় নাই ভয় নাই কহে দৈববাণী॥

কথা।

ভগবতী। বৃন্দে চক্ষু উন্মীলন কর, বরং বৃণু, বর লও।

বৃন্দা। মা আমাকে কি বর দিবেন, যদি বর দেন, তবে এই নিবেদন করি। যেন ব্রজে আসেন বংশীধারী॥ তখন ভগবতী বলেন, বৃন্দে তুমি কিছুমাত্র না ভাব মনেতে। বসুদেবের পথ আছে যমুনা মধ্যেতে॥ আবার বল্‌ছেন, বৃন্দে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের রূপ হৃদয়ে চিন্তা ক'রে পদব্রজে চ'লে যাও। তখন বৃন্দা ভগবতীর আজ্ঞানুসারে তাহাই করিলেন। ঐ সময় মধুরহাসিনী মথুরাবাসিনী কতিপয় রমণী যমুনার ঘাটে জল লইতেছিল, তন্মধ্যে এক রমণী অন্য এক রমণীকে অঙ্গুলী হেলায়ে দেখাইতেছেন আর কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখ-না ও কে নারী ঐ যে যমুনা কেনারী।
দেখি নাইক এমন নারী, চেয়ে দেখ নারী,
ও নারী চিন্‌তে নারী।
যে নাগর এসেছে তারি তরে এ নারী,
এ নারী কেমন নারী বুঝিতে নারি,
কূল ছেড়ে অকূলে ভাসে একা নারী।
ও নারী কেমন নারী মনে অনুমান করি,
ব্রজনারী এ নারী হেরে পলাবে কুব্‌জা নারী,
সূদন কয় চেন না নারী, গোকুলে যে নারী,
সে নারীর দাসী এ নারী॥

কথা।

তখন বৃন্দা উহাদিগকে বামভাগে রক্ষা ক'রে দক্ষিণ ভাগ দিয়া চলিয়া যান্। কারণ গমন কালে বামে পূর্ণকুম্ভ দেখা মঙ্গলজনক।

মথুরাবাসিনী নারী। তুমি কে গো, তুমি কি ইন্দ্রাণী, না ব্রহ্মাণী, না শিবানী না নারায়ণী?

বৃন্দা। আমি ইন্দ্রাণীও নহি, ব্রহ্মাণীও নহি, শিবানীও নহি, নারায়ণীও নহি।

মথুরাবাসিনী। তবে কোন রাজকন্যা হবে বুঝি?

বৃন্দা। আমি রাজকন্যাও নহি। আমি যে স্থানে থাকি, সেই স্থানে একটী রাজকন্যা আছে, আমি তাঁহারই দাসী।

তখন মথুরাবাসিনী রমণীরা বলে, ওমা যাঁর দাসীর এত রূপ, না জানি তাঁর কত রূপ ! তা এখানে এসেছ কেন ?

বৃন্দা। আমাদের একটি পাখী শিকলি কেটে পালিয়ে এসেছে ;—

গীত।

রাগিণী—বিভাস ঠেস্। তাল—কাওয়ালী।

শ্যাম-শুক নামে প্রিয়-পাখী,
এদেশে এসেছে উড়ে শ্রীরাধারে দিয়ে ফাঁকি।
এসেছি তার অন্বেষণে, দেখা হ'লে বাঁচি প্রাণে,
জানে না সে রাই নাম বিনে,
রাই নামেতে সদা সুখী ॥
পাখা যদি দিত বিধি, পাখী হ'য়ে উড়ে যেতাম ;
যে বনে প্রাণপাখী আছে,
সে বনে তায় খুজে নিতাম ;
পেয়ে থাকিস্ দেখা দেখা,
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
আছে রাধার নামটী লেখা,
দেখা নাই তাই ঝুরে আঁখি ॥

মথুরাঙ্গনা। হাঁগো তোমার ধাম কোথায় ?

বৃন্দা। আমার ধাম শ্রীবৃন্দাবন।

মথুরাঙ্গনা। কোন্ বৃন্দাবন ?

বৃন্দা। এক ভিন্ন দ্বিতীয় বৃন্দাবন নাই

মথুরাঙ্গনা। যে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ছিলেন ?

বৃন্দা। হাঁগো, সেই বৃন্দাবনই বটে।

মথুরাঙ্গনা। তোমরা বড় কঠিন। কঠিন বলি কেন? তাহার ভাব আছে। তোমাদের কৃষ্ণ যেদিন মথুরায় এলেন, সেইদিন কৃষ্ণকে একটীবার রথোপরি দর্শন করেছিলাম, তাইতেই গৃহকর্ম্ম ভাল লাগে না, নিজপতি ভাল লাগে না, শয়নে স্বপনে, উঠিতে বসিতে অদ্যাবধি সেই কালোরূপটী আমাদের হৃদয়ে জাগিতেছে ; এখন সেই কালো রূপই কাল হয়েছে। তোমরা সেই কৃষ্ণকে ল'য়ে লালন-পালন এবং বিহার ইত্যাদি করেছ। ইদানীং সেই কৃষ্ণ তোমাদিগকে পরিত্যাগ ক'রে এসেছেন, তাহাতে এ পর্য্যন্ত তোমাদের রূপ আছে, তোমরা মলিন হও নাই এবং তোমাদের কৃষ্ণশোকে মৃত্যু হয় নাই, এইজন্য কঠিন বলিলাম।

ধূয়া।

(হাঁগো যেদিন) কৃষ্ণ এলেন ব্রজ হ'তে।
তোমরা কঠিন না হ'লে প্রাণ ত্যজিতে।

কথা।

বৃন্দা। বল্‌ছেন, আমরা মৃতপ্রায় হয়েছি, আমাদের বৃন্দাবনের অবস্থা শুন।

ধূয়া।

মোদের কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নয়ন গেছে।
(কেবল কৃষ্ণ) দেখ্‌ব ব'লে প্রাণ যে আছে।

ঐ কথা ব'লে বৃন্দা গমন করিতেছেন, আর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন যে, শ্রীনন্দের নন্দন কৃষ্ণ কোন্ পুরীতে আছেন, কি প্রকারেই বা তাঁহার দেখা পাব। এমন সময়ে—

(তুক) কীর্ত্তনাঙ্গ।

এক রমণী অল্পবয়সী তাহার নিকটে পুছে।

ব্রজের নন্দ সুত কৃষ্ণ খ্যাত কাহার ভবনে আছে।

কথা।

মথুরাবাসী। আমাদের এ স্থানে কৃষ্ণনামে কেউ নাই।

বৃন্দা। তোমাদের এ স্থানের কর্ত্তা কে ?

মথুরাবাসিনী। বসুদেবের পুত্র বাসুদেব।

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে বৃন্দা মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, তবে বুঝি আমাদের কৃষ্ণ এ স্থানে আসেন নাই, আমি ভ্রমবশতঃ কোথায় এসেছি ?

বৃন্দা। বসুদেবের পুত্র বাসুদেব, তাঁহার রূপ কিরূপ ?

মথুরাবাসিনী। নব মেঘের বরণ, গলে বর্চ্চ প্রবাল মালা ও বৈজয়ন্তী হার, হাব ভাব কটাক্ষ এবং শ্যামসুন্দর রূপ ইত্যাদি। এক্ষণে তোমাদের নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণন কর, শুনি।

বৃন্দা। সেরূপ চিন্তা না ক'রে বল্‌তে পারি না।

মথুরাবাসিনী। তবে চিন্তা ক'রেই বল্।

বৃন্দা। ওরূপ চিন্তা কর্‌লে আমাদের বড় দুঃখ হয়।

মথুরাবাসিনী। তুমি চিন্তা ক'রে বল, আমরাও তোমাদের দুঃখে দুঃখী হইব।

বৃন্দা। তোমাদের দুঃখ হবে না, বর্ত্তমান কালে তোমাদের সময় ভাল।

ধূয়া।

মোদের ক'রে দুঃখের ভাগী।

(কৃষ্ণ) সুখ রেখেছেন তোদের লাগি॥

মথুরাবাসিনী। বৃন্দা, বল, আমাদেরও দুঃখ হবে।

বৃন্দা। কিবা সজল জলদ শ্যামল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখমণ্ডল ইত্যাদি রূপ।

মথুরাবাসিণী। সেই স্থানে তুমি যাবে? অঙ্গুলি হেলায়—

ধূয়া।

ওই দেখা যায় কুব্জার পুরী।
ওই মন্দিরে আছেন হরি॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে বৃন্দা 'দহি লে' 'দহি লে' বলি ফুকার করিতেছেন। রাজদিগশরবিদ্ধমানা, মদনানল তাপভরা লহনা দধি দুগ্ধ ঘৃত বাদ করি। দহি লে দহি লে বলি ফুকারে আহিরি। ঐ সময়ে রাজ-সভাসদ্ একব্যক্তি, জনৈক দূত সঙ্গে রাজসভায় গমন করিতেছিল।

রাজসভাসদ্। দূত! ঐ গোপকন্যার নিকট হইতে দধি ক্রয় করিয়া আন।

দূত যে আজ্ঞা বলিয়া বৃন্দার পশ্চাতে গিয়া কাঙ্গালিনী ব'লে ডাকিতেছেন।

বৃন্দা। আমাকে কাঙ্গালিনী বলিয়া ডাকিতেছেন কে? আমি হীরকাদি অলঙ্কার ও অপূর্ব্ব বস্ত্র পরিধান করিয়াছি। এবং আমি নব-যৌবনী। ইহা বলিতে বলিতে গমন করিতেছেন।

দূত। তোমার কেমন দধি?

বৃন্দা। রাজদিগশরবিদ্ধমানা মদনানলতাপভরা লহনা দধি দুগ্ধ ঘৃত বাদ করি। দহি লে দহি লে বলি ফুকারে আহিরি। ওরে দূত!

ধূয়া।

দধি নয় যে নিবি তোরা।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

ভাব যে দহি— এ নয় সে দহি,
কেবল ব্রজ-গোপীর প্রাণ দহি।
কি হবে তোমাকে কহিলে,
এই দহিতে প্রাণ দহিলে,
তাইতে বলি দহি লে— দহি লে ;—
এলেম দহিতে দহিতে, আর না পারি সহিতে,
দহি লে দহি লে দহি।
শুন বলি পদাতি এ সামান্য দধি নয়,
দেখিতে দধি খেতে অনল, যে খায় তারে খায় ;
খেয়ে ছিলাম দধি বলে,
এখন দেখি অনল জ্বলে,
সদা যে বলি দহিলে,
দধি নয় সে এম্‌নি অনল গোকুলে ;—
হচ্ছে দাবানল সেই অনল এনেছি, নয় দহি।
দহির কথা কারে কহি, শুন ওরে তোরে কহি,
দহির কথা কহিতে আমার অন্তর দহি ;
যার দহি তায় ফিরে দিব,
আমাদের মন ফিরে লব,
কেমন দহি তারে জানাব,

বলিব সে কানু ঘোষেরে, দধি খেলে মানুষ মরে,
সূদন কয় দেখাব যে দহি।

দূত। কাঙ্গালিনী ও দহি ফেঁক্ দেও, তোমরা কাপড়া জল্ জল্ জাগা।

বৃন্দা। ওরে দূত! এ সামান্য আগুন নয়, এ কিরূপ আগুন তাহা শ্রবণ কর্।

নাহি কর পদ লোচন বচন দেখিতে না পায়।
ছিটের কোন দিয়া হৃদয়ে পশিয়া, হিয়ারও বন্ধন কাটায়॥

ওরে দূত!

ধূয়া।

অনল মনে মনে করে সন্ধান।
পোড়াব গোপীর কোমল প্রাণ॥

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—তেওট।

কে জানে আগুন, তার গুণাগুণ,
সেই জানে এ কেমন আগুন,
যার মনে এ আগুন।
দেখিলাম নানা স্থানে, না দেখি নয়নে, কি?
মনে মনে জ্বলে এ আগুন॥
প্রজ্বলিত অন্তরে হয় নাক সৎকার,
কেবল দেহ দাহ, সদাই হাহাকার,
পিপাসায় প্রাণ জ্বলে, যদি যাই রে জলে,
জলে আরও জ্বলে, জ্বালা হয় দ্বিগুণ।

সে না হয় নির্ব্বাণ এম্‌নি এ আগুন.
নিবালে চতুর্গুণ এম্‌নি তাঁয় বিগুণ,
সূদন বলে হরি, উহু মরে যাই
তারে বলিহারি, যে দিলে আগুন।

কথা।

তথাপি না বুঝিয়া দূত পুনরায় বৃন্দাকে কাঙ্গালিনী বলে। তখন বৃন্দা অভিমানিনী হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিল। কোথা হে ব্রজনাথ, গোপীনাথ, রাধানাথ, তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি যার ধনেতে ধনী, তারি দূতী হ'য়ে এসেছি, এখন তোমার দূতে আমার বলে কাঙ্গালিনী।

ধূয়া।

আমি কেনে বা মথুরায় এলাম।
রাধার মানের গৌরব ঘুচাইলাম॥

কথা।

এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অট্টালিকোপরি কুব্জা সহ ব'সে আছেন। অকস্মাৎ সুধামাখা রাধা-নামটী কর্ণকুহরে প্রবেশ হওয়ায় নয়নে স্নেহবারি পতিত হইতে লাগিল।

কুব্জা। অকস্মাৎ ঠাকুর তুমি কান্দ কি কারণ।
কি ভাব পড়েছে মনে কহ বিবরণ॥

শ্রীকৃষ্ণ। কুব্জে! বুঝি ব্রজ হ'তে কে এসে 'রাধানাথ' 'রাধানাথ' ব'লে ডাকিতেছে।

এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে রাজা উগ্রসেন সভা ক'রে ব'সে আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া—

শ্রীকৃষ্ণ। মহারাজ আমি নগর ভ্রমণে যাব।

উগ্রসেন। কি জন্যে ?

শ্রীকৃষ্ণ। আমি অনেক দিন এই মথুরায় এসে রাজ্য করিতেছি, আমার বিচার, সুবিচার কি অবিচার হইতেছে ও কোন দুঃখিনী আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে।

উগ্রসেন। এইজন্য। আচ্ছা, আমি দূত দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিকে আনাইয়া দিতেছি।

তখন জনেক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত নগরে যাইয়া প্রজাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। যদি কেহ দুঃখী তাপী থাকহ, আমার সঙ্গে রাজভবনে চল, রাজা তোমাদের দুঃখ নিবারণ করিবেন। সে কথায় কেহ উত্তর করিল না। শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে কর্ত্তা সে স্থানে দুঃখী কাঙ্গালীর সম্ভব কোথায় ? পরে দূত বৃন্দার নিকটে গিয়া কহিতেছেন।

দূত। দুঃখী তাপী কাঙ্গালী কে আছহ। আমাদের মহারাজার নিকট চল, তোমাদের সকল দুঃখ তাপ নিবারণ করিবেন।

বৃন্দা। তোমাদের রাজা সকলের দুঃখ নিবারণ করিবেন, কি প্রকার।

দূত। দুঃখীকে ধন, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিবেন।

বৃন্দা। যে ব্যক্তি পুত্রশোকে তাপিত, তাহার তাপ নিবারণ করিতেছেন কি ? বলিতে পার ?

দূত। পারিব না কেন ?

বসুদেব আর দেবকী দুঃখী দুই জন।
রেখেছিল কংস তাদের করিয়া বন্ধন॥
ক্রমে সাত পুত্র কংস আছাড়িয়া মারে।
পুত্রশোকে ছিল তারা দুঃখিত অন্তরে॥

তা দেখে তাহাদের মোচন ক'রে দিয়া, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ—

সুর।

অমনি মা ব'লে তার কোলে গেল।
তাপিত প্রাণ তার শীতল হ'ল॥

আর রাজা উগ্রসেনকে হৃতরাজ্য পুনরায় প্রদান ও কুরূপা কুব্জাকে রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন।

বৃন্দা। নূতন কি করিয়াছেন? যাঁর পুত্র তাহারি হইয়াছেন, যাঁর রাজ্য তাঁহাকেই দিয়াছেন। নূতনের মধ্যে কুব্জাকে সোজা করিয়াছেন।

দূত। আমাদের মহারাজের নিকট চল, তোমার পক্ষে সুবিচার করিবেন।

বৃন্দা। তোমাদের মহারাজা বিচার জানেন না।

দূত। তুমি এদেশীয় নও, কি প্রকারে জানিলে আমাদের মহারাজ বিচার জানেন না?

বৃন্দা। আমি জানি।

ধূয়া।

তোদের রাজা যদি বিচার জানে।
তবে প্যারী অবিচারে মর্‌বে কেনে॥

অতএব তোমাদের রাজার ডাকে আমি যাব না; তিনি আমাদের যোগ্য নয়। তাঁহার ডাকে যাইলে রাধার মানের গৌরব থাকিবে না।

দূত। মানের গৌরব কেমন?

বৃন্দা। তোমাদের মহারাজা যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন রাধা মান করিলে তার চরণ যুগল ধরিয়া সাধ্য সাধনা করিতেন; এক্ষণে তিনি দূতের দ্বারা ডাকিতেছেন,

সুর।

(যদি) এখন তার ডাকে আমি যাব।
(গিয়া) রাধার মানের গৌরব ঘুচাইব।

কথা।

আমাদের মানময়ীর মান ভঞ্জন হেতু, তোমাদের রাজা তাঁহার দুখানি পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিতেন, তথাচ তাঁহার মান ভঞ্জন হইত না, পরে আমাদের নিকট এসে বলিতেন।

সুর।

সখি তোয় মিনতি করি।
মিলাও একবার রাইকিশোরী॥

কথা।

অতএব যদি তিনি বিচার জানেন ও দয়াল হন্, তবে এইখানে তাকে আস্তে বল।

এই বাক্য শ্রবণ করে দূত গমন করিল, তখন বৃন্দা মনে মনে বিবেচনা করিতেছেন, যদি রাধার প্রেমের জোর থাকে, তবে এই স্থানে ব'সে কৃষ্ণ দর্শন পাব।

তখন দূত ফিরে গিয়ে বল্‌ছে।

দূত। মহারাজ মথুরাতে কেহ দুঃখিনী তাপী ও কাঙ্গালিনী নাই। কোথা হ'তে একটী অবিচারি স্ত্রীলোক এসেছে, সে আপনকার নিকটে এল না; আরও যাহা কহিলেক, তাহা আপনার নিকটে বলিতে পারি না।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার ভয় নাই, তুমি বল।

দূত। সে বলে তোমাদের রাজার ডাকে আমি যাব না, তিনি আমাদের যোগ্য নয়।

ধূয়া।

যদি তার ডাকে আজ আমি যাব।
(তবে) রাধার মানের গৌরব ঘুচাব॥

যদি তিনি বিচার জানেন, আর দয়ালু হন্, তবে তাঁকে এই স্থানে আসিতে বল।

তখন কৃষ্ণ জনেক দূত সঙ্গে ল'য়ে বৃন্দার নিকটে গমন করিলেন। দূত অগ্রে গিয়া কহিতেছে—

ধূয়া।

কাঙ্গালিনী তোমার কপাল ভাল।
এই তোমার ভাগ্যে রাজা এল॥

তখন বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে মানে বসিলেন। মান দর্শন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। আহা! মরি মরি কিবা মান।
মান দেখে জুড়ায় পরাণ॥
মান দেখে আজ এই হ'ল।
রাধার মানের কথা মনে প'ল॥
কমলিনী কর্ত্তেন মান মধুমাখা কথা।
মুখে বল্‌তেন যাও যাও অন্তরেতে গাঁথা॥

আর কবে—

ধূয়া।

বস্‌বেন রাধা মান করি।
সাধব দুটী চরণ ধরি॥

তখন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—

সুর।

কে বটহে কাঙ্গালিনি।
তোমায় চেন চেন করি আমি॥

বৃন্দা। এখন আমাকে চিন্‌বে কেনে, শাস্ত্র কখন মিথ্যা হয় না।

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

এখন কেন পার্‌বে চিন্‌তে, হয়েছ হে নিশ্চিন্তে।
চিন্তে থাক্‌লে পারতে চিন্‌তে
চিন্‌ত না শ্যাম সে সব চিন্তে॥
কর তব সম স্বচিন্তে চিন্তে থাক্‌লে পার্‌তে চিন্‌তে,
আমি পেরেছি চিন্‌তে, তুমি ত পার না চিন্‌তে॥
বট নবীন নবীন চিন্তে, নবীন হ'লে পার্‌তে চিন্‌তে,
নবীনে প্রবীণে চিন্তে, কি কাজ অসার চিন্তা চিন্তে ;
এখন তব কা চিন্তে, রাজা বট রাজ্য চিন্তে
গিয়েছে পা-ধরার চিন্তে,
যে চিন্তে শ্যাম আমায় চিন্‌তে ;—
এসেছি যে ভেবে-চিন্তে, পার কি না পার চিন্‌তে।
যে ছিল তোমার চিন্তে, তোমায় এখন সে চিন্তে
সূদন বলে দিয়ে চিন্তে, তুমি ত আছ নিশ্চিন্তে॥

শ্লোক।

অবংশপতিতো রাজা, মূর্খস্য পণ্ডিতঃ সুতঃ।
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দা তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারি নাই।

বৃন্দা। যে বংশে কখন রাজা নাই, সে বংশে যদি কেহ রাজা হয়; আর মূর্খের পুত্র যদি ন্যায়রত্ন হয়, আর নির্ধনের পুত্র যদি ধনবান্ হয়, তবে ইহারা সকলে সমস্ত জগৎকে তৃণজ্ঞান করে। তুমি ছিলে ব্রজের রাখাল—হাঁটিতে কণ্টকবনে, এখন বসেছ রাজ-সিংহাসনে।

ধূয়া।

লাল পাগ্‌ড়ী বেঁধে মাথে।
তুমি রাজা হ'লে মথুরাতে॥
এখন আমায় চিন্‌বে কেনে।

গীত।

রাগিণী—সর ফর্দা। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

চিনতে যদি চিন্তামণি, তবে কি আর চিন্তা গণি,
চিন্তা করে কেনে মর্‌বে ধনী।
চেন কি না চেন হরি, আমরা চেন চেন করি,
দেখেছিলাম ব্রজপুরী, ধেনু চরাতেন আপনি॥
মাখনচোরা ছিলে ব্রজে কর হে মনে,
নন্দের বাধা বৈতে মাথে পড়ে কি মনে;—
করিলে গোপীর বস্ত্রহরণ, এখন বুঝি নাইক স্মরণ,
আমাদের খুব আছে স্মরণ, বিস্মরণ কেবল আপনি।

বৃন্দাবনে নিধুবনে শ্রীরাধার মানে,
দুটী চরণ লৈতে মাথে, নাই কি তা মনে ;—
সূদন কয় ও কথা কেনে, এখানে সকলি মানে,
ক্ষমা দেও ও কথা মেনে, কাজ্ কি এত চেনাচিনি।

কথা।

বৃন্দা। পীতবসন গলায় দিয়া যার চরণতলে প'ড়ে থাক্‌তে, আমি সেই কাঙ্গালিনীর সেবা-দাসী।

শ্রীকৃষ্ণ। কহ কহ কহ রে দূতি ব্রজ কি কুশল বাত্। কৈছনে আছয়ে নন্দ যশোমতী মায়ী ; কৈছনে সখাগণ মেরা বাজায়েত বেণু, কৈছনে কাননে আর চরায়েত ধেনু, কৈছনে আছয়ে ব্রজকুলনারী, কৈছনে আছয়ে বোল কিশোরী হামারি। বৃন্দে, আর কত কথা সুধাব ? ভাল, আর আমার মা যশোদা কেমন আছেন ?

বৃন্দা। তোমার মা যশোদার দুর্দ্দশা বর্ণন করা আমার অসাধ্য, তবে তাঁহার দুঃখের কথা যৎকিঞ্চিৎ বলি ;—

পয়ার।

একদিন নন্দরাণী যষ্টি ল'য়ে করে।
ভিক্ষা মাগিবার তরে ভ্রমেণ নগরে॥
ভিখারিণী বেশ দেখি জিজ্ঞাসিনু তায়।
কে তুমি কি ভিক্ষা মাগ বল গো আমায়॥
যশোদা বলেন বৃন্দে চেন না আমারে।
নন্দের গৃহিণী আমি থাকি ব্রজপুরে॥
রজনীর শেষে আমি দেখেছি স্বপন।
কৃষ্ণ যেন কোলে বসি চাহিছে মাখন॥

মা মা বলিয়া কৃষ্ণ ধরিলেন গলে
কোলে ল'য়ে চুম্ব দিলাম বদনকমলে ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হ'য়ে দেখি কোলে কৃষ্ণ নাই।
নবনী না দিয়া মনে দুঃখ হ'ল তাই ॥
যগ্যপি থাকিত ঘরে কিঞ্চিৎ নবনী।
তবে কি যাইতে পারে আমার নীলমণি ॥
নবনীত ভিক্ষা তাই মাগিবার তরে।
একাকিনী এসেছি মা তোমার দুয়ারে ॥

তুক।

যদি এসে আমার নীলমণি।
তারে খেতে দিব ক্ষীরননী ॥

কথা।

তখন আমরা বলিলাম, মা তোমার নবলক্ষ ধেনু থাকৃতে দধি দুগ্ধ নবনীর অভাব কি? যশোদা বলিলেন, লক্ষ লক্ষ ছাট মারি গাভীগণের পিঠে। রাম কৃষ্ণ বিনা গাভী নাহি চলে গোঠে। তারা তৃণ নাহি মুখে করে। তাদের দিবানিশি নয়ন ঝরে ॥

ধূয়া।

তারা চেয়ে আছে মথুরা পানে।
তাদের বারি বহে দু নয়নে ॥

আরও দেখিলাম, রোদন করিতে করিতে যশোদার বুকে শেওলা পড়িয়া গিয়াছে। ভিক্ষা করিয়া যা পাইয়াছিলেন, তাই—

তান।

হাতে ল'য়ে সেই নন্দরাণী।
বলে আয় রে কোথায় নীলমণি॥

এই কথা ব'লে আমাকে সঙ্গে ল'য়ে মথুরায় আসিবার কথা কহিতে কহিতে অমনি ধূলায় প'ড়ে রোদন করিতে লাগিলেন, আরও দেখ ব কেমনি দেবকী ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। অতএব ঠাকুর—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

গোকুলেতে বলিতে মা যারে,
সে পড়ে ধূলার মাঝারে।
আমায় কয় চল মথুরার মাঝারে॥
নবনী লও আর দিব কি,
নৈলে তায় খেতে দিব কি,
দেখ্ ব সে কেমন দেবকী,
কাঁচা ছেলে ভুলে কয় মা যারে।
সে কি আমার থাকিবার ছেলে,
তেজ্য করে মা—সভাই মিলে,
বলেছে মা, ঐ দেবকী মা—
মা পেয়ে ভুলেছে মায়ে,
আর কেন ডাকিবে আমায়ে,
বুঝ্ ব এবার মায়ে মায়ে,
সেই হবে মা, গোপাল মা কবে যারে॥

বসুদেব হয়েছেন এখন দেবতার শ্রেষ্ঠ,
অনায়াসে ঘরে বসে পেয়েছেন কৃষ্ণ ;—
লয়ে যাব সকল দেবে দেখিব কেমন বসুদেবে,
গোপাল দেবে কি না দেবে,
সূদন কয় ছেলে কর যারে-তারে ॥

কথা।

এই ত তোমার মা যশোদার কুশল শুনিলে, এক্ষণে তোমার পিতা নন্দের কিছু কুশল শুন্‌বে ? তবে বলি—

তোমার পিতা নন্দ শোকেতে হয়েছেন অন্ধ। কেঁদে বলে কোথায় গোবিন্দ। নন্দ যারে দেখে সুধায় তারে। আমার গোপাল আছেন কত দূরে। আর নন্দ—

ধূয়া।

দুগ্ধ-ভাণ্ড ল'য়ে হাতে
কেন্দে বেড়ায় ব্রজের পথে পথে ॥

আরও যে প্রকার দুর্দ্দশা দেখিলাম, তাহা শুন,—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

তব মাতা পিতার বিষয় বলিতে গেলে বিষ হয়।
হেরে আমি জান্‌লাম আশয়,
বুঝিব তাদের জীবন সংশয়।
দোঁহে পড়ে অন্ধকারে, না বল্‌ব বা অন্ধ কারে,
সুধাইতে সন্দেহ করে,
উঠ্‌তে পাছে জীবন শেষ হয়।

জেনেছি শুনেছি হরি, তুমি জগতের গুরু,
তুমি কি জান না শাস্ত্রে পিতা মাতা মহাগুরু ;—
এমনি কি হ'ক দুর্দ্দশা, গুরুর আবার গুরুদশা,
আমাদের কপালের দশা,
তোমারে পেয়েছে দশায়।
মাতা পিতার মৃত্যু হ'লে হবে তোমার কালাশুচি,
অবশ্য হবিষ্য কর্‌বে তবে সে হইবে শুচি,
সূদন কয় ভুল না আমায়,
এবার ল'য়ে যাব গয়ায়,
পিণ্ড দিব আপনকার পায়,
দেখ্‌ব তাতে কি শোভা পায়।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ধুয়া।

বৃন্দে সুধাই তোমার কাছে।
(আমার) প্রাণের রাখাল সকল কেমন আছে॥

বৃন্দা। শ্রীদামের পক্ষের কথা কিছু বলি শ্রবণ কর। শ্রীদাম শোকেতে আচ্ছন্ন হ'য়ে পাষাণে মাথা ভাংছেন আর বল্‌ছেন—ও ভাই জীবন কানাই, তোর এত যদি ছিল মনে, তবে বিষ-জল খেয়ে মরেছি ম তাতে বাঁচালি কেনে ? আর একদিন গহন-কাননে দাবানলে ঘিরেছিল, ঐ অনল পান ক'রে আমাদের প্রাণরক্ষা করেছিলি, এখন কি দোষে ত্যজিলি।

ধুয়া।

ছাড়্‌বি যদি ছিল মনে।
(তবে) অনলে বাঁচালি কেনে॥

আরও যে দুর্দ্দশা তাহা শ্রবণ কর।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

সব রাখাল ল'য়ে পাল, দেখ্‌লাম ভূমেতে শয়ন
পড়ে আছে গাভীর গায়, গায়,
কেহ কেন্দে কালার গুণ গায়,
কেহ বলে আর সয় না গায়, ত্যেজিগে জীবন॥
কোন শিশু করে রোদন, ধরে গোবর্দ্ধন,
কেউ বলে কি করিস্ ও তোর নয় ত কৃষ্ণধন ;—
কেহ ফিরে ধেনু ধরে, বলে ঐরূপ কানু ধরে,
নয়নে না বারি ধরে, অম্‌নি ধরায় হয় পতন॥
কোন শিশু ধেয়ে নবীন তরুর ডাল ধরে,
ডাল ভেঙ্গে যায়, পত্র শুখায়,
আর এক ডাল ধরে ;—
সূদন কয় যার বিধি লাগে,
যে ডাল ধরে সেই ডাল ভাঙ্গে,
কপাল-গুণে পাষাণ ভাঙ্গে, এম্‌নি তার ঘটন॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে! বল বল সহচরি, কেমন আছে আমার রাই কিশোরী। অনেক দিবস হ'ল, রাধার নামটী শুনি নাই, এখন রাধার কুশল বল।

বৃন্দা। আপনি রাজা হ'য়ে নূতন রাণী পেয়েছেন, এখন আর আপনার রাধার কুশল জিজ্ঞাসায় আবশ্যক কি? মনে ক'রে দেখুন, সেই শ্রীমতী রাধা মান, দর্প, কুল, শীল, মন, প্রাণ, ধন, সকলি আপনাকে অর্পণ করেছিলেন; আপনি সে সমস্ত ল'য়ে মথুরায় এসেছেন, কেবল তাঁহার দেহটী ত্যাগ ক'রে এসেছেন। যখন—

ব্রজ ছেড়ে হেতা এলাম।
রাই-মরণ রব শুনেছিলাম॥

ব্রজবুলি।

কুঞ্জ ভ্রমণে ধনী, তুয়া নাম গণি গণি,
অতিশয় বিপরীত ভৈল।
দশম দশা হেরি, ধরাধরি করি,
সখিগণ বাহির কৈল॥
ঘড়্ ঘড়্ কণ্ঠ শব্দ শুনি ধেয়ে এনু তার পাশ।
নাসার উপরে তূল ধরিয়া তবু না পায় শ্বাস॥

ধূয়া।

তুমি এই লাগি প্রেম করেছিলে।
শেষে নারী-বধের ভাগী হ'লে॥

বৃন্দাবনে কি দেখে এলাম শোন;—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

দেখে এলেম বৃন্দাবনে সেই যমুনা-পুলিনে।
পঙ্কে প'ড়ে পদ্মমুখী আছে পঙ্কজবনে॥

ল'য়ে বারি পদ্মপত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,
তথাপি না মেলে নেত্রে, কেবল বহে জীবনে ॥
কেউ বলে রাই মরে মরে, উহুমরি মারে মারে,
বাঁচাইতে নারিলাম মা রে, কি বল্‌বে হরি আমারে ;—
কেউ বলে আর কেন জ্বলি,
এস করি অন্তর্জ্জলি, শেষে হ'য়ে গলাগলি
মরি গিয়ে জীবনে ॥
বিশখা বলে বিষ্ খা, কেবা নাকি হ'য়ে থাকে,
এমন ত দেখি নাই, কেহ প্রেমের লাগি প্রাণ ত্যাগে ;—
কোথা বা তোর প্রাণসখা, কার জন্যে বা মরিস্ একা,
সূদন বলে ও বিশখা, যে বি-সখা সেই জানে ॥

বৃন্দা আবার বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখ্‌লাম কত নারী ব'সে তীরে।
ল'য়ে সেই কমলিনীরে,
নীরে নিবারিছে আখিনীরে ॥
কেহ বলে আয় গো ধনি,
কেহ বলে যায় গো ধনী,
কেও বলে দেও হরির ধ্বনি,
ধনীর ধ্বনি আর কি শুন্‌ব ফিরে ॥

কেহ বলে আন তুলসী করে গঙ্গাজল,
কেহ বলে মা ! অন্তঃজলে কর অন্তর্জ্জল ;—
যার কৃষ্ণ লাগি অন্তর্জ্জলে,
কাজ কি রে তার অন্তর্জলে,
এখন কৃষ্ণ বল অন্তিমকালে,
কি করিবে কালে কিশোরীরে।
কেহ ধরে প্যারীর চরণ, বলে মা ! ধর্ আয়,
যে পা ধরে বংশীধরে, সে পা আজ ধরায়,—
যার চরণে শ্যামনাম লেখা,
তার কাছে কেন নাম ডাকা,
সূদন বলে ও বিশখা,
মর্‌বে না রাই দেখা পাবে ফিরে ॥

কথা।

[তখন রোদন করিতে করিতে]

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে ! তুমি যথার্থ বল, রাজনন্দিনী বেঁচে আছেন ত ?
বৃন্দা —

শ্লোক।

নিস্পন্দ্যাস্তা ধমনিরভবৎ স্পন্দহীনে চ নেত্রে
নাসাশ্বাসানিলগতিরলং জীবনী চ প্রলুপ্তা।
তন্নামৈব শ্রবণকুহরে দীর্ঘমুচ্চারিতং যৎ
পীত্বা নেত্রে বহতি সলিলং তেন জীবেতি মন্যে ॥

তোমার দাসী শ্রীরাধিকার ধমনী শব্দে যে নাড়ী ছিল, তাহা লোপ পাইয়াছে ; নাসিকাতে যে জীবন নিদর্শক বায়ু ছিল, তাহার গতি নাই, আর নেত্রদ্বয় স্থির হইয়াছে ; তবে বল্‌বে যে প্যারী মরেছেন, তাহাও বলিতে পারিবে না। তোমার নাম শ্রবণকুহরে অতি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলে চক্ষের প্রান্তভাগ দিয়া কণিকামাত্র বারি নির্গত হয়, তাইতে বলি প্যারী মরেন্‌ নাই।

ধূয়া।

দশ ইন্দ্রিয় ছেড়ে গেছে।

মরণ-যাত্রা করে ব'সে আছে।

গীত

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

দেখে এলেম তব রাধারে হরি যমুনার ধারে।

প্যারী চন্দ্রাধরে, কোন সখী ধরে,

জীবন রবে ব'লে জীবন দিচ্ছে ধারে॥

হস্ত দিয়ে কেহ দেখে প্রাণাধারে,

তাতে হয় না জ্ঞান, প্রাণ আছে আধারে,

তব প্রেমধারা এতই কি রাই ধারে

বধিলে তাহারে বিচ্ছেদ-অসি ধারে॥

কেহ লেখে তব নাম শ্রীমতীর কায়,

তুলসীমঞ্জরী আর গঙ্গা-মৃত্তিকায় ;—

পঞ্চবটী ক'রে যমুনা-পুলিনে,

রেখেছে প্যারীকে তার মধ্যস্থানে,

কেহ তব নাম বলিছে শ্রবণে,
যমুনা প্রবলা গোপীর নয়ন-ধারে ॥
অন্তর্জল কেবল রাধার আছে বাকী,
অন্তর্জল এতক্ষণ তাহা আছে কি,
রাধা যদি মরে ওহে রাধানাথ,
কে আর বলিবে তোমায় রাধানাথ ;
মনে ভাবি তাই শ্রীদ্বারকানাথ,
রাধানাথ হ'লে বাঁচাতে রাধারে ॥

বৃন্দা পুনরায় সপরিহাসে বলিতেছেন ;—

গীত ।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

ধর্ম্ম অবতার, কি ধর্ম্ম রাখ্‌লে তার
গুরুমারা বিদ্যা হে তোমার ।
রাধা তোমার প্রেমের গুরু, শুনেছিলাম ওহে চারু,
এখন দেখি তুমি গুরু তার ॥
যে তোমারে প্রেম শিখালে, তারে তুমি খুব শিখালে,
ধর্ম্ম খেলে ল'য়ে ধর্ম্মভার ॥
পদ পেয়েছ গুরু, এখন গুরু, চিন্‌লে না গুরু সেবে গুরু,
হ'য়ে সে গুরু মাননা হরি,
রাইকে ক'রে কুলত্যাগী, তুমি হ'লে গুরুত্যাগী,
দেখ দেখি ধর্ম্ম রইল কি ;—

সইলাম যত কুলাঙ্গনা, কিন্তু শ্যাম ধর্ম্মে সবে না,
কেহ সবে না তোমারি এ ব্যবহার ॥
গোচারণ ঘুচেছে কিন্তু আচরণ ঘুচে নাই হরি,
গুরু-মারা পাতকের ফল কিছু কি ফল্‌বে না হরি ;—
বলে যাব কুব্জাকে, বড় ভালবাস যাকে,
গুরুত্যাগী জান্‌বে তোমাকে।
গুরুনিন্দা অধোগতি, গুরু বধ্‌লে কি তার গতি
সূদন বলে কি গতি আমার ॥

বৃন্দা এবার ক্রোধভরে বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

আর কি গুরু ভয় আছে, রাজা ভাল শিখায়েছে।
গুরুর প্রতি গুরুদণ্ড ক'রে হেথায় এসেছে ॥
ত্যজ্য ক'রে এসে গুরু, এখন পদ পেয়েছে গুরু,
মানে কি আর লঘু গুরু, রাজা হ'য়ে ভুলে গেছে ॥
তখনি ত্যজেছি কুলে, যখন শ্যাম ছিল গোকুলে,
এখন দেখি গোকুল গো-কুল, কেবল ভাসিছে অকূলে ;—
দেখে তোদের রাজা সুশীল, আগে দিয়েছি কুলশীল,
দিয়া শীল হয়েছি শীল, শীলতা সব ঘুচায়েছে ॥
তোদের যে ধর্ম্ম-অবতার, কেবল ধর্ম্মনাশার গুরু,
সূদন কহিছে শ্রীগুরু, কেবা শিষ্য, কেবা গুরু,
দোঁহাকেই বল্‌ব গুরু, সেই গুরুভয় হয়েছে ॥

বৃন্দা পুনর্ব্বার কহিতেছেন ?—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

বল্‌ব কি অধিক আর নাই আর তব অধিকার।
তব পুত্র অধিকারী, হয়েছে শ্রীরাধিকারি
এখন করের জন্য তশীল ভারি, হয়েছে রাধিকার॥
নিষ্কর ভূমে ছিলাম ব্রজে নিকুঞ্জ-কাননে,
তাতে জরিপ কর্‌লে গিয়া দয়ম কাননে ;—
যে রাধার ছিল দেবত্তর,
তিনি হয়েছেন নিরুত্তর,
কে করে আর প্রত্যুত্তর—সদাই হাহাকার॥
থাক্‌তে কৃষ্ণ বর্ত্তমানে প্যারী কৃষ্ণ পায়,
বল্‌ব কি হে দুঃখের কথা বল্‌তে কান্না পায় ;—
একবার ব্রজে যাও না পায় পায়,
রাই বাঁচায়ে এস সেই পায় ;—
সূদন বলে ধরুক্ না পায়, কি শঙ্কা তোমার॥

কথা।

বৃন্দা। ঠাকুর, ব্রজে যাবে কি না যাবে বল ?

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দা আমি কাল যাব।

তখন বৃন্দা বল্‌ছেন, এখনও তোমার সে কাল গেল না ; তবে তুমি সহজে যাবে না।

ব্রজবুলি।

প্যারিজীকা চেড়ি হাম্‌হো, হাতমে প্রেমডোরি।
দোনো হাতমে রশি দেকর্ লে যাঙ্গে ব্রজপুরী ॥

লঘুত্রিপদী।

মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, নাগরি নাগাল পাব।
নারী বধ করি, এলে মধুপুরী, সবারে কহি জানাব ॥
নারী বধ শুনি, যতেক রমণী, সবে দিবে বাহির করে।
তবে জান হরি, রাধা বরাবরি, ল'য়ে যাব করে ধ'রে ॥
ওহে তোমায়—

ধুয়া।

প্রেম-ডুরি দিয়ে হাতে।
ল'য়ে যাব ব্রজের পথে ॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দে যদি তোমার প্রত্যয় না হয়, তবে এই আমার প্রাণতুল্য বংশী তোমাকে দিতেছি, তুমি এটি ল'য়ে যাও।

বৃন্দা। এ বাঁশী ত সেই ব্রজের বাঁশী; এ বাঁশীতে আর কোন প্রয়োজন নাই।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—মধ্যমান।

এখন বাঁশী ভালবাসি নে, তাইতে আসি নে।
নইলে থাক্‌ত যাওয়া-আসা, আর সে আশা রাখি নে ॥
যখন ছিল ব্রজে বাঁশী, তখন ভালবাসতাম বাঁশী,

এখন নাই সে ভালবাসা বাসি,
এ কোন্ বাঁশী তা চিনিনে ॥
বাঁশী ভালবেসে মোদের আছে কি বাকি,
আবার দিতে চাও যে বাঁশী বিবেচনা কি ;—
শুন্‌লে তোমার বাঁশের বাঁশী,
থাক্‌তেম না হে বাসে বসি,
গেছে মাসামাসি, এখন দ্বেষাদ্বেষি রাখিনে।
যে বাঁশীতে কুলনাশি এসেছ ফেলে,
আর কেন সে বাঁশীর কথা, গিয়েছি ভুলে ;—
শুন্‌লে হতেম বনবাসী, না শুন্‌লে ত উপবাসী,
সূদন বলে দেখ্‌তে আসি, বাঁশী নিতে আসি নে ॥

কথা।

তখন বৃন্দা বিবেচনা করিয়া দেখ্‌লেন যে, বাঁশী ল'য়ে যাই না কেন ? এই ব'লে বাঁশী ল'য়ে গমন করিতে করিতে কিছুদূর গিয়া মনে পড়্‌ল যে, কুব্জা কিরূপ সুন্দরী দেখে যাই ব'লে, পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে আবার যে ?

বৃন্দা। কুব্জা কেমন সুন্দরী একবার দেখ্‌ব।

ঠাকুর তোমার কুব্জা এনে বসাও কাছে।
দেখি বাঁকায় বাঁকায় কেমন সাজে ॥

একবার—

ধুয়া ।

দেখাও নাগর, দেখে যাই ।
ব্রজে রাই সুধালে বল্‌তে চাই ॥

কথা ।

তখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দার কথায় সম্মত হইয়া অন্তঃপুরে যাইতে অনুমতি করিলেন।

বৃন্দা অন্তঃপুরে গিয়া কুব্জাকে দর্শন ক'রে কহিতেছেন,

গীত ।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—তেতালা।

কে গো রমণী বুঝি রাজার রাণী ।
দেখিতেছি বড় গৌরব, ভাঙ্গিব এখনি ॥
বেন্ধেছি তোমাদের রাজারে,
এখন বান্ধিতে এলাম তোরে,
ল'য়ে যাব দুজনারে,
নূতন দাসী কর্‌বেন তিনি ॥
মনে বুঝি ভেবেছ, হয়েছ রাজরাণী,
রাজার পর যে রাজা আছে, তা কি শুন নি ;—
শুনে দাসের দাসীর কথা,
তাই আমায় পাঠাইলেন হেতা,
ল'য়ে যাব তোমায় তথা,
দেখ্‌বেন ব্রজের রাজনন্দিনী ।

জান কি না, জানে কে না, জান্‌বে কে না,
বলে কে না, জানে কে না রাজা যে কেনা ;—
আমি রাধার দাসীর দাসী, নিতে এলেম তুল্য দাসী,
সূদন বলে হাসি হাসি, এমন ত কভু শুনিনি ॥

কথা।

অন্তঃপুর হইতে বৃন্দা বহিষ্কৃতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, বৃন্দে! কেমন কুব্জাকে দেখ্‌লে!

তখন বৃন্দা কহিতেছেন, ঠাকুর!

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—মধ্যমান-ঠেকা।

দেখ্‌লেম কুবুজায়, কু-বুঝায়।
রাই রক্ষে কি ভাল বুঝায় সদা কু বুঝায় ॥
যেমন হে ত্রিভঙ্গী, তেমনি রাণীর ভঙ্গি,
তোমার থেকে ভঙ্গী তার কিছু বুঝায় ॥
এলেম দেখ্‌তে-শুন্‌তে, শুন্‌তে চাই তার গুণ,
প্যারী পারেন শুন্‌তে যা শুন্‌তে নিপুণ ;—
দেখে এলাম এমন কু, যেমন তেপেঁচা কু,
হরি হয়েছে কু, পড়ে কু'বুঝায় ॥
বাঁকায় ভাল বুঝায়, সাজে না সোজায়,
যেমন প্রেম ঘটে না বুঝায় অবুঝায় ;—
পেয়েছ কুবুজায়, পেয়েছ কু-বুজায়
সূদন যে প্রাণে যায় তারে কে বুঝায় ॥

কথা।

বৃন্দা বলিতেছেন, আরও শুন্‌বে, ঠাকুর? তবে শোন ;—

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—মধ্যমান।

কুবুজি, কি বলিব—কি বুঝি, জান ত যত বুঝি।
যা বুঝে করেছ প্রেম, আমরা কি তা বুঝি॥
তিন বাঁকাতে আমরা ব্যাকুল,
পাঁচ বাঁকাতে তুমি আকুল,
ভাসাইয়ে গোকুল এই কূল করেছ বুঝি॥
রাই হতে কুলিনী কুবুজি, গরবে বেঁকেছে বুঝি,
নূতন কুল ক'রে হয়েছ কুলীন রাজাজী ;—
দাসীকে করেছ রাণী, রাজনন্দিনী কাঙ্গালিনী,
সূদন বলে দেখ্‌লে তিনি, হবে বোঝাবুঝি॥

বৃন্দা পুনরায় বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাস। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

লাজে মরি, হেসে মরি, দুঃখে মরি হে কৃষ্ণধন!
যে তোমায় দান কর্‌লে চন্দন,
সেই হয়েছে প্রেম-মহাজন।
কভু দুঃখ-সাগরে ভাসি,
কভু তোমায় দেখ্‌তে আসি,
রাজরাণী হইল দাসী, শুনে হাসি তারি কারণ।

রাজা নয় এ সাজা তোমার বুঝিতে ভুলেছ,
গঙ্গা ত্যেজে কূপে ডুবে ভাগ্য মেনেছ ;—
মথুরায় পেয়ে রাজ-টীকে,
রাণীর বিষয় দিলে টীকে,
এতদিন যে আছ টিকে,
কেবল সেই বিধাতার ঘটন ॥
রাজা নয় এ সাজা তোমার তা ত বুঝেছ,
কি বুঝে কুবুজার বোঝা মাথায় করেছ,—
সূদন কয় বুঝেছ বোঝা, তুমি হরি চতুর্ভুজা,
ত্যেজে রাধা মাথার বোঝা,
পাক বেন্ধে হয়েছ রাজন ॥

কথা।

কৃষ্ণ। ভাল বাঁশী না লও, প্রাণ লও।

বৃন্দা। না ঠাকুর, আমি তোমার ও প্রাণের গুণ খুব জানি। ও প্রাণে কাজ নাই ; প্রাণ নিলেই প্রাণ যাবে। তোমার প্রাণ তোমারি থাক্।

গীত।

রাগিণী—সিন্ধু। তাল—মধ্যমান-ঠেকা।

প্রাণ দিও না, ও আশা ভাল না।
কাঙ্গালের প্রাণে সাজে না ॥
এক প্রাণ দেও যারে তারে,
দেখিতেছি পরস্পরে,
এমন প্রাণের আশা কে করে ;—

যে তোমারে প্রাণ দিলে, তখনি তার প্রাণ নিলে,
কেউ নিলে ত সুখে থাকে না ॥
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর রস হরি,
জানি তোমার পঞ্চরসে যে রসে যে রসে হরি ;—
বলি তোমার একি লীলে,
বলি তোমার প্রাণ কিনিলে,
তবে কেন পাতালে নিলে,
অদিতি কশ্যপ ত্যজিলে,
তাইতে তারা প্রাণ ত্যজিলে,
এই কি তব লীলার মন্ত্রণা।
ত্রেতাযুগে ক'রে লীলে, পিতার প্রাণ নিলে,
জানকী আনিলে পুনঃ জানকী ত্যজিলে,
তার পরে দ্বাপরে লীলে, কারাগারে জন্ম নিলে,
বন্দীশালে তারে রাখিলে, জানিলে শুনিলে লীলে,
কেউ লবে না প্রাণ যাচিলে,
সূদন কয় সকলি বঞ্চনা ॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দে এই বাঁশী ল'য়ে অন্য গমন কর, আমি কাল যাব।

বৃন্দা। বঁধু কে তোমায় মধুর বলে।
নবীন নলিনী দূরেতে রাখিয়ে মজেছ শিমুলের ফুলে।

ধূয়া।

মতির মালা দূরে ফেলে
কাঁচের মালা দিলে গলে ॥

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—মধ্যমান।

শ্রীপতি ত্যেজলে শ্রীমতী এ আর কি মতি,
নাই সে রতি-মতি হে সম্প্রতি নৃপতি।
ত্যেজিয়ে রাই চাঁদের মালা, কুব্জা হ'ল জপমালা,
কাচ পেয়ে কর্‌ছ নাকো মতিতে মতি॥
আমাদের রাই গজমতি,
আর তার মন এক মতি,
তোমা বিনা মত্ত মতি, এমতি দুর্ম্মতি,
দেখ্‌তে এলেম এখন কি ভাব,
যায় নাই রাখালের স্বভাব,
সূদন বলে বাঁকায় বাঁকায় বেঁকেছে মতি॥

কথা।

তখন কৃষ্ণ বলিতেছেন—

বৃন্দা, আর আমাকে লজ্জা দিও না; আমি অবশ্য অবশ্য কাল যাব

বৃন্দা ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে বাঁশী ল'য়ে গমন করিলেন।

হেতা রমণী মাঝে বৈঠে আছয়ে ধনী, বিরহিণী হৈটবয়ান।

দূতিক শব্দ শুনি তনু ভেল পুলকিত অনুমান আওয়ল কানুহা,
রাই কহে দূতি কেতে দূরে মাধব সোহে, দূতি কহে আওয়ব দিন দুইবাদ।

শ্রীরাধিকা। বৃন্দে, কৃষ্ণ এসেছেন।

বৃন্দা। কৃষ্ণ কাল আস্‌বেন।

ধূয়া।

ধর—এই লও বাঁশী হৃদয়ে ধর।
তাপিত প্রাণ শীতল কর॥

কথা।

শ্রীমতী কৃষ্ণ আসিতেছেন ইহাই শুনিলেন, কাল আস্‌বেন, তাহা শুনিতে পাইলেন না। এজন্য রাধা উল্লাস করিতেছেন।

তান।

আমার অঙ্গনে আয়ব যব রসিক রে।
একবার বলি কথা কব কব কব আর কবনা রে।
মান করে র'ব বসে, নাগর এসে,
সাধ্‌বে যখন তখন আমি একবার
আড়নয়নে চেয়ে র'ব।

কথা।

এইরূপ উল্লাস প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, দূতি, এখন কোকিলকে বল পঞ্চম স্বরে গান করুক্।

কোকিল তখন পঞ্চম স্বরে গান করিতেছেন, শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়পদ্মে দর্শন ক'রে বল্‌ছেন। ওরে এখন—

ধূয়া।

ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে।
মদনমোহন আমার এল ঘরে॥
এখন তোমরা সবে হরি হরি বল।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ দোহাঁর মিলন হইল॥

সম্পূর্ণ।

প্রভাস

গীতি-কথিকা

প্রভাস।

পালা আরম্ভ।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্ববেত্তা, যাঁর চরাচর অগোচর কিছুই নাই, ইনি সেই দেবর্ষি নারদ। নারদ একদা সুরপুরে ব'সে চিন্তা করিতেছেন যে, শ্রীদামের অভিসম্পাত একশত বৎসর পূর্ণ হইল, এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ সে বিষয় কিছুই মনে করিতেছেন না; আমি স্মরণ না করিয়া দিলে স্মরণ হইবেক না, এইরূপ মনে করিয়া ভাবিলেন, অগ্রে দ্বারকাতে যাই কি বৃন্দাবনে যাই? তখন মনে হ'ল যে, না অগ্রে বৃন্দাবনে যাই, যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করেছি; শ্রীকৃষ্ণ-বিহনে সেই স্থান এখন কি প্রকার হয়েছে ও মাতা পিতা, গোপ-গোপী, সখা-সখী, পশু পক্ষী, বৃক্ষলতাদি সকলেরই কৃষ্ণগত প্রাণ; কৃষ্ণবিচ্ছেদ এক্ষণে তাহারাই বা সকলে কেমন আছে, দর্শন করিব। ইহা স্থির ক'রে নারদ গমন করিতেছেন। কি প্রকার—

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—মধ্যমান।

সুললিতরাজিতচন্দনতিলকং।

ভ্রূযুগরতিপতিকার্ম্মুকযুক্তং
প্রেমজলাবলিমুদিতনেত্রং।
করকমলেন চ বাদিতযন্ত্রং।
রসনাব্রজপতিভাগবততত্ত্বং।
হরিনামাঙ্কিতসর্ব্বশরীরং।
সিঞ্চিতলোচনপুষ্করনীরং॥

কিবা সুন্দর রূপ মনোহর! পরিধানে বহির্ব্বাস, গাত্রে নামাবলি, মস্তকে শুভ্র কেশ, ভালে ঊর্দ্ধরেখা তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম অঙ্কিত, গলদেশে হরিনামের মালা, ত্রিতন্ত্র বীণা হস্তে তাতে সুললিত ললিত, ভৈরব, বেলায়ন, ভুসাখ, দেবসাখ, আশাবরি, টোড়ি, গুর্জ্জরি, বেণীয়া, পটমঞ্জরী ইত্যাদি রাগ-রাগিণী বীণায় তান সংযোগে আলাপ করতঃ হরিনামরসে নিমগ্ন হ'য়ে, সজল নেত্রে গমন করিতে করিতে বৃন্দাবনধামে শ্রীনন্দের মন্দিরে উপস্থিত হ'য়ে সপ্তবার প্রদক্ষিণ ক'রে দণ্ডবৎ প্রণামের পর মনে মনে বলিতেছেন, এই কি সেই বৃন্দাবন ধাম? না ভুলক্রমে কোথায় আসিতে কোথায় এসেছি? ওগো বৃন্দাবনে নিরানন্দ নাই, এখানে দেখি, তাহার সকলই বিপরীত। কমলে না বসে অলি, ময়ূরে না করে কেলি। আর দেখি—

ধূয়া।

ডালে বসে কান্দে পাখী।
মুদিত করে দুটী আঁখি॥

কথা।

তখন নন্দালয়ের বহির্দ্বারে জনমানব নাই দেখে নারদ বল্‌ছেন, এ সেই বৃন্দাবনই বটে, আ মরি মরি! যে স্থানে আশা ক'রে দেবদেব মহাদেব ও

যোগিগণ এবং সিদ্ধ ঋষি আদি নিরন্তর যোগাসনে ব'সে ধ্যান করিতেন, বৃন্দাবন আনন্দ-উৎসবে পরিপূর্ণ ছিল, কৃষ্ণ-বিহনে এক্ষণে সেই বৃন্দাবন রোদনে পরিপূর্ণ হয়েছে। আর দেখ, শারী শুক নয়ন মুদিত ক'রে রোদন করিতেছে। তখন—

নারদ। শারী শুক! তোমরা নয়ন মেল।

শুক। নয়ন মেলে কি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব? কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্য রূপ দেখ্‌ব না; কৃষ্ণকথা ভিন্ন অন্য কথা শুন্‌ব না।

শারী। তুমি কি প্রকারে জান্‌লে যে কৃষ্ণ এসেন নাই?

শুক। আমি জেনেছি। যদি মোদের।

ধূয়া।

কৃষ্ণ আস বেন বৃন্দাবনে।
তবে প্রাণ শীতল হয় না কেনে?

কথা।

তখন দেবর্ষি পুনরায় ডাকিতে লাগিলেন।

দেবর্ষি। শুক! নয়ন মেল।

শুক। ঠাকুর আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে?

দেবর্ষি। তোমরা যে নয়ন মুদ্রিত ক'রে রোদন কর্‌ছ, তাহার কারণ কি?

শুক। আর কি বলিব।

ধূয়া।

বলিব কি আর তোমার ঠাঞী।
যার ব্রজ—সে ব্রজে নাই॥

গীত।

যার সুখে ছিলাম সুখী, আমরা ব্রজের পশু পাখী।
সে সুখ হারায়ে আমরা সবে হয়েছি অসুখী॥
আর কি সে সুখ আছে ব্রজে, ব্রজের [illegible] নাইক ব্রজে,
ল'য়ে গেছে ব্রজরাজে, মিছে প্রা[illegible] দেহে রাখি
বৃন্দাবন শূন্য ক'রে গেছেন বনমালী,
না হেরে ত্রিভঙ্গ অঙ্গ, ধূলায় পড়ে অলি;—
না শুনে তার বেণু রব, নীরবে রয়েছে সব,
বিনে সেই প্রাণের কেশব, সবে হয়েছি অসুখী॥
জলধর বিনে চক্ষে, জল নাহি ধরে,
সহিতে না পারি কৃষ্ণের বিরহ অন্তরে;—
একি মোদের কপাল মন্দ, হারাইলাম প্রাণ গোবিন্দ,
বিনে সেই পরমানন্দ নিরানন্দ হ'য়ে থাকি॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ করে দেবর্ষি কহিতেছেন, তোমাদের চিন্তা নাই, দুঃখের শেষ হইয়াছে; অদ্য, কল্য, পরশু, এই তিন দিবসের মধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন পাবে। এই কথা ব'লে নন্দের অন্তঃপুরে গমন ক'রে দেখেন, নন্দ যশোদা ধূলাতে শয়ন, শ্বাসহীন দোঁহার নাইক চেতন, তখন নারদ ভাব্‌লেন, ইহাদের প্রাণবিয়োগ হয়েছে।

ধূয়া।

যে দিন কৃষ্ণ গেছে ব্রজ হ'তে।
রাণী প্রাণ ত্যেজেছে তাঁর শোকেতে॥

পয়ার

অন্তরে ভাবিয়া মুনি যুক্তি কৈল সার।
কৃষ্ণনাম বিনা রাণীর ঔষধি নাহি আর॥
বীণাতে মিশায়ে তান মধুর সুস্বরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নারদ গান করে॥
সুধামৃত কৃষ্ণগীত নামের মাধুরী।
প্রবেশিল শ্রুতিমূলে স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধরি॥

ঐ কৃষ্ণনাম কর্ণকুহরে প্রবেশমাত্র রাণী চৈতন্যপ্রাপ্ত হ'য়ে বলিতেছেন, কে রে গোপাল এলি? আয়—আয় বাছা, আমার কোলে আয়।

তখন নারদ মনে মনে বল্‌ছেন, এ দেখি ভাল কর্‌তে এসে মন্দ হ'য়ে পড়্‌ল। এখন যদি বলি, আমি কৃষ্ণ নই নারদ, তা হ'লে রাণী এখনই প্রাণত্যাগ করিবেন। এই বিবেচনা করে নারদ লুক্কায়িত হলেন। রাণী পুনরায় ডাক্‌তে লাগিলেন।

গীত।

রাগিণী—পরজ। তাল—ঠেকা।

কে এলি আমার রতন-মণি, বুঝি মনে পড়েছে দুঃখিনী।
এ মাতা পাশরে ছিলি পেয়ে মাতা দেবকিনী॥
কিঞ্চিৎ নবনীর তরে, আমি বেঁধেছিলাম তোরে,
তাইতে কি ত্যজে আমারে, কার মাকে বল্‌লি জননী।
ধর্ম্ম মাতা পিতা ব'লেছিলি মথুরাতে,
পরের মাকে মা বলিলি মরি ওই দুঃখেতে;—

মনে বুঝ্‌লি ননী দিবে, পিতা বল্‌লে বসুদেবে,
সে নবনী কোথা পাবে, ওই দেখ রেখেছি ননি।
গোচারণ ভয়ে কি তোর এসব আচরণ,
নন্দের বাধা এত ভারি হ'ল রে এখন ;—
কুপুত্র হইলে তুমি, কুমাতা হব না আমি,
সূদন কয় কি বল রাণী, কোথায় তোমার নীলমণি।

কথা।

তখন নন্দ কহিতেছেন, পাগলিনি! তুমি কাকে ডাকিতেছ? কৃষ্ণ কি এসেছে, তার কি আমাদের কথা মনে আছে? সে যদি—

ধুয়া।

আমাদেরই পুত্র হ'ত।
তবে মৃত্যুকালে এসে দেখা দিত॥

যশোদা। কে এমন বান্ধব আছ, মৃত্যুকালে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইলে, এস আমি বর দেই।

নারদ। মা, এই বর দেও, আপনি উঠে বসুন। আমি তোমার কৃষ্ণ নই, আমি নারদ মুনি।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে যশোদা বল্‌ছেন ;—

গীত।

রাগিণী—কানাড়া। তাল—ঠা একতালা।

নারদ রে কেনই বা এখানে এলি রে।
এলি এলি রে ও তোর বীণা কেনে বাজাইলি রে॥

ও তোর বীণা-ধ্বনি শুনে কানে,
কৃষ্ণের বেণুর রব পড়্‌ল মনে রে,
নারদ তুই এসে এই করিলি,
আমার নেবা অনল জ্বালাইলি রে।

কথা।

যশোদা। [পুনর্ব্বার] কে, নারদ এলি। নারদ! আমার কি উঠ্‌বার শক্তি আছে ?

যে হ'তে গিয়েছে হরি।
আমি বসিলে উঠিতে নারি॥

নারদ। [হস্ত ধরে উঠাইয়া] মা রোদন সম্বরণ কর, তোমার কৃষ্ণ শীঘ্র আসিবেন।

যশোদা। নারদ,

যে দিবস গোপাল গেল ব্রজ হ'তে।
ক্ষীর সর নবনী ল'য়ে দাঁড়াইলাম পথে॥
কৃষ্ণ কহেন মা ত আমি করিলাম গমন।
ক্ষীর সর রাখ আসি করিব ভোজন॥

সেই মাখন আমি যত্নপূর্ব্বক শিকায় তুলে রেখেছি; কৃষ্ণ এসে ভোজন না কর্‌লে আমি খেতে পারি না; আমি সেই হ'তে উপবাসী আছি। যদি আমার কথা মনে করে কৃষ্ণ ফিরে ব্রজে আসেন তবে—

ধূয়।

ওই মাখন তার বদনে দিব।
তবে শেষে আমি কিছু খাব॥

গীত।

রাগিণী—দেববিগিরি। তাল—কাওয়ালী।

আর কি পাব সে নীলমণি।
মা ব'লে আসিবে কোলে খাওয়াইব ক্ষীর ননি ॥
পেয়ে নূতন জননীরে, ভুলেছ ও দুখিনীরে,
খেদে ভাসি আঁখিনীরে হ'য়ে মণিহারা ফণী।
শ্রীদুর্গা কমলপদ, পূজিয়ে কমলদলে,
সেই নীলকমল কোলে পাইয়াছি সেই ফলে ;—
আসিবে আমার নীলকমল, হেরিব চাঁদ বদনকমল,
প্রফুল্ল হবে হৃৎকমল কমলমুখে মা বোল্ শুনি ॥
সাধনের ধন কৃষ্ণধনে হরিয়ে লইল বিধি,
পুনঃ সদয় হ'য়ে ফিরে, দিবেন আমারে সেই নিধি ;—
কৃষ্ণ গোকুলে আসিবে, মা ব'লে কোলে বসিবে,
সুখভানু প্রকাশিবে, নাশিবে দুখ রজনী ॥
যে হ'তে গিয়েছে কৃষ্ণ, ক্রূর অক্রূরের সনে,
সেই হ'তে জননী বাণী, আমি শুনি নাই শ্রবণে ;—
আছে ভুলে যদুকুলে, ভাবে না আর এ গোকুলে,
সূদন বলে শোকাকুলে, মরে জনক জননী ॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে নারদ কহিতেছেন ;—

ঋষি বলেন, যে কহিলে আর না শুনিব।

মা আমি তিন দিবসের মধ্যে কৃষ্ণ দর্শন করাব।

তখন রাণী কহিতেছেন,—

গীত।

রাগিণী—পরজ বাহার। তাল—ঢিমে কাওয়ালী।

আর কি হবে সে কপাল, আর কি ফিরে হবে সে কাল।
দেবকী দিবে কি গোপাল, চরাবে গো-পাল॥
গো-পালিতে গোপাল যাবে, গোপের গোপাল সঙ্গে লবে,
মোহন বেণু বাজাইবে, রবে ধাবে পাল॥
চঞ্চল হ'য়ে অঞ্চল ধরে, ননি দে ব'লে,
বল্‌তো মা চরণে ধরি, একবার নেও কোলে,
এখন ত্যজিয়ে কুলে, কূল পেয়েছে যদুকুল,
দ্বিজ হ'ল গোপের ছেলে, আর সে নাই রাখাল॥
আর কি দেখিতে পাব গোকুলচাঁদের চন্দ্রানন,
সাজাইব নাচাইব পাঠাইব বন ;—
সূদন কয় বুঝ নাই কার্য্য, রাখালে পেয়েছে রাজ্য ;
বাধা-বওয়া করে ত্যেজ্য, হয়েছে ভূপাল॥

কথা।

তখন দেবর্ষি নন্দরাজকে ডাকিতেছেন।

নারদ। উঠ হে নন্দরাজ!

নন্দরাজা। দেবর্ষি! মিনতি করি, আমাকে আর রাজা বলিবেন না।

গীত।

রাগিণী—সরফরদা। তাল—ঠেকা।

আর কি আমায় রাজা বল—হয়েছি দুর্ব্বল।
আর কি আছে সে ঘনশ্যাম-বল, হারায়েছি সে সম্বল।
ছেড়ে গেছে সে রাজলক্ষ্মী, পড়ে ধেনু নব লক্ষী,
এখন কেবল উপলক্ষী, অলক্ষ্মী আছেন প্রবল॥
যে হ'তে গিয়েছে কানাই, চরে না রে গাই,
ল'য়ে সকল গো-পাল কেবল, গোপালের গুণ গাই,—
খায় না তারা তৃণ বারি, কেবল মাত্র নেত্রে বারি,
কিসে দুঃখ নিবারি, যেমন বারিবিহীন মীন মরিল॥
যশোমতীর নাইকো মতি, হারায়ে মতি ;—
সদত উন্মত্তা মতি এমনি দুর্গতি ;—
নাইক ঘরে ছানা ননি, কি দিব তোমারে মুনি,
সূদন বলে যাদুমণি দেখিব কবে তাই বল॥

কথা।

চিন্তা নাই তিন দিবসের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখাব ব'লে দেবর্ষি তথা হইতে গিরি গোবর্দ্ধনের নিকটে আসিয়া দেখেন, গাভীগণ শয়ন ক'রে আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে রাখালেরা পড়ে ; সকলেরই জীর্ণশীর্ণকায়—শুষ্ককাষ্ঠের ন্যায় শ্রীহীন, দেখে দেবর্ষি বল্‌লেন, কৃষ্ণ-বিহনে ইহাদিগের প্রাণ নাই, এই ব'লে বীণার যোগে কীর্ত্তনের স্বরে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,

ধূয়া।

একবার দেখা দাও হে ঘনশ্যাম।
তোমার জন্য মরে শ্রীদাম॥

পয়ার।

কৃষ্ণ নাম শুনি পুলকিত সব দেহ।
রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে কেহ কেহ॥
কেহ বলে যেদিন হ'তে গিয়াছে কানাই।
সেইদিন হ'তে মোরা কিছুই খাই নাই॥
কেহ বলে গোঠে যেতে অনেক বেলা হ'ল।
গাভীগণ তোমা পানে চাহিয়া রহিল॥
কেহ বলে চলিতে চরণ হৈল ভারি।
কেহ বলে আয় রে তোরে লব কান্ধে করি॥

তখন শ্রীদাম কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—একতালা।

দেখা দে কানাই, মনে কি কিছু নাই।
মনে ভাবি ম'রেছিলাম, ম'রে ত মরি নাই॥
যখন মোরা ম'রে থাকি, হৃদয়ে তোমাকে দেখি;
চেতন পেলে দেও রে ফাঁকি, কিছু দয়া তোমাতে নাই॥
আমরা রে এই দ্বাদশ গোপাল ত্যজেছি গোপাল,
বিনা পিতা নন্দের গোপাল, মরে যে গোপাল;—
যখন রাণী ডাকে গোপাল হাম্বারবে ডাকে গো-পাল,
একবার এসে দেখ রে গোপাল, তৃণ বারি খায় না গাভী॥

আমরা এ প্রাণ নারি ধর্‌তে হলেম যে হত্যে,
মাতৃহত্যে পিতৃহত্যে আর গো-হত্যে,
হলি এত পাপের ভাগী, কিছুতে ভয় নাইক দেখি,
সূদন কয় নূতন কিছু নয়, বরাবরি দেখিতে পাই ॥

কথা ।

এইরূপ ব'লে বালকগণ পুনরায় অচৈতন্য হ'য়ে পড়্‌ল দেখে দেবর্ষি যমুনার তীরে গিয়া দেখেন, যমুনার জল হইতে ধুম নির্গত হইতেছে। ঋষি মনে মনে ভাব্‌ছেন, আর বল্‌ছেন, এ কি অসম্ভব, যমুনায় বাড়বানল প্রকাশ হচ্ছে না কি ? কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ দূর গিয়া দেখেন, কোন কোন গোপিনী ত্রস্ত হ'য়ে যমুনায় গিয়া অঞ্জলিবদ্ধ জল গাত্রে দিতেছেন আর বল্‌ছেন ;—

সুর ।

প্রাণ কি সুখে আর তুমি রও।
(কৃষ্ণ ব'লে) দেহ হইতে বাহির হ'য়ে যাও ॥

কথা।

দেবর্ষি আরও দেখ্‌ছেন, কোন কোন গোপিনী অঞ্চলে বারি বন্ধন-পূর্ব্বক শ্রীরাধিকার গাত্রে সিঞ্চন করিতেছেন।

আরও দেখেন—

ধূয়া ।

যমুনায় দিতে ঝাঁপ।
(তাইতে) যমুনায় উঠিছে তাপ ॥

আরও কোন কোন গোপিনী বলিতেছেন ;—

সুর।

কৃষ্ণ কেমন অনল জ্বেলে দিলে।
জলে গেলে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে॥

কোন কোন গোপিনী বল্‌ছেন ;—

ধূয়া।

এই শূন্যপথে এসে হরি,
বাঁচাও তোমার রাই কিশোরী।

কথা।

এই ব'লে গোপিনীরা শ্রীরাধিকার গাত্রে চন্দন লেপন ক'রে কমল-দলোপরি শোয়াইলেন ; তাতে এই হ'ল, ঐ তাপ শতগুণ হ'য়ে বেড়ে উঠ্‌ল। শ্রীরাধা ম'লাম ম'লাম ব'লে মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়্‌লেন, সখীগণ 'হা রাধা 'হা রাধা' ব'লে রোদন করিতে লাগলেন ; তখন দেবর্ষি দর্শন ক'রে বল্‌ছেন ;—

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

হায় কি না জানি, কমলে রাই কমলিনী।
কমলবদনী, হচ্ছেন কমলকামিনী॥
কিবা শোভা পদ্মপাতায়, পদ্মমুখীর দুটী পা তায়,
পদ্মলোচন যে পা মাথায় করেছেন শুনি॥
আহা মরি, উহু মরি কর্‌ছে সব লোকে,
লোকনাথ বিহনে প্যারী যায় পরলোকে ;—

ওমা কি বল্‌বে লোকে, ব্রজের বালিকা বালকে,
ঘোষণা রইল ত্রিলোকে, এই প্রেমের ধ্বনি ॥
কেহ বলে মৈল প্যারী শুনাও কৃষ্ণনাম,
কেউ বলে যে নামে ম'রে, সে নামে কি কাম ;—
সূদন কয় বিনা শ্যামবরণ, প্যারীর ত লীলা-সম্বরণ,
যে ভজে তার দুঃখে মরণ, চিরদিন শুনি ॥

সুর।

বীণাতে মিশায়ে তান মধুর সুস্বরে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নারদ গান করে।

কৃষ্ণনাম শ্রবণমাত্র শ্রীরাধিকা চৈতন্য প্রাপ্ত হ'য়ে, কহিতেছেন ;—

গীত

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল ঠেকা।

এ সময়ে কে শুনালি বীণে পুলিনে,
ফিরে কি আর বাজাবি নে।
শুনি নাই সুমধুর বীণে, সেই মধুসূদন বিনে।
বীণায় কৃষ্ণনামের ধ্বনি, বিনে কৃষ্ণ নাহি শুনি,
যে নাম শুনে পেলাম প্রাণী,
সেই কৃষ্ণ নাম কি আর বল্‌বি নে ॥
ও আমি মরি মরি আবার যে মরি,
কত সবে সই লো. বল সবে হরি ;—
যে নাম শুনিলে প্রাণ বাঁচে, সেই কৃষ্ণ কি ব্রজে আছে.
তবে কে বাঁচালে মিছে, কি কাজ বেঁচে কৃষ্ণ-বিনে ॥

এই ত কৃষ্ণ পেয়েছিলাম পেয়ে অতি কষ্ট,
এমন সময়ে কেবা বীণায় বল্‌লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ;—
বীণায় শুনি কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ পাওয়ায় হলেম বাম,
সূদন বলে এমনি নাম, ম'লে বাঁচে ধ্বনি শুনে।

কথা।

এই এই প্রকার অবস্থা দর্শন ক'রে দেবর্ষির দুনয়নে দর-দরিত ধারা পতিত হইতে লাগিল।

তান।

কান্দিতে কান্দিতে ঋষি গমন করিল ;
দ্বারকানগরে গিয়া উপনীত হৈল ॥

বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে দেবর্ষি দ্বারকাপুরী প্রবেশ করিলেন।

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—কাওয়ালী।

বিফলে দিন যায় রে বীণে।
শ্রীহরির সাধনা বিনে, অসার খলু সংসারে,
সারাৎসার নাম শুনাবি নে।
বৃথা গুনগুন রবে, কি গুণ গাও সগৌরবে,
নির্গুণে আর কে তারিবে, গুণাতীত গুণী বিনে।
শতদলদলগত চঞ্চল যেন জীবনে,
কখন আছি কখন নাই রে, কায়াতে আর জীবনে ;—

কত কাল আর ভবে র'ব, কালে করিয়া নীরব,
এই বেলা ছেড়ে কুরব, মজ কৃষ্ণের গুণগানে ॥
জান' বীণে অনুরাগ, জান' কত রাগিণী রাগ,
ভক্তি-রাগে যুক্ত কর, রাগে যেন ঘটে বিরাগ ;—
মূল কথা শোন মন দিয়ে, মূল মন্ত্র মিশাইয়ে,
মূলতানে আলাপ করিয়ে, মজ বিশ্বমূল-তানে ॥
দীপক বাসনা জ্বলে, যেন জ্বলে প্রেমানলে,
নির্ব্বাণে পাইবে মুক্তি মল্লারে আনহ জলে ;—
ত্যজিয়ে মনের ভ্রান্তি, মিশাইয়ে জয়জয়ন্তী
যখন জয় জলদকান্তি, জয় হবে যম নিদানে ॥

কথা।

দ্বারকার সিংহাসন সুবর্ণময়, তাতে আবার হীরকাদি নানা রত্নে জড়িত, তদুপরি কুশাসন প্রসারিত, তদুপরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব'সে আছেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন ; দেখে—

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন—দেবর্ষি, আসুন।

নারদ। [প্রণামপূর্ব্বক] আসার প্রয়োজন কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, আজ এত মন ভারি-ভারি দেখি কেন ?

নারদ। সে সকলেরই কারণ আপনি। আপনি যেরূপ রাখেন, সেইরূপ থাকি। দুঃখ দিলে দুঃখ পাই, সুখে রাখিলে সুখী হই।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন—কেন ? আমি তোমাকে কি দুঃখ দিয়াছি ?

নারদ। আপনি যে দুঃখ দিয়েছেন, তাতে আপনার কাছে আসিতে ইচ্ছা হয় না। আপনি যে শরণাগতমর্দ্দন, তা আমি পদে পদে চারি পদে দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ পাগল হয়েছ নাকি? পদে পদে বার-দুই-চারি বলিলে যে?

নারদ। ঠাকুর অন্যায় বলি নাই, চারিবার বলিয়াছি, কিন্তু তিনবার দেখিয়াছি, একবার বাকী তাও দেখিতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি দেখেছ কি?

নারদ। আমি প্রায় দেখেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই ভেঙ্গেই কেন বল না।

নারদ। ঠাকুর বল্‌তে চাই, কিন্তু শঙ্কা করি, পাছে আপনি ক্রুদ্ধ হন।

পাছে ক্রুদ্ধ হ'য়ে দীনহীনে।
স্থান না দেও শ্রীচরণে॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, কিছু চিন্তা নাই, তুমি বল।

নারদ। ঠাকুর! অগ্রে বলি আপনি সত্যযুগে বামন রূপে জন্ম ল'য়ে মাতা অদিতি ও পিতা কশ্যপকে বলির যজ্ঞে যাই ব'লে গিয়া পুনরায় আর ফিরে আইসেন নাই। আপনার জন্য তাঁহারা কতই যে কেন্দেছেন, বোধ করি, তাহা বিস্মরণ হন নাই। এই একবার।

আর ত্রেতাযুগে রামরূপে দশরথের ঘরে রাণী কৌশল্যার উদরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাধ ক'রে আপনার নাম রেখেছিলেন রাম; ঐ রাম ব'লে ডাকিলে অঙ্গ শীতল হ'ত। দশরথ রাম ভিন্ন কিছুই জানিতেন না। অতএব শ্রীহরি! আশা করেছিলেন; পুত্র হ'ল এবং পৌত্র হবে, পুত্র পৌত্র ল'য়ে সুখে বসবাস কর্‌ব। শেষে সেই দশরথ

ধূয়া।

এমনি গুণের গুণমণি।
কেন্দে অন্ধ হ'ল কৌশল্যা রাণী।

এই হ'ল দুইবার।

এখন দ্বাপর যুগে জাগ্রত দুই বর্ত্তমান। দেখুন ঠাকুর! আপনি ভূভার হরণ জন্য বসুদেব ও দেবকীর পূণ্যে তথায় জন্মগ্রহণ ক'রে, নন্দ ও যশোদার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ। [ঐ সভায় বসুদেব বসেছিলেন, তাঁহাকে দর্শাইয়া বল্‌লেন] ঐ যে ঠাকুরটী ব'সে আছেন, তাঁর বক্ষঃস্থলে, বৃহৎ আকারের দুই খণ্ড প্রস্তর [এই কথা বল্‌তে বল্‌তে মুখে আর হাসি ধরে না] চাপা দিয়া কারাগারে রেখেছিল; দ্বাদশ দিবস অন্তে একবার বাহির কর্‌ত। এই তিন বার।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে ঠাকুর, লজ্জাতে মস্তক হেঁট ক'রে রহিলেন।

নারদ। ঠাকুর হেঁট মস্তকে রইলেন যে, লজ্জা হ'ল নাকি? আরও বল্‌তে বাকি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। বল, সেটুকু আর বাকি রাখ্‌বার আবশ্যক নাই।

নারদ। যে নিমিত্ত এত কথা বল্‌লাম, এখন সেইটুকুই বাকী আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। নির্ভয়ে বল।

নারদ। তোমার ব্রজলীলা তাহা আমি জানি; যখন যশোদা গৃহ-কর্ম্ম কর্‌তেন, তুমি গিয়ে ননী চাহিতে, তখন তোমার সেই মাতা তোমাকে করাঘাত ক'রে দূরে নিক্ষেপ কর্‌তেন; তুমি ধূলায় প'ড়ে কাঁদ্‌তে আর বল্‌তে মা ননী দাও, লও কোলে। সেই নন্দরাণীর যে দুর্দ্দশা হয়েছে, তা আমি একমুখে বল্‌তে পারি না।

ধূয়া।

ঠাকুর যে হয় তোমার অনুগত।
তুমি তারে কাঁদাও অবিরত॥

কথা।

নারদ। ঠাকুর! আমি সর্ব্বত্রগামী—সর্ব্বস্থানে যাতায়াত করি। কিন্তু যে স্থানে যাই, সেই স্থানেই তোমার নিন্দা শুন্‌তে পাই।

শ্রীকৃষ্ণ। কি নিন্দা?

নারদ। সকল দেবতারা বলেন, কৃষ্ণ এত বড় রাজা হয়েছেন, তাঁহার যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, হোম নাই। এ কথাও ত মিথ্যা নয়!

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষি, কি প্রকার যজ্ঞ—কোথায় কর্‌ব?

নারদ। আগামী কল্য সূর্য্যগ্রহণ, অতএব ঐ দিনে প্রভাস-নদীর তীরে কোন যজ্ঞ কর্‌লেই হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। কল্য কি প্রকারে হ'তে পারে? কোন উদ্‌যোগ নাই, সদ্য সদ্য হ'তে পারে না।

নারদ। তার অপেক্ষা কি? দাসগণকেই অনুমতি কর্‌লেই আয়োজন হবে। নিমন্ত্রণের ভার আমার প্রতি রৈল, কোথা কোথা যেতে হবে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবলোক, ভূলোক, ভবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক আর ঋষিগণ, মুনিগণ ইত্যাদি।

তখন নারদ মনে মনে বল্‌ছেন যে, ঠাকুর সকলকার কথা কহিলেন, ব্রজের কথা ত কহিলেন না, আমিও কিছু কহিলাম না। এই ব'লে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধূলা ল'য়ে যাত্রা করিলেন।

তখন নারদ—

ধূয়া।

ঢলিয়া ঢলিয়া যায়।
মুখে কৃষ্ণ-গুণ গায়॥

আরও বীণাকে কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—ঠেকা।

হরি পা বিনে হরি ত পাবি নে, শুন রে অবোধ বীণে।
তবে কেন জেনে-শুনে শুন না শুনাও না বীণে॥
আমি ভাবি পরপারে,
ভাবনা যে যাবে পারে,
ভাবিলে পরে কি ভাবনা পারে,
আমি বলি পারি পারি,
তোমার ত নাই পারাপারি,
তাইতে তোমারে না পারি,
পার্‌বি নে কি পারাবি নে॥
তুমি মিশেছ আকরে, কর যদি রে মনে ক'রে,
তোমায় ল'য়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'রে, (বীণে)
যখন এসে বান্ধিবে করে,
বেন্ধে বল্‌বে দে রে করে,
সূদন কয় কি কর্‌বে,
তখন আর ত পার পাবি নে।

কথা ।

তখন নারদ ঋষি, প্রথমে কৈলাসে উপস্থিত হ'য়ে দর্শন করিতে লাগিলেন।

কিবা রজত-শৈলসমশুভ্রাঙ্গ, ললাটে শশী-শোভিত, কণ্ঠে ফণি-ভূষিত, মস্তকে জটাজুট—তন্মধ্যে মকরবাহিনী সুরধুনী ভীষ্মজননী গঙ্গা কুলকুল ধ্বনি করিতেছেন, হস্তে ত্রিশূল পিনাক ডমরু ডং ডং ডডং ডং শব্দ হইতেছে, নন্দী-ভৃঙ্গীর বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্ শব্দে গালবাদ্য কক্ষবাদ্য হইতেছে, তাতে আবার শৈলসুতা পার্ব্বতী শোভা পাইতেছেন। দেবর্ষি এইরূপ দর্শন ক'রে অঞ্জলিবদ্ধপূর্ব্বক গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিলেন।

তখন পার্ব্বতীকে দর্শন ক'রে দেবর্ষি কহিতেছেন ;—

গীত ।

রাগিণী—সোহিনী । তাল—মধ্যমান ।

ভবদারা ভবে তারা নাম শুনি তোমার ।
তাইতে এবার দিয়াছি ভার তার, তার না তার ॥
মায়াখণ্ডভাণ্ডোদরী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিকা ।
কে জানে তোমারে তুমি কালিকা রাধিকা ॥
গোলোকে সর্ব্বমঙ্গলা, ব্রজে কাত্যায়নী ।
কাশীতে মা অন্নপূর্ণা অনন্তরূপিণী ॥
তুমি সৃষ্টি স্থিতি লয় মা, তুমি স্বর্গ মর্ত্ত ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি পঞ্চতত্ত্ব ॥
ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি গো সাকার ।
পঞ্চে পঞ্চ লয় হ'লে তুমি নিরাকার ॥

তুমি গো মা আগম-তন্ত্র, তুমি বেদমাতা।
কে জানে তোমারে তুমি দেবের দেবতা॥
ঘটে ঘটে সর্ব্বঘটে আছ গো আপনি।
মূলাধার কমলে মা গো, শিবের কামিনী॥
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম সাধিষ্ঠান।
ষড়দলপদ্ম আছে তথায় অধিষ্ঠান॥
চতুর্দ্দলে আছ তুমি কুলকুণ্ডলিনী।
ষড়দল পদ্মে সিংহাসনে মা আপনি॥
তদূর্দ্ধে নাভিস্থল মা শ্রদ্ধা-সরোবর।
রক্তবর্ণ পদ্ম আছে তাহার ভিতর॥
পাদপদ্ম দিয়া যদি সে পদ্ম প্রকাশ।
হৃদে আছে বিভাবরীতিমিরবিনাশ॥
তদূর্দ্ধে স্থান তার হৃদিস্থল কয়।
নীলবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম যে তথায়॥
সুষুম্নার পথ ক্রমে এস গো জননী।
কমলে কমলে এস কমলকামিনী॥
তদূর্দ্ধে আছে স্থান মা নাম কণ্ঠস্থল।
ধূম্রবর্ণ পদ্ম আছে হ'য়ে ষোড়শদল॥
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বর আকাশ।
সে আকাশ রুদ্ধ হ'লে সকলি আকাশ॥
তদূর্দ্ধে ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম।
সেই পদ্মে থাকে মন হইয়া আবদ্ধ।

মন যে শুনে না আমার মন ভাল নয়।
দ্বিদলে বসে কু-রঙ্গ করিছে সদায়॥
তদূর্দ্ধে মস্তকে স্থান মা অতি মনোহর।
সহস্রদল পদ্ম আছে তাহার ভিতর॥
তথায় পরম শিব আছেন আপনি।
সেই শিবের স্থানে আসিবে শিবে গো আপনি॥
তুমি গো মা দশেন্দ্রিয় জিতেন্দ্রিয়া নারী।
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্রকুমারী॥
হরশক্তি হর শক্তি সূদনের এই বার।
যেন না আসিতে হয় মা এ ভব-সংসার॥

কথা।

এই প্রকার স্তব-গান ক'রে দেবর্ষি কহিতেছেন, মা আপনকার দিগের নিমন্ত্রণ। আগামী কল্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসে যজ্ঞ করিবেন।

পরে সুরলোক, ব্রহ্মলোক আদি ক'রে স্বর্গরাজ্যের সমস্ত নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপরে মর্ত্তলোকে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি সকল স্থানে নিমন্ত্রণ ক'রে অবিলম্বে বীণাযন্ত্রযোগে হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন।

গীত।

রাগিণী—মঙ্গল-বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

বীণে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী
হরি ব'লে পারে চল।

বীণায় বল হরিধ্বনি শমন পালাবে আপনি,
কালনিবারণ চিন্তামণি
প্রহ্লাদ হরি ব'লেছিল ॥
শুনেছি পুরাণে বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষ ফলে,
অজামিল তরিল হেলে
নারায়ণ বলেছিল ।
সূদন বলে কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দী হলাম,
(এখন) গুরুপদ না ভজিলাম
আসা-যাওয়া সার হ'ল ॥

নারদ। প্রভু! আমি ত সব নিমন্ত্রণ ক'রে এলাম। দেখুন দেখি, হয়েছে কি না।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার নিমন্ত্রণে কি আবার বাকী?

নারদ। অনেক লোকের আগমন হবে, যদি কোন স্থানে বক্রী থাকে, তবে আমার অপবাদ হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবগণ ঋষিগণ হয়েছে?

নারদ। আজ্ঞা হাঁ হয়েছে।

নারদ দেখিলেন, তথাচ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজের কথা বলিলেন না। তখন পুনরায় নারদ ঠাকুর বলিলেন, এক্ষণে আমি স্বস্থানে গমন করি?

শ্রীকৃষ্ণ। তথাস্তু।

তখন নারদ গমন করিতেছেন আর মনে মনে যুক্তি করিতেছেন, যে ব্রজে ব'লে এলাম, তিন দিবসের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখাইব। ঠাকুর ত সে কথার কিছুই বলিলেন না। ভাল, আর একবার গিয়া ও কথাটা জিজ্ঞাসা

ক'রে আসি। এইরূপে নারদ পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত। দেখিয়া—

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ আবার যে ফিরে এলে?

নারদ। খুব স্মরণ ক'রে দেখুন, যে আর কোথাও বাকী আছে কি না?

শ্রীকৃষ্ণ। সকলি হয়েছে।

ব্রজের কথা বলেন না। তখন ঋষি রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবলোকন ক'রে দেখেন, নারদের নেত্রে বারি পতিত হইতেছে; তখন ডেকে—

শ্রীকৃষ্ণ। নারদ, হেতা এস।

নারদ। ঠাকুর! আমি আর আস্‌ব না, বা কোথাও আর যেতেও পার্‌ব না। আর এ যজ্ঞও আমার দেখা হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ। আবার হ'ল কি! আস্‌বে না কেন?

নারদ। আমি আর বল্‌ব কি, ঠাকুর? তোমার যেমন স্মরণ, তেমনি পাশরণ! তোমা চেয়ে পুণ্যবান্ আর নাই, এবং তোমা চেয়ে মহাপাতকীও আর নাই। ঠাকুর, তোমার পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে আর কেউ কখন যাগ যজ্ঞ করেছিল? না কেবল পরের বাড়ীতে যজ্ঞ খেয়ে খেয়ে এসেছ, সে সমস্তে সকলের অগ্রভাগ। যদি বা ভাগ্যগুণে যজ্ঞ কর্‌ছ, তার স্থূলে ভুল।

শ্রীকৃষ্ণ। স্থূলে ভুল কিসে হ'ল?

নারদ। সর্ব্বে যজ্ঞ করে করি' তোমারে কামনা।
তুমি যজ্ঞ ক'রে কর্‌বে কার আরাধনা।
তুমি হরি যজ্ঞ কর, ব্রজবাসীর জন্যে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডিতে পার, তাই এল না মনে॥

ও ঠাকুর। তোমার—

ধূয়া।

সঙ্কল্পেতে ত্রুটি হ'ল।

এই যজ্ঞের ফল কি পাবে বল॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে,

শ্রীকৃষ্ণ। ঋষি, তুমি ব্রজে গিয়াছিলে?

নারদ। আজ্ঞা হাঁ, আমি ব্রজে গিয়াছিলাম। তাদের—

ধূয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে নয়ন গেছে।

তোমায় দেখ্‌বে ব'লে প্রাণ আছে॥

নারদ পুনরায় বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

গোকুলের সে দীপ কোন্ দীপ ছিল না যে দীপ,
অন্ধকার কর্‌ছে সে দ্বীপ নিবাইয়ে দীপ।
তাদের ত জ্ঞান নাই দ্বীপাদ্বীপ,
হারায়েছে ব্রজের প্রদীপ,
আমি গো হলেম অপ্রতিভ,
তারা দিনে চায় প্রদীপ।
অন্ধকার করেছ গোকুল নাইক দিবাকর,
কেবল শ্রীরাধারে মদন রয়েছে দিবা কর

তুমি হ'লে স্থানান্তর, তারা হ'ল প্রাণান্তর,
কেনে হ'লে দ্বীপান্তর, তাদের ক'রে নিষ্প্রদীপ ॥
বাঁশীতে গাইতে যার নাম জয় রাধে জয় রাধে,
এখন ত্যজিলে সে রাধে. কি অপরাধে ;—
সূদন বলে শুন ঋষি, এখন আর থাক্‌বে না বাঁশী,
করঙ্গধারী সন্ন্যাসী, হবেন নবদ্বীপ ॥

নারদ পুনর্ব্বার কহিতেছেন ;

গীত।

রাগিণী—পরজ বাহার। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

হায় কি করিলে।
গোকুলেতে তুমি যারে ডাক্‌তে মা বলে,
সে কান্দে আজ ধূলায় প'ড়ে শ্রীকৃষ্ণ ব'লে।
অঞ্চলে বান্ধিয়া ননী, বলে কোথা রে নীলমণি,
শুন্‌লে তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
পাষাণ যে পাষাণ গলে ॥
শিশুকালে লালন পালন ক'রে থাকে মায়,
জননীর মত দয়া দেখ্‌তে না যায়,
সময়ে পেলে, কার বা ছেলে কা কস্য পরিবেদনা,
দেখিতেছি তাই তোমা হ'তে,
মা বলে সেই মা চিন্‌লে না ;—
মা পেয়ে মা দেবকীরে, ভুলেছ মা যশোদারে,
সূদন কয় কান্দায় গো তারে, যারে মা বলে।

কথা।

দেবর্ষি আবার কহিতেছেন, কৃষ্ণ হে, তোমার মায়া-দয়া কিছুমাত্র নাই, তোমার সখা শ্রীদাম-আদির যেরূপ দুর্দ্দশা দেখে এলেম, তা শ্রবণ কর।

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা তেতালা।

ডাক্‌লে কথা কয় না কারু সনে।
গোচারণে ধেনু সনে, অচেতনে আছে নিরশনে॥
বারেক চৈতন্য পেলে
একবার একবার কেঁদে বলে,
আয় রে গোপাল আয় রে কোলে,
বারিধারা বহে দুনয়নে॥
কেও যদি কয় কৃষ্ণকথা, অম্‌নি কয় কথা,
সে নয় কোন কাজের কথা, পাগলের কথা;—
দেখে আমি এলেম ফিরে,
তুমি যদি না যাও ফিরে,
পড়্‌বে তারা বিষম ফেরে,
সূদন বলে বাঁচ্‌বে না ক প্রাণে॥

কথা।

নারদ। ঠাকুর, আস্‌বার সময় দেখ্‌লাম, গোপিনীরা শ্রীরাধিকাকে ল'য়ে সকলে রোদন কর্‌ছে। আহা! রাধিকার যেরূপ অবস্থা, তা বল্‌তে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে। তাহার ধমনী নাই, স্পন্দহীন হয়েছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেবর্ষি! রাজনন্দিনী বেঁচে আছেন ত?

নারদ। তিনি মরেছেন তাও বলিতে পারি না; কেন না তাঁহার চক্ষের প্রান্তভাগ দিয়া কণিকা মাত্র বারি নির্গত হ'তে দেখেছি। তাইতে বলি, তিনি মরেন নাই এবং বেঁচেও নাই।

ধূয়া।

কেবল মাত্র বেঁচে আছে।
ও তাঁর দশেন্দ্রিয় ছেড়ে গেছে॥

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

তীরে নীরে রেখে শ্রীরাধারে।
বলে কোথা কর্ণধার রে।
সখীগণ কাঁন্দিছে ধারে ধারে॥
কেউ বলে হইল সময়, এ সময়ে কোথা রসময়,
এসে দেখা দেও এ সময়,
পেয়ে সময়, একি বাদ সাধ রে।
হইয়ে প্রসন্ন শূন্যপথে এস শ্যাম,
স্বর্ণময়ীর জীবনশূন্য দেখ গুণধাম,
কেউ বলে আর কেন ডাক,
রাই শ্রবণে ঐ নাম ডাক,
প্যারীর ত পরকাল রাখ,
এই কাল ত গেল ধারে ধারে।

এস করি অন্তর্জলি কোন তরুণী,
কর বৈতরণী যাতে পাবে তরণী,
সূদন কয় শুন তরুণী,
নাই যার চরণ বৈ তরণী,
তার কেন আর বৈতরণী,
যে তারে সেই পড়ে ঐ ধারে ॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, দেবর্ষি! আর বিলম্বে কার্য্য নাই, সত্বর বৃন্দাবনে গমন কর।

পয়ার।

পিতাকে কহিও আমার কুশল সমাচার।
উদ্দেশেতে শিরে পদ লইলাম তাঁহার ॥
মাতাকে কহিও আমার এই নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে এসে দেন চরণ দর্শন ॥
আমি রাজা হ'য়ে যদি বসি রাজপাটে।
তথাচ তাঁহাদের আমি পুত্র ত বটে ॥
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আছে ভূমণ্ডলে।
নন্দ যশোদার পুত্র বলিবে সকলে ॥

আমি—

ধূয়া।

যদি রাজাধিরাজ হই মানী।

পয়ার।

শ্রীদাম সুদাম মোর খেলিবার সাথী।
মধুর বচনে সবায় কহিও আরতি ॥
আর কিছু ব'ল সখা শ্রীদামের কাছে।
যাইতে হইবে তোমায় কানাইয়ের কাছে ॥

যদি—

ধূয়া।

কাঁদে শ্রীদাম কানাই ব'লে।
আমায় ভেবে তাকে লইও কোলে ॥

পয়ার।

তথা হইতে যাবে তুমি নিকুঞ্জ-কুটিরে।
প্রভাস-তীর্থের কথা কহিও রাধারে ॥
যদি আমি রাজা হ'য়ে আছি রাজপাটে।
তবু হই শ্রীরাধার নিজ দাস বটে ॥
(আর বলিবে) আমায় যখন পড়ে মনে।
যেন চেয়ে দেখেন রাই চরণ পানে ॥
অতএব আমি রাধার চরণে বাঁধা আছি।

ও তাঁর—

ধূয়া।

চরণের মাঝে মাঝে।
শ্যামনামটী লেখা আছে ॥

গীত।

রাগিণী—দেবগিরি। তাল—কাওয়ালী।

সামান্যে কি রাধারে পায়,
বিনা আরাধনে কি পায়।
ভক্তিভাবে ডাকিলে পায়,
মুক্তি শক্তি আছে যার পায়॥
ত্যজে বিষয়-বাসনা,
বশ করিয়ে বাসনা,
করিলে তার উপাসনা
হৃদিপদ্মাসনেতে পায়॥
রাধা আকাঙ্ক্ষিত হ'য়ে
ত্যজিলাম গোলোক অধিকার,
গোকুলে গোপবাদ নিলাম,
পরিচয় কি দি অধিক আর;
কাননে করি গোচারণ,
করে কৈলাস শৈলধারণ,
সূদন বলে রাধার কারণ,
বাঁধা সে নফর নন্দের পায়॥

কথা।

তখন ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে দেবর্ষি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হ'য়ে, শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি মস্তকে ধারণ ক'রে, বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

গীত।

রাগিণী—দেবগিরি। তাল—কাওয়ালী।

শোন রে বীণে, কি শুন্‌বি নে॥

মোরে নাম কি শুনাবি নে।

ছেড়ে কুবোল সদাই কেবল

হরিবোল বিনে বল্‌বি নে॥

যখন বন্ধন কর্‌বে তারে, তারে-তারে ডাক্‌বি তাঁরে,

জান না ভব দুস্তারে কে তারে আর তিনি বিনে ;—

যতন ক'রে বীণে তোরে, রেখেছি এই করে ক'রে,

চিন্‌লি নে সেই বেণুকরে, যে দীনেরে কৃপা করে,

যাঁরে ধ্যানে না পায় ভব, বীণে যদি তাঁরে ভাব,

সূদন বলে তবে ভবপারে যেতে আর ভাবি নে॥

এখানে নন্দ ও যশোদা মূর্চ্ছাগতপ্রায় প'ড়ে আছেন, চৈতন্যকালীন মুনির কথা মনেতে ভাবিতেছেন। তখন—

যশোদা। গোপরাজ! আর ত এ প্রাণধারণ কর্‌তে পারি না। নারদ ব'লে গিয়াছিলেন যে, তিন দিবসের মধ্যে কৃষ্ণ দেখাব, সে কথা মিথ্যা হ'ল!

নন্দরাজ। অক্রূরমুনিও ঐরূপ বলেছিলেন, সে ত এই এক শত বৎসর হইল, ইনি তিন দিনের কথা ব'লেছেন, ইহার তিন শত বৎসর হবে। এখন ঋষিদিগের কথায় প্রত্যয় নাই।

যশোদা। আমি যে মলেম, কিন্তু একটা খেদ রহিল।

গীত।

আমি মরি যদি তাতে কিছু ক্ষতি নাই।
ব্রজে এসে কার কাছে দাঁড়াবে কানাই ॥

কথা।

অতএব গোপরাজ! কৃষ্ণ ব্রজে মা বল্‌বে কাকে, আর কৃষ্ণকে কে আর গোপাল বল্‌বে।

ধূয়া।

কোলে ক'রে কে বসাবে।
(কৃষ্ণের) চাঁদবদনে কেবা মাখন দিবে।

গীত।

রাগিণী—সুরট। তাল—কাওয়ালী।

নিল মুনি নীলমণি যেদিন।
আমার মনে হইল সেদিন
ফিরে কি আর হবে আমার সুদিন ॥
যে থাকে না তিলেক ছেড়ে,
সে আমায় গিয়েছে ছেড়ে,
জান্‌লে কি রে দিতেম ছেড়ে,
গোকুল ছেড়ে সঙ্গে যেতাম সেদিন ॥
"ওমা, যাই যাই যাই" ব'লে কারে বা সুধায় গো,
"নে রে খা রে ক্ষীর ননি" কে তারে বা কয় গো ;—
কারে বা বলে জননী, কেবা দেয় ক্ষীর নবনী,
খায় কি রে সে ক্ষীর ননি

কথা।

ঐ সময়ে দেবর্ষি সমাগত হ'য়ে বলিতেছেন,

মা, এই আমি এসেছি; মা তোমায় লইতে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে পাঠায়েছেন, প্রভাস-তীর্থ আনন্দময় ধাম, সেই ধামে কৃষ্ণ বলরাম আসিবেন। তখন—

নারদ। মা, কুরুক্ষেত্রে যেতে হবে।

যশোদা। দেবর্ষি! কুরুক্ষেত্র সেটা কি?

নারদ। মা, কুরুক্ষেত্র নামে তীর্থ।

যশোদা। কুরুক্ষেত্র গেলে কি হয়?

নারদ। মা তীর্থে গেলে ধর্ম্ম হয়।

যশোদা। আমি তীর্থক্ষেত্র কিছুই জানি না।

সুর।

আমি —

তবে তীর্থ ধর্ম্ম মানি।
যদি পাই রে আমার নীলমণি॥

কথা।

নারদ। মা, তথায় গেলে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবে, তোমার কৃষ্ণ তুমি পাবে।

যশোদা। কুরুক্ষেত্রে যাব, কোলে লব নীলমণি
বদনে চুম্বিব, আরও খেতে দিব ক্ষীরনবনী॥

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে—

নন্দ। রাণি! তুমি বৃথা যাবে, তুমি তাকে দেখ্‌তে পাবে না, তায় ননি খাওয়াবে কি, দ্বারীরা তোমাকে যেতে দিবে না।

যশোদা। যদি দ্বারিগণে আমাকে যেতে না দেয়, তবে দ্বারে দাঁড়ায়ে ডাকব, অমনি তার—

ধূয়া।

রাজবিছানা প'ড়ে র'বে।
(গোপাল আমার) কাছে এসে মাখন খাবে॥

কথা।

রাণীর ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে নন্দ বল্লেন, বটে! তবে আমিও যাব। তখন দধি দুগ্ধ ছানা ননির ভার সাজাইবার অনুমতি ক'রে কুরুক্ষেত্রে যাব ব'লে নন্দ ভেরীর শব্দ করিলেন। ব্রজবাসীরা উন্মত্তপ্রায় হ'য়ে নন্দের নিকটে উপস্থিত হইল। নন্দ সকলকে কুরুক্ষেত্রে যাইবার কথা কহিলেন।

তখন সকল রাখালকে

শ্রীদাম। শুনেছ ভাই, কাল সকলকে প্রভাসে যেতে হবে।

সুবল। কি করতে? কানায়ের সঙ্গে কি দেখা হবে।

শ্রীদাম। আমরা ত যাব। আর কহিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—ঠেকা।

চল প্রভাসে, আর কার আশে, র'ব সুখে বাসে।
বুঝিলাম কথার আভাসে,
আর কানাই এসে না এসে॥
এতদিন ছিলাম যার আশে, সে যদি নাহিক আসে,
তবে চল কানাই-নিবাসে, এ বাসে না প্রাণ বসে॥
ব্রজনাথ হইতে কি ভাই হ'ল এত ব্রজের মায়া'
এ কি মায়ায় ভুলে আছি মিছে মায়ার কেন মায়া,—

ত্রিজগৎ ভুলে যার মায়ায়,

সে ভুলে আছে কার মায়ায়,

চল গিয়ে দেখিগে মায়া, কি মায়া জানে সে দেশে,

সূদন বলে কর সজ্জা হবে না নৈরাশে ॥

পয়ার।

এখানে আইলেন কৃত্তিকা ভাগ্যবতী।

জটিলা কুটিলা ঠাক্রী মাগেন আরতি ॥

কৃত্তিকা। হাঁ গো যদি শ্রীরাধিকাকে দেও, তবে তীর্থস্থানে ল'য়ে যাই।

জটিলা। তোমার সঙ্গে যাবে তাতে ক্ষতি কি? বধূ আমার যেমন আদরের বস্তু—তোমারও তেমনি; তবে দেখিও যদি পথে—

ধূয়া।

চল্‌তে চরণ ভারি হয়।

তবে বসাবে তরুর ছায়ায় ॥

কথা।

কৃত্তিকা। ওগো রাজনন্দিনি! কুরুক্ষেত্রে যেতে জটিলার অনুমতি হয়েছে। তুমি রাজনন্দিনী কুলকামিনী, অনাথিনীর মত যাওয়া হবে না, এস তোমার বেশভূষা ক'রে দেই।

শ্রীরাধিকা। আমার আর বেশভূষায় কাজ নাই।

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঠেকা।

কি কাজ আছে দুঃখিনীর ভূষণে,
দরশনে যাইতে শ্যামের সনে।
হেথা করিলে ভূষণ কেবা দেখে কেবা শুনে।
যাব শ্যামের অন্বেষণে, যত মহিষীর সনে,
আমায় দেখে হাস্‌বে সবে বদনে দিয়ে বসনে।
হেসে বল্‌বে এই কি তোমার শ্রীরাধা রূপসী,
এসেছেন বেশভূষা ক'রে হ'তে রাজমহিষী ;—
তখন আমি মরিব লাজে, লুকাব অবনী-মাঝে,
আরও রমণী সমাজে, হরি যে মর্‌বে গঞ্জনে।
বেশে কি কাজ আছে সখি ! এই যে সময়,
বিনা সেই বিশ্বমিত্র বিষ বিষময়,
সূদন বলে বিশ্বময় বিস্মরণ হয়েছ তাই,
তুমি রাধে বিশ্বজয়ী কেবা না তোমাকে জানে॥

কথা।

তখন ব্রজবাসীরা কুরুক্ষেত্রে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। এথানে দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সংবাদ দিলেন, যে ব্রজপরিবার সকল আসিবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্ম্মাকে ডেকে এক লক্ষ লোক থাকিবার উপযুক্ত একটী পুরী নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞামাত্র অল্প পরিসর প্রাচীর যুক্ত সগড় একটী পুরী ও যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করিলেন। পরে দীর্ঘিকা পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহাতে

সুবর্ণময় সারি সারি বান্ধা ঘাট প্রস্তুত করিলেন। আর আজ্ঞামাত্র দাসগণ যজ্ঞের উপযোগী দ্রব্য সমস্ত আয়োজন করিল।

যে স্থানে পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রনিপাত ক'রেছিলেন তথায় দ্রবময়ী গঙ্গা আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্রন্দন করিতে করিতে দ্বারকাবাসী সকলকে অনুমতি করিলেন, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র তোমরা সকলে দর্শন করিতে চল।

তখন আজ্ঞামাত্র সুবর্ণযানে, বসুদেব দেবকী উগ্রসেন কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি সকলে গমন করিতেছেন। অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক সৈন্য চতুরঙ্গ দল চতুষ্পার্শে চক্রাকার হ'য়ে গমন করিতেছে। এবং দ্বারকাবাসী সকল নরনারী ও বীরপুরুষ প্রভৃতি সকলে গমন করিতেছেন। যেমন—

ধূয়া।

চতুর্দ্দিগে তারা সাজে।

রাম কৃষ্ণচন্দ্র তার মাঝে॥

কথা।

এই প্রকার সকলে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে, আর আর যাত্রী উপস্থিত রাজাগণের সহিত সমাগত হ'য়ে গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান, সুবর্ণ, ধেনু, গোবৎস্যাদি দান করিলেন; পরে মুক্তিস্নান ক'রে রাজপুরী দর্শন করিতেছেন। রাজপুরীর চতুর্দ্বার সুবর্ণে মণ্ডিত, স্তম্ভ সকল মণিমাণিক্যে জড়িত, সম্মুখে পুরোহিত দণ্ডায়মান, চতুর্দ্দিকে যজ্ঞের দ্রব্যাদি রাশি রাশি, তাহার মধ্যভাগে হিরণ্ময় সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ যোগাসনে বস্‌লেন। সুত মাগধ বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ চতুষ্পার্শ্বে অবলোকন ক'রে দেখেন, ভূর্লোক ভুবর্লোক জনলোক তপোলোক নাগলোক রক্ষ যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর এবং অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি নানা দেশীয় লোক সকল সমবেত হতেছে ও জীর্ণ শীর্ণকায় উদর-মাংস-মেরুদণ্ড-সংলগ্ন মুনি ঋষি সকল ব্রহ্মেতে মন সমর্পণ ক'রে আগমন করিতেছেন। এই সকল দেখে শ্রীকৃষ্ণ—

ধূয়া।

চেয়ে আছেন ব্রজের পথ পানে।
(বলে) আমার মা আসিবেন কতক্ষণে॥

কথা।

এখানে বৃন্দাবন হইতে উপানন্দ,সানন্দ, মহানন্দ, নন্দ, যশোমতী এবং শ্রীদাম আদি রাখালেরা গোবৎস লইয়া প্রভাস-তীর্থে গমন করিতেছেন।

ধূয়া।

যত আগে আগে রাখাল যায়।
তার পিছে পিছে গাভী ধায়॥

কথা।

আরও ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি ও চন্দ্রাবলীর সখী প্রভৃতিকে সঙ্গে ল'য়ে শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

এই সকলের অগ্রে যশোদা গমন করিতে করিতে যেমন ঐ রত্নপুরী দর্শন হইল, অমনি যশোদা দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন। তখন—

নন্দরাজ। যশোদে! ও অভাগিনি! তুমি একাকিনী কোথায় যাও?

যশোদা। আমার গোপালের চন্দ্রবদন দরশন ক'রে মনোদুঃখ নিবারণ করিতে যাই।

নন্দরাজ। তুমি আগে গেলে কৃষ্ণ দেখ্‌তে পাবে না। সে হচ্ছে রাজপুরী, তার দ্বারে দ্বারিগণ বেত্র হস্তে পাহারায় আছে, তোমাকে পাগলিনী প্রায় দেখে প্রবেশ করিতে দিবে না। তোমায়—

ধূয়া।

মন্দ কথা বল্‌বে যবে।
অভিমানে প্রাণ হারাবে॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে যশোদা বল্‌ছেন, নন্দরাজ! তুমি জান যে, এখনও আমার প্রাণের ভয় আছে? আমার—

ধূয়া।

যায় যাবে প্রাণ ক্ষতি নাই।
(যদি) রতনমণির বদন দেখ্‌তে পাই॥

কথা।

এই কথা ব'লে যশোদা সকলের অগ্রে ধাবমানা হ'য়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিনী ও পাগলিনীর প্রায় দেখে দ্বারিগণ বেত্র উঠাইয়া কটুকাটব্য ও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন যশোদা ভয়ে ভীত হ'য়ে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হ'য়ে রইলেন, ভয়ে কোন উত্তর করিতে পারেন না। কেবল কৃষ্ণ কোথায়, গোপাল কোথায় এই বিপদ্-কালে একবার দে রে, আমায় গোপরাজ যাহা—

ধূয়া।

বলে ছিল বুঝি তাই হ'ল।
তোর দ্বারে এসে প্রাণ গেল॥

কথা।

তখন যশোদা আর রইতে পার্‌লেন না, অমনি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কোন কোন দ্বারী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

দ্বারিগণ। বে মেইয়ারু, বে দুঃখিয়া তেরা ঘর কাঁহা?

তখন কোন কোন দ্বারী বল্‌ছে, মেইয়ারুক সহজ যে পুচ।

শুনে অন্য এক—

দ্বারী। তুঁহার ধাম কোথা আছে?

যশোদা। আমি যে স্থানে থাকি, তার নাম চিন্তামণি। (তথায়) নীলকান্ত হেমকান্ত আছে কত মণি॥

দ্বারী। যদি তুহার পাশ এতো মণি আছে, তবে তুমি কেন কাঙ্গালিনী আছে?

তখন যশোদা বলিতেছেন;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—ঠেকা।

আমি কাঙ্গালিনী নই, দ্বারি! শোন রে কই।
যার ধনেতে তুমি ধনী, সেই ধন-হারা কাঙ্গালিনী,
আর কিছু নিতে আসিনি, আমার সেই কৃষ্ণধন বই॥
অন্য ধন কি গণ্য করি, মান্য যে ধন সেই ধন গণি,
আমার সে ধন অতুল্য ধন, অমূল্যধন রতনমণি;—
নীলমণি নীলকান্তমণি, তার কাছে কি পরশমণি,

রজত কাঞ্চনের কথা, তুলনা দিতে তুল না,
আমার সে যাদু বাছাধন, একবার পেলে আর ভুল্‌বে না,
সূদন বলে ভুলি মণি, তুচ্ছ করে অন্য মণি,
যে ধন সাধন করে মুনি, সেই ধনের কাঙ্গালিনী হই ॥

কথা।

যশোদা। দ্বারি! দ্বার ছেড়ে দে, আমার গোপালের নিকট গিয়া দুঃখ নিবারণ করি।

দ্বারী। এ স্থানে গোপাল নামে কেহ নাই।

যশোদা দ্বার ছাড় আমি কৃষ্ণের নিকটে যাই।

দ্বারী। কৃষ্ণনামে এখানে আর কেহ নাই, কেবল পুরীর মধ্যে মহারাজ আছেন।

যশোদা। আমি তোদের সেই রাজার মাতা।

দ্বারী তোমার সেই লক্ষণ বটে, তা না হ'লে রাজদ্বারে আস্‌বে কেন? যাও—যাও—কাঙ্গালিনি, তুমি এখন যেতে পাবে না। যখন যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'রে মহারাজ বহিষ্কৃত হবেন, তখন দেখা পাবে। তখন তুমি না চাইতে পার, আমি মহারাজকে ব'লে তোমাকে কিছু অর্থ দেওয়াইব।

যশোদা। তোদের মহারাজের নিকটে ধন যাচিঞা কর্‌তে আসি নাই।

ধূয়া।

আমি ধন-কড়ি নাহি চাব।
জন্মের মত রাজা দেখে যাব॥

কথা।

দ্বারী। তুমি যে পুত্র পুত্র কর্‌ছ, তোমার সেই পুত্রের রূপ-লাবণ্য বল্‌তে পার?

যশোদা। হাঁরে আমার গোপালের রূপ আমি কহিতে পারি নে,— তোরা কি কখন তারে দেখিস্ নাই ?

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—একতালা।

আমার যে কেশব, চিনিস্ নে তোরা সব।
যে চেনে না আমার কেশব তারা রে কি সব॥
যে হেরে মোর প্রাণের কেশব,
তখনি ভুলে যায় সে সব,
কেশবের রূপ বলিব কি সব,
কেশব বিনা হলেম রে শব।
আমার কেশব কেলে-সোণা, তোদের নাই শুনা,
কালিয়ে সোণার কাছে কি আর কোন সোণা,
হারাইয়ে সে অঞ্চলের সোণা,
কর্‌ছি তোদের উপাসনা,
দেখাও রে পূরাই বাসনা,
তোরা দেখ্‌তে পাবি রে সব॥
সে যে আমার প্রাণের দুলাল, তার পদ দুই লাল,
কর দুই লাল, তাইতে তারে বলে নন্দলাল,
অতি যতনে সে লালন,
করেছিলাম লালন-পালন,
সে কর্‌লে না প্রতিপালন,
সূদন কয় নূতন কি সব॥

শুন দ্বারি ! গোপালের হয় গোপবেশ।
অলকা-তিলকা অঙ্গে চাঁচর কেশ ॥
নাসামূলে গজমুক্তা, গলে গুঞ্জছড়া।
কটিতটে শোভা পায় পীতাম্বর ধড়া ॥
সুচারু মধুর বেণু শোভে অধরেতে।
মৃত তরু সঞ্জীবয় যাঁর গান শুনিতে ॥
গোচারণ নিকটে গিয়া চরাইত ধেনু।
চাঁদমুখে মা বলিয়া বাজাইত বেণু ॥

গোপাল —

ধূয়া।

যখন গোঠে নেচে যেত।
তার নূপুরে পঞ্চম গাইত ॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে দ্বারী বলিতেছে, তুমি এখন যেতে পাবে না, যদি যাবে, তবে অঙ্গে বেত্রাঘাত করিব।

শুনে তখন যশোদা বলিতেছেন—

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

আয় রে গোপাল আয় রে কোলে।
যাছিল হ'ল কপালে, মারে রে তোর দ্বারের দ্বারী,
কাঙ্গালিনী ব'লে, এসে দেখ নয়ন তলে ॥

আর আমি বান্ধিব না রে তোর কর যুগলে,
সামান্য বন্ধনে বেঁধে মরি জ্বলে ;—
প্রেমের জোরেতে বাঁধ্‌তাম যদি ওরে কাঁচা ছেলে,
তবে কি আর আস্‌তে ফেলে ॥
আয় নইলে প্রাণ ত্যজিব কৃষ্ণরে ব'লে,—
মাতৃহত্যার পাতক হবে আমি রে ম'লে ;—
সূদন কয় সেই ভয়ে ভীত বড় তোমার ছেলে,
ধর্ম্মশীলে চিরকেলে ॥

কথা।

যশোদা। দ্বারি! যদি যেতে না দিস্, তবে একবার সংবাদ কর্।

দ্বারী। কি সংবাদ কর্‌ব ?

শুনে যশোদা বল্‌লেন ;—

ধূয়া।

বল গে সেই রাজার কাছে।
মা যশোদা আসিয়াছে ॥

কথা।

দ্বারী। আবার মাতা পিতা চিন্‌বেন কি ? তাঁর মাতা পিতা ত এই স্থানেই আছেন, তাঁর পিতার নাম বসুদেব ; মাতার নাম দেবকী।

যশোদা। যদি না চিনেন, তবে এই কথাটী বল্‌বে—

নিশীথে যে কোলে করি করিত শয়ন,
শিয়রে যতন ক'রে রাখিত মাখন,

আরও নিদ্রাগত হ'য়ে—

ধূয়া।

স্বপনে বলিত রাণী।
ধর্ মাখন, খা রে নীলমণি ॥

ইহাতেও যদি না চেনেন, তবে এই কথাটী ব'লো—

ধূয়া।

ও যে কিঞ্চিৎ নবনীর তরে।
বেঁধেছিল তোমার যুগল করে ॥

কথা।

যশোদার এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ ক'রে এক বৃদ্ধ দ্বারী বলিতেছে ;—

গীত।

রাগিণী—জয়জয়ন্তী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

দেখ্‌তে যেন কাঙ্গালিনীর মত।
কিন্তু নয় কাঙ্গালিনী এ ত
তা হ'লে কাঁদ্‌বে কেন এত ॥
আয় রে গোপাল গোপাল ব'লে,
করাঘাত হানে কপালে,
বলে এই ছিল কপালে,
আস্‌তাম না রে জান্‌তাম যদি এত।
মলিন বেশে এমন বরণ যেন রাজমাতা,
শুনেছি গোকুলে আছে রাজার এক মাতা ;—

যদ্যপি কাঙ্গালিনী হ'ত,
তবে তখনি ধন চাইত,
ধনহারা কাঙ্গালিনী নয় ত,
কেবল উহার প্রাণ কৃষ্ণ-গত ॥
মুক্তকেশে মুখ্‌ত ভাসে নয়নের নীরে,
বলে মলাম দ্বারীর হাতে মুক্ত কর মোরে ;—
সূদন কয় চেন না দ্বারী,
উনি ত রাজার মাতারি,
এই দশা হয় যে মা-তারি,
দেখিলাম হে মাতারি কত শত ॥

কথা।

অনেক প্রকার বুঝাইলেও দ্বারিগণে দ্বার ছাড়িল না, তখন যশোদা ঐ দ্বারে রহিলেন। অন্য এক দ্বারে গোপগণ সমভিব্যাহারে নন্দরাজ উপনীত হইয়া—

নন্দরাজ। ওরে দ্বারি! দ্বার ছেড়ে দে।

দ্বারী। আপনি কে?

নন্দরাজ। আমি কৃষ্ণের পিতা।

দ্বারী। কৃষ্ণ নামে এখানে কেউ নাই, কেবল আমাদের রাজার নাম কৃষ্ণ।

নন্দরাজ। আমি তোদের সেই মহারাজের পিতা।

দ্বারী। হ'ল ভাল, ও দ্বারে এলেন মাতা, এ দ্বারে এলেন পিতা।

তখন দ্বারী রাগত হ'য়ে বল্‌ছেন, এমন রবাহুত অনেক এসেছে। যাও—যাও— এখন যেতে পাবে না। যদি যাবে তবে বেত্রাঘাত কর্‌ব।

তখন ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে গোপরাজ নন্দ কহিতেছেন, ওরে দ্বারী—

ধূয়া।

তোদের মহারাজা যে।
আমার ধেনু বৎসের রাখাল সে॥

আবার নন্দ কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল— ঢিমা-কাওয়ালী।

আহুত এসেছি মোরা, রবাহুত কও কারে।
আবাহন করেছে রাজা,
তাই এসেছি তোদের দ্বারে॥

যদি যেতে দেও রে বাধা,
ধর এই দেখাও গে বাধা,
হের্‌লে আর মান্‌বে' না বাধা,
আস্‌বে বাধা মাথায় ক'রে।

আমরা ত নই অত্রমানী,
তোদের রাজার পত্রে জানি,
জান্‌তে পারি শুন্‌তে পারি
আগে হোক রে জানাজানি ;—

তোদের রাজা যে যদুরায়,
তায় বাধার নফর গোকুলে কয়,
কর্‌তে চাও কাঙ্গালী বিদায়,
দ্বারী তোরা চিনিস্ না রে।

তোদের রাজার 'নীলমণি'
নাম ছিল মোদের বৃন্দাবনে,
ল'য়ে আমার সকল ধেনু
চরাইত বনে বনে :—

সূদন বলে শুন দ্বারি,
কেনে কর তেরি-মেরি,
তোদের রাজার লালন মেরি,
একবার এনে দেখাও দ্বারে।

কথা।

তথাপি দ্বারিগণে দ্বার ছাড়িল না। নন্দরাজ ঐ দ্বারে রহিলেন। অপর একদ্বারে শ্রীদাম আদি সখাগণ উপস্থিত হইয়া—

পয়ার।

আর যত শিশু দাঁড়াইয়ে সারি সারি।
ডাকিতে লাগিল সবে ঊর্দ্ধবাহু করি॥
কানাই বলিতে কেহ ভাসে নয়ন-জলে।
কোন শিশু লুটাইয়া পড়ে ক্ষিতিতলে॥

তখন শ্রীদাম—

সুর

কানাই ব'লে ডাকিতেছিল।
অমনি কা বলিতে কেন্দে ধূলায় পল ॥

কথা।

দ্বারী। বালকগণ! তোমরা কে? কি কারণে এখানে এসে গোলমাল কর্ছ?

রাখালগণ। আমরা বৃন্দাবনবাসী গোপ-বালক, ভাই কানাইকে দেখ্‌বার জন্য এই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এসেছি।

দ্বারী। কানাই নামে এখানে কেউ নাই। কেবল পুরীমধ্যে মহারাজ আছেন।

রাখালগণ। তোমরা যাঁকে মহারাজ বল, আমরা তাঁকেই 'ভাই কানাই' বলি। সেই কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে গোচারণ কর্‌তেন; আমরা তাঁর সঙ্গে বাজি রেখে খেল্‌তাম, আমরা হার্‌লে কানাইকে আমরা কাঁধে কর্‌তাম, কানাই হার্‌লে আমরা কানাইয়ের কাঁধে চড়্‌তাম। জান দ্বারি—

ধূয়া।

যে হতে সে কানাই এল।
মোদের ব্রজের খেলা ভেঙ্গে গেল ॥

কথা।

দ্বারিগণ। যার ভয়ে সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত লোকেই কম্পবান্, তাঁকে তোমরা তোমাদের সঙ্গের রাখাল বল্‌ছ। অন্য কেউ শুন্‌লে এতক্ষণে ঠিক প্রতিফল পেতে, যাও—যাও—শিশু, তোমরা শীঘ্র পলায়ন কর।

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—তেওট্।

তোদের সে কানাই হেথায় নাই;
আমাদের সে মহারাজা তোদের সে কানাই॥
আমাদের সে ভূপাল, তোদের সে গো-রাখাল,
কা বলিস্ রে রাখাল, বিবেচনা নাই॥
এ বিশ্ব সব বিশ্ব যার হ'ল রে,
তোদের সঙ্গের রাখাল বলিস্ রে তারে;—
যা রে যা রে রাখাল, যেখানে তোর গোপাল,
পাবি রে প্রতিফল, রাজার আজ্ঞা নাই।
আমাদের রাজার উপরে কে আছে রাজা,
পালা রে সব শিশু পাবি রে সাজা;—
যা রে যা গো-রক্ষক, চিনিস্ না গোরক্ষক,
সূদনের যে রক্ষক, তা বিনে কেউ নাই॥

কথা।

তখন রাখালেরা এ দ্বারে রহিল। হেথা পশ্চিম দ্বারে সখীসঙ্গে শ্রীরাধিকা আগমন করিতেছেন। ঐ দ্বারের দ্বারী অন্য দ্বারীকে বল্‌ছে।

প্রথমদ্বারী। পশ্চিম দ্বারে এত আলো হ'ল কেন?

দ্বিতীয়দ্বারী। বোধ করি কোথাও অগ্নিকাণ্ড হয়েছে।

প্রথমদ্বারী। অগ্নিকাণ্ড হ'লে গাত্রে তাপ লাগ্‌ত।

দ্বিতীয়দ্বারী। বোধ হয় চন্দ্র উদয় হচ্ছে।

প্রথমদ্বারী। দিবসে কি কখন চন্দ্র উদয় হ'য়ে থাকে?

দ্বিতীয়দ্বারী। একটু অগ্রগামী হ'য়ে দেখ দেখি ব্যাপারটা কি?

প্রথমদ্বারী। [এগিয়ে] এত এক চাঁদ নয়, ভাই; এ যে চাঁদের মালা!

আবার বল্‌ছেন।

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—ঠেকা।

এসে কার কামিনী বিদেশিনী।
কে নারী চিনিতে নারি,
নারী হেরে ভুল্‌তে নারি,
আহা আহা কি মাধুরী,
যেন নারী সৌদামিনী।
মরি মরি কি লাবণ্য, যেন রাজকন্যে কি জন্য,
এসেছেন হেথা, দেখি মনক্ষুণ্ণ ;—
কি জানি সে কোন্ আভাসে,
সদা নয়ন জলে ভাসে,
জ্ঞান হয় আভাসে যেন
নূতন প্রণয়ের বিরহিনী॥
এল কে সে এলোকেশে তোরা পারিস্ চিন্‌তে,
হেরে যে জুড়াইল আঁখি, দূরে গেলে চিন্তে ;—
যায় হেরে যায় ভব চিন্তে,
তারে দেখি ভাবা চিন্তে,
সূদন বলে তাইতে চিন্তে,
হারায়েছেন চিন্তামণি॥

কথা।

তখন শ্রীরাধা সখি সঙ্গে দ্বারে দণ্ডায়মান হ'য়ে রইলেন দেখে দ্বারীরা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—

আপনারা কে ? আপনারা কুলের কুলবতী হয়ে কি জন্ত রাজদ্বারে ? যান্—তীর্থক্ষেত্রে গ্রহণ দর্শন করুন, গঙ্গা স্নান করুন, কৃষ্ণপূজা করুন, রাজদ্বারে কি জন্ত ?

তখন কেহ কোন কথা বলেন না।

সুর।

কইতে নারে মনের কথা।
আছে অন্তরে অন্তরে ব্যথা॥

নারী যদি—

ধুয়া।

জন্মের মত ম'রে যায়।
তবু মনের কথা নাহি কয়॥

কথা।

তখন শ্রীরাধিকা ললিতাকে কথা কহিতে অনুমতি করিলেন। ঐ অনুমতি পেয়ে ললিতা কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—ঝিঁঝিট। তাল—ঠেকা।

তীর্থক্ষেত্র মিথ্যাজ্ঞান করি শুন রে দ্বারি।
শুনেছ বৃন্দাবন-তীর্থ, এসেছেন সে তীর্থেশ্বরী॥
তোমরা যেতে বল তীর্থে, তীর্থবাসী যায় গো তীর্থে,
ত্রিজগৎ বাঞ্ছে যে তীর্থে, সেই তীর্থে এসেছি দ্বারি।

শুনেছ যে রাধাকৃষ্ণ দেখ নাই দ্বারি,
দেখ নিত্যপুরে নেত্র সেই রাধা প্যারী ;—
আগে কৃষ্ণ পেয়েছিলে, তাইতে এখন রাইকে পেলে.
পেয়ে আর যেয়ো না ভুলে, যদি যুগল দেখ্‌বে দ্বারি ॥
দ্বারী হওয়া কেমন তাত জান না দ্বারি,
দ্বারীর সঙ্গে করে দ্বন্দ্ব দোঁহে তো দ্বারী ;—
উভয়ের অভিসম্পাতে, উভয় এসেছে হেথাতে,
সূদন বলে ছাড়্‌বে পথে. আর হ'তে হবে না দ্বারী ॥

ললিতা আবার বলিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

গঙ্গাতে কি পায়, বলিতে আমাদের লজ্জা পায়,
গঙ্গা জন্মেছেন যাহার পায়, সে ধরে এই পায়।
যেমন গঙ্গা ভবের তরী, তাঁর তরী এই চরণতরী,
বিপদে ডোবে যার তরি, সে ধর্‌লে তরি পায় ॥
কৃষ্ণপূজা কর্‌তে বল আমা সবারে,
সেই কৃষ্ণের পরম পূজনীয় দাঁড়ায়ে দ্বারে,—
দ্বারি তোদের রাজা যিনি, তিনি খাতক ইনি ধনী.
একবার শুন্‌তে পেলে ধ্বনি, এসে পড়্‌বে পায় ॥
কি করিব আর দান, প্রাণ দান করেছি,
সেই দান ফিরায়ে নিতে হেতা এসেছি,—

দান ধ্যান পুরশ্চরণ, আমাদের এই রাধার চরণ,
তাই ভেবে দাঁড়ায়ে, সূদন যদি চরণ পায়।

কথা।

তখন দ্বারিগণে বল্‌ছে, তোমরা যাহা বল্‌লে তাহা শুন্‌লাম, এখন তোমরা এখান হ'তে যাও, তোমাদের লজ্জা নাই, গুরু ভয় নাই।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে বিশাখা কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

এসে দ্বারিকায়, যে লজ্জা বলিব দ্বারী কায়।
যজ্ঞ কি আমাদের যোগ্য, ও যজ্ঞ এই পায়॥
যাগ-যজ্ঞ যাহার জন্যে,
এই দেখ সেই যোগ্য কন্যে,
তোদের রাজার কত পুণ্যে, এসেছেন হেতায়॥
আমরা কি এসেছি যজ্ঞে কর অনুমান,
রাধার দাস এসেছি নিতে দিয়ে সপ্রমাণ ;—
রাজনন্দিনী দিলে আজ্ঞে,
যা থাকে তোর রাজার ভাগ্যে,
বন্ধন করিব এই প্রতিজ্ঞে, দেখাব সভায়॥
নাতক-খাতক বলে আমরা আসি নাই হেতা,
শুনে এলেম ঋষিমুখে, বৈভবের কথা ;—
সূদন বলে দিলাম শমন, হাজির করর াধারমণ,
রোকা ক'রে দিব এখন ধরাইয়ে পায়॥

কথা।

দ্বারিগণ। জান্‌লাম, তোমাদের লজ্জা নাই। তোমরা রাজদ্বারে কি জন্য ?

ললিতা। আমাদের মনের কথা বলি শোন ;—

ধুয়া

আমরা আর কিছু নাহি চাই।
যেন রাধানাথের দেখা পাই ॥

পয়ার।

দ্বারী বলে রাধানাথ নাহি এই স্থানে।
যেখানেতে রাধানাথ, যাও সেই খানে ॥
যদি তোমরা না যাবে রাজদ্বার হ'তে।
প্রহার করিব আমি সবার অঙ্গেতে ॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ করে ললিতা রাগত হইয়া কহিতেছেন,—

আমা সবা মারিতে মনেতে কর আশ।
তুমি যার দ্বারী, সে রাধার নিজ দাস ॥

একদিন ব্রজে আমাদের প্যারী দুর্জয় মান করেছিলেন, তোমাদের রাজা অনেক সাধ্য-সাধনা ক'রে সে মান ভঞ্জন কর্‌তে পারে নাই, পরে দাসখত লিখে দিয়েছিলেন ; সেই খত অঞ্চলে বন্ধন ক'রে এনেছি—

ধুয়া।

যখন এই খত ফেলে দিব।
তারে আপন জোরে বেন্ধে লব ॥

ললিতা পুনর্ব্বার কহিতেছেন,

গীত

রাগিণী—খাম্বাজ। তাল—ঠেকা।

দ্বারি দেখ রে খত এনেছি দাসখত
সুধু খত ব'লে নয় এ খত।
দেখ না চেয়ে রাধার পায়ে,
তোদের রাজার দস্তখত।

জানে না এই খতের সন্দি,
পড়ে এক বিপদে বন্দী,
করেছিলেন কিস্তিবন্দী,
হবে দুই যুগে শোধ-বাদ,

খত দিতে যে সাধাসাধি,
সূদন তার আছে ইসাদী,
এখন কপাল-গুণে তোদের সাধি,
যদি পথ পাবি দে পথ॥

ললিতা বল্‌ছেন, ওরে দ্বারি আমাদের রাজনন্দিনীর চরণ পানে একবার চেয়ে দেখ। ঐ দেখ—

ধূয়া।

জাবকের মাঝে মাঝে।
তোদের রাজার নামটি লেখা আছে॥

পয়ার।

তখন কেহ বলে কারও কাছে।
ও ভাই রাজার পর কি রাজা আছে॥
দ্বারীর শুনে লাগে ভয়।
মহারাজাকে দাস কয়॥

কথা।

কোনক্রমেই দ্বারীরা দ্বার ছাড়িল না, তখন যে দ্বারে যশোদা ছিলেন, নন্দরাজ সেই দ্বারে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, যশোদে! দ্বারীরা দ্বার ছাড়্‌ল না, এখন এস আমরা সকলে একত্র হ'য়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাকি।

ইহাই বলিয়া সব এক দ্বারে আইল। নিজ নিজ ভাবে সবে ডাকিতে লাগিল।

তখন যশোদা বলেন, গোপরাজ! তুমি ব্রজের ভাবে অগ্রে ডাক।

ঐ বাক্য শ্রবণ করে নন্দরাজ বাধা হস্তে ল'য়ে সেই ভাবে ডাকিতে লাগিলেন। নন্দকে ডাকিতে দেখিয়া গাভীগণ হাম্বা রবে ডাকিতে লাগিল।

গীত।

রাগিণী—কানেড়া। তাল—টুমরি।

নন্দ ডাকে আয় রে গোপাল,
এনেছি গো-পাল,
এই দুঃখের বেলা দেখা দে রে।
আমি বাঁচি বাঁচি আমি মরি মরি,
আয় রে জন্মের মত, আয় রে এ জন্মের মত,
আয় আয় বাধা নে রে মাথায় ক'রে॥

কথা।

কৃষ্ণ এলেন না—

তখন নন্দরাজ যশোদাকে ডেকে বলিলেন, কৃষ্ণ ত এলেন না।

রাণী ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীদামকে বলিলেন, শ্রীদাম রে, ব্রজে থাকিতে কৃষ্ণের সঙ্গে তোর বড় সখ্য ছিল—তুই একবার ডাক্ দেখি—

শ্রীদাম ডাকিতে লাগিলেন।

এখানে যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণ মস্তকোপরি উষ্ণীষ ও হস্তে কুশাঙ্গুরী, দান-কার্য্য সমাধান্তে রম্ভা-ঘৃত-সংযোগে যেমন পূর্ণাহুতি প্রদান করিবেন, অমনি শ্রীদাম—

সুর।

বেণুস্বরে চাঁদ মুখে।
কোথা কানাই ব'লে ডাকে॥

কথা।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামের ঐ বেণুরব শুনে যজ্ঞবিধি ভুলে গেলেন বটে, কিন্তু তথায় এলেন না।

তখন শ্রীদাম কহিতেছেন, মা যশোদা! কই কৃষ্ণ ত আমার ডাকেও এলেন না, তবে মা আপনি একবার ডেকে দেখুন।

ঐ বাক্য শ্রবণ করে যশোদা স্থবর্ণের কটোরায় পরিপূর্ণ মাখন ল'য়ে স্নেহভরে সরোদনে ডাকিতে লাগিলেন। যশোদা বল্ছেন ;—

ব্রজবুলি।

হারে নন্দ কি দুলারে, যশোমতী কি প্যায়ারে, ব্রজরাখাল কি সখওয়া, ব্রজগোপীকা কি রঙ্গয়া, কোন রংমহলে বয়ঠা এত্তা দেরি ভয়া।

কথা।

এইরূপ প্রকার ডাকিতেছেন, আর কহিতেছেন, কোথা রে প্রাণের গোপাল একবার এসে দেখা দে।

যশোদার ঐরূপ রোদন-ধ্বনি যখন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল, তখন অম্‌নি তাঁর নয়নবারি পতিত হইতে লাগিল, আর ক্রন্দন করিতে করিতে বল্‌তে লাগিলেন, এত দিনের পরে আমাকে—

ধুয়া।

গোপাল বলে কে ডাকিল।
বুঝি ব্রজ হ'তে মা আইল॥

তখন আর কৃষ্ণ রইতে পার্‌লেন না।

পয়ার।

যজ্ঞস্থান ছাড়ি কৃষ্ণ ধাইয়া সত্বরে।
আইলেন নন্দ আদি আছেন যে দ্বারে॥
আসিয়া নন্দের পায়ে প্রণাম করিল।
তৎপরে যশোদার চরণ বন্দিল॥
চরণে পড়িয়া কৃষ্ণ করেন মিনতি।
অপরাধ ক্ষমা কর, মাতা যশোমতি॥

কথা।

যশোদা বলেন, কে এলি রে আমার গোপাল এলি! আয়—আয়—আর তোর দণ্ডবতে কাজ নাই—

ধুয়া।

ও তুই মা ব'লে আজ ডাক্ আমাকে।
ধর্—মাখন দি তোর ও চাঁদ মুখে

কথা ।

এই ব'লে যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ল'য়ে যে সময়ে মাখন খাওয়াইবার উদ্যোগ করিতেছেন, ঐ সময়ে নন্দরাজ বলিলেন, যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দেও—

ধুয়া ।

আগে কৃষ্ণে পুত্র জানি ।
শেষে খেতে দিব ননী ॥

কথা ।

নন্দরাজ । [শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ ক'রে সভামধ্যে এসে] কৃষ্ণরে এই সভাতে রাজাগণ, রাজর্ষি, দেবর্ষি, ও ব্রহ্মর্ষিগণ আছেন এবং পুরবাসী দাস-দাসীগণ ও অপরাপর অনেক লোক উপস্থিত আছে, এখন সত্য ক'রে কও-বাপু, তুমি কার পুত্র ?

শ্রীকৃষ্ণ । মনে মনে ভাব্‌ছেন, যদি বলি, নন্দ-যশোদার পুত্র, তবে বসুদেব দেবকী কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হবেন, আর যদি বলি বসুদেব দেবকীর পুত্র, তবে ব্রজবাসীরা সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন ; এ ত উভয়-সঙ্কট হ'ল । তখন বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লেন, যে নন্দ-যশোদাকে পিতা মাতা না বলিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন । এই বিবেচনা ক'রে বলিলেন, আমি নন্দ-যশোদার পুত্র ।

নন্দরাজ । সত্য ক'রে তিন বার ব'ল ।

শ্রীকৃষ্ণ । আমি নন্দ-যশোদার পুত্র, আমি নন্দ-যশোদার পুত্র, আমি নন্দ-যশোদার পুত্র এই তিন সত্য করিলাম ।

নন্দরাজ । শুধু মুখের কথায় হবে না ; আমার প্রত্যয় হ'বে, যদি আমার পায়ের বাধা তুমি মস্তকে ধারণ কর ।

শ্রীকৃষ্ণ। যে আজ্ঞা।

আহ্লাদিত হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণ নন্দের বাধা মস্তকে ধারণ করিলেন। ইহাতে নন্দের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

তখন নন্দ বলেন হাসি হাসি,
এখন দেখ রে দ্বারকাবাসি॥

নন্দ আবার বল্‌ছেন, অক্রুর উদ্ধব কোথায়? তোমরা যে বলেছিলে, রাম-কৃষ্ণ তোমার পুত্র নয়, কেবল কর্ম্মসূত্রমাত্র। এখন এসে একবার স্বচক্ষে তাঁরা দেখুন—

ধূয়া।

কৃষ্ণ যদি মোদের পুত্র নয়।
তবে কেন পায়ের ধূলা মাথায় লয়॥

কথা।

নন্দরাজ। কৃষ্ণ! রাণীকে প্রণাম হও।

শ্রীকৃষ্ণ যে আজ্ঞা ব'লে রাণীকে প্রণাম হ'য়ে পায়ের ধূলা মস্তকে ধারণ করিলেন।

নন্দরাজ বল্‌লেন, কৃষ্ণ! আমার কোলে এস।

এই ব'লে রাণীকে আবার বল্‌ছেন, যশোদে! কৃষ্ণকে একবার কোলে কর।

যশোদা। তোমার প্রত্যয় হয়েছে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হয় নাই।

নিবন্ধ করিব আমি দেবকীর সনে।
সভাপরে পুত্র বলে ডাকিব দুজনে॥
দেখি কার স্তন হইতে বাহিরায় ক্ষীর।
নয়নের জলে কার সিঞ্চয় শরীর॥

স্তনের দুগ্ধধারা যার পড়্‌বে কৃষ্ণের মুখে।
সেই কৃষ্ণের মাতা হবে, লইবেক বুকে॥

এই সভার মধ্যে দেবকী একদিকে থাক্‌বেন, আর আমি একদিকে থাক্‌ব। গোপাল ব'লে ডাক্‌ব। কৃষ্ণ—

ধূয়া

মা ব'লে যার কোলে যাবে।
সেই কৃষ্ণের মাতা হবে॥

পুনর্ব্বার যশোদা কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

এস এস দেবকি, তোমারে গোপাল দেব কি,
এস দোঁহে ডাকি, কারে মা বলে দেখি॥
যার গোপাল তার কোলে যাবে,
তারে মা বলে ডাকিবে,
পায়ের ধূলা মাথায় লবে, সভায় সব সাক্ষী।
স্তন্য দুগ্ধ দেওনা মুখে দেখি কেমন মা,
নইলে আমি দিব মুখে দেখ মা কি না,—
যারা জানে না এ সূত্র,
তারাই বলে পুত্র পুত্র,
সে কেবলি কথা মাত্র, তখন বল্‌বে কি॥
যজ্ঞসূত্র দিয়ে এখন করেছ ব্রাহ্মণ,
জ্ঞান নাই, শুন নাই ব্রজে নন্দেরি নন্দন,

সূদন বলে দেখ্‌লাম এত,
যার ছেলে তার ছেলে নয় ত,
কেবা মাতা কেবা সুত সকলি ফাঁকি ॥

কথা ।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে দেবকী বলিতেছেন ;—

আহা মরি আহা মরি ।
কিবা প্রেম বলিহারি ॥
রাণী বেঁধেছেন বাৎসল্য ডোরে ।
জন্মের মত বাঁধা কৃষ্ণ যশোদার ঘরে ॥

তখন দেবকী বল্‌ছেন । রাণী তোমার ছেলে তুমি কোলে লও ।

যশোদা অম্‌নি শ্রীকৃষ্ণকে কোলে ল'য়ে মুখচুম্বন ক'রে দেখেন মুখে মাখনের গন্ধ নাই ।

তখন যশোদা বল্‌ছেন, আমার মাখনচোরা মাখন না খেলে কি বাঁচে, পরের ছেলে পেয়ে দেবকী ভুলিয়ে রেখেছে, কিছু খেতে দেয় নাই, আর মুখে মাখনের গন্ধ নাই, সে ননীর শোভা কিছুই নাই। তখন—

ব্রহ্মাদি দেবগণ । গোপরাণি, মাখনের শোভা কেমন ?

গোপরাণী যশোদা বল্‌ছেন, একদিন দেবসেবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ নবনীত উচ্চ শিকার উপর রক্ষা ক'রে বল্‌লাম, গোপাল ! এ নবনীত দেবসেবার জন্য রাখিলাম, তুমি খেতে পাবে না, ব'লে আমি যমুনায় বারি আন্‌তে গমন করিলাম। এখানে কৃষ্ণ করেছে কি-না, উদুখলের উপর উদুখল দিয়া তাহাতেও না নাগাল পেয়ে হাত বাড়ায়ে পাঁচনির দ্বারা হাঁড়ির তলায় ছিদ্র ক'রে মুখ পেতে খাচ্ছে, এমন সময়ে আমি এসে দেখি ননীর কোন বিন্দু চূড়াতে কোন বিন্দু ভালদেশে, কোন বিন্দু গণ্ডস্থলে,

কোন বিন্দু বক্ষঃস্থলে, কোন কোন বিন্দু সর্ব্ব অঙ্গে লেগে শোভা হয়েছে কেমন—

ধুয়া।

ননীর বিন্দু কাল গায়।

যেন মেঘে তারা শোভা পায়॥

কথা।

তখন কৃষ্ণ, মা! আমাকে নামিয়ে দেও, আমি সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি গিয়া, ব'লে রাখালদিগের নিকটে গেলেন, রাখালেরা কৃষ্ণকে পেয়ে মধ্যস্থলে রক্ষা ক'রে চক্রাকার হ'য়ে দাঁড়াইলেন। শ্রীদাম বলিতেছেন; -

সুর।

আয় রে কানাই কান্ধে আয়।

তোর পায়ের ধূলা লাগুক গায়॥

আয় তোর জন্য বনফল এনেছি, ভোজন কর।

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—তেওট।

নেরে খারে ফল দে বদনে।

তো বিনা আর খাই নাই বনফল শুষ্কফল বনে।

এনেছি যে ফল এখানে আর কি ফল,

তুমি খেলে ফল জানি রে মনে॥

তো বিনা সব বিফল, চাই না খেতে ফল,

এনেছি রে যে ফল তুমি খেলে

একবার দিয়া বনফল, পেয়েছি প্রতিফল,
আবার দেই এটো ফল, (কিছু) করিস্ না মনে ।
আমরা দিলাম বনফল তুমি দেও কোল,
ফল শত বৎসর যে ফল দেওনা সে ফল,
মোদের জন্মের ফলাফল হ'ল সে সফল,
এখন সূদন চায় মোক্ষ ফল রাঙ্গা চরণে ॥

আর এক রাখাল কহিতেছেন—

গীত ।

রাগিণী—সর্‌ফরদা । তাল—ঢিমা-কাওয়ালী ।

ফল কেন দেও কানুর হাতে ।
একবার ব্রজে ফল দিয়ে ওই হাতে
ফল পেয়েছি, সবাই হাতে হাতে ॥
এক-যাত্রায় পৃথক্ ফল,
করম গুণে ফলাফল,
গোকুলের ফল হ'ল বিফল,
সফল হল দ্বারকাতে ॥
পাব বলে অমূল্য ফল, যোগাইতাম বন-ফল,
আমাদের কপালের ফলে গরল হ'ল ফল ;—
দিয়েছে তার খুব প্রতিফল,
আর কেন দেও তার প্রতিফল,
একবার দিয়া উচ্ছিষ্ট ফল,
প্রাপ্তফল হারাইলাম পথে ॥

কল্পতরু মূলে ছিলাম পাব বলে ফল,
মূল রইল সেথা দেখ হেথা ফলিল ফল,
সূদন বলে জান না রে,
মোক্ষফল কি গাছে ধরে,
যে ফলের লাগিয়ে হরে,
পাগল হলেন শ্মশানেতে ॥

কথা।

রাখালদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের স্থানে স্থানে উত্তমোত্তম বাসা প্রদান করিলেন। শ্রীরাধিকার মন জেনে, ভালবেসে ভাল বাসা দিলেন নিজ স্থানে। সত্যভামার বাসার সন্নিধ্যে রাধিকার বাসা প্রদান করিলেন। শ্রীরাধিকা সখীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

সখী সঙ্গে কথা তবে কহে পরস্পর।
শুনি ধ্বনি কোন ধনী হইল চমৎকার॥

সত্যভামার সহচরী শ্রীরাধিকার বাক্য শ্রবণ ক'রে কহিতেছেন, ও মা মেয়ের এরূপ মিষ্টি কথা কখন শুনি নাই! এ যেন—

রাত প্রভাত হ'ল।
প্রভাত-কোকিল ডেকে গেল॥

কথা।

বলেন, আমাদের রাজমহিষীকে ডেকে শুনাই, তিনি শুনুন, যার কথাতে মন এত আকর্ষণ হতেছে, তার রূপই বা কেমন!

সত্যভামার সহচরী সত্যভামাকে ডেকে কহিতেছেন।

গীত।

রাগিণী—পরজ-বাহার। তাল—ঠেকা।

এস রাজমহিষি, শুন কথা হেতা।
এমন ত শুনি নাই কথা সুধামাখা মধুর কথা,
শুনে যে সরে না কথা।

যার কথা শুনে মন হরে,
তার রূপ কে কহিতে পারে,
নইলে মনোহরের মন হরে,
সে কিগো সামান্য কথা।

শুনেছি যে কথা, সে ত কবার কথা নয়,
হৃদয়ে পশেছে কথা বল্‌লে পাছে যায়,
যে ধনীর এমন ধ্বনি, না জানি কেমন তিনি,
জ্ঞান হয় নিস্তারিণী জগতে বলে যার কথা॥

তুমি বল গোপের মেয়ে কত রূপ ধরে,
কে কেমন রূপসী এস দেখাই তোমারে ;—
সূদন বলে কও কি কথা,
শুন নাই শ্রীরাধার কথা,
কৃষ্ণ সদা থাকেন তথা,
হেথা কেবল কথার কথা॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে সত্যভামা কহিতেছেন,—

যে রাধা ব'লে কৃষ্ণ কান্দেন রাত দিনে ;
সেই বুঝি আসিয়াছে দ্বারকা-ভবনে ॥

তবে আমি রাধা-দর্শন করতে যাব, এই ব'লে সহচরীগণকে সঙ্গে ল'য়ে গমন করিতেছেন।

এখানে শ্রীরাধা কুঞ্জের অষ্টম দ্বার ক'রে ব'সে আছেন, প্রথম দ্বারে ললিতা দ্বারী হ'য়ে ব'সে আছেন, এমন সময়ে সত্যভামা এসে ললিতাকে রাধা-জ্ঞানে প্রণাম হলেন, দেখে ললিতা হেসে কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

আমি নই রাধা প্যারী, আমি গো তার দ্বারের দ্বারী,
আমায় এসে প্রণমিলে ওমা যে লাজে মরি।
তুমি নাকি রাজার রাণী, নারী চিন্‌তে নার' নারী,
হাসালে দ্বারিকাপুরী, আরও হাস্‌বেন কিশোরী ॥
ব'লে বুঝি গোপের মেয়ে, তাই সামান্য ভেবেছিলে,
তিনি না হ'লে সানুকূল, কে পারে যেতে ও কূলে ;—
তিনি কুলকুণ্ডলিনী, জান না গো রাজার রাণী,
তাকে দেখ্‌তে কত মুনি রয়েছে ধ্যান ধরি ॥
আমায় তুমি চিন্‌বে কেন, আমি রাধার দাসীর দাসী,
এখানে এসেছি নিতে নিজ দাস আর নূতন দাসী ;—
দাসখত এনেছি বেঁধে, দেখাব আর লব বেঁধে,
সূদন বলে কাজ কি বেঁধে, বাঁধা আছেন শ্রীহরি।

কথা।

তখন সত্যভামা লজ্জিতা হলেন এবং অভিমানিনী হ'য়ে ফিরে এলেন ; তাহার কারণ, এই রাধা-মন্ত্রে উপাসক ভিন্ন রাধারূপ দর্শন হয় না। এখানে—

ললিতা। প্যারি! কৃষ্ণ এলে একবার মান কর্‌তে হবে।

শ্রীরাধা। এই কত বৎসর পরে সাক্ষাৎ, তার পর আবার মান? আমি আর মান কর্‌তে পার্‌ব না।

ললিতা। একটু মান কর্‌তে হবে, নৈলে নারীর মান থাক্‌বে না।

শ্রীরাধা। আমি মান কর্‌ব। সে কিরূপ মান কর্‌ব শুন—

আমার আঙ্গনিয়া আব যব ও রসীয়া হে।
একবার বলি কথা কব, কথা কইব না,
একবার বলি ফিরে চাব, চাব চাব আর চাবনা গো।
মান দেখে নাগর রোদন কর্‌বেন,
আমি অঞ্চলে মুছায়ে দিব, দিব দিব আর দিবনা গো।

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন ললিতা দ্বারী হ'য়ে দ্বার রক্ষা করিতেছেন। কৃষ্ণকে দেখে একটু মানের নমুনা দেখাইয়া—

ললিতা। তুমি রাজবেশে কুঞ্জে প্রবেশ কর্‌তে পাবে না। রাখাল-বেশ ভিন্ন রাধা তোমার এ রাজবেশ দর্শন কর্‌বেন না।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি রাখাল বেশে আসিতেছি, বলিয়া রাখাল-বেশ ধারণ ক'রে পুনরায় দ্বারে উপস্থিত হলেন।

ললিতা শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়া হাঁ, এই ঠিক হয়েছে, ব'লে তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের বদন পানে

চেয়ে, অঞ্চলে বদন ঢেকে শ্রীরাধা অধোবদনে রহিলেন। দেখে শ্রীকৃষ্ণ স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে ক্ষমা কর ;

আমি রাজা হ'য়ে যদি বসেছি রাজ-পাটে।

তথাপি তোমার আমি নিজ দাস বটে॥

ক্ষমা কর রাধে! তখন—

। ললিতা ঠাকুর, দুখানি শ্রীচরণ ধারণ কর, এ ত তোমার নূতন কিছু নয়, যে শেখাতে হবে!

এই বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার চরণ ধারণ করিলেন ; মান পরিত্যাগ হয় না, দেখে ললিতা কহিতেছেন ;—

গীত।

রাগিণী—দেওগিরি। তাল—ঢিমা-কাওয়ালী।

কমলিনী আজ একি, কমলে কামিনী দেখি।

চরণ-কমলে নীলকমল কে দিল কমলমুখি॥

একেত শ্যাম নীলকমল,

জলে ভাসে নয়নকমল,

করকমলে চরণ-কমল,

কমল-কানন নিরখি॥

কমলা-সেবিত কমলপদ গো!

সেই কমল-আঁখি,

প'ড়ে তোর চরণকমলে,

ওমা ওমা কর্‌লে একি,—

গঙ্গা যার চরণ-কমলে,
হ'য়ে ত্রিলোক নিস্তারিলে,
সে দায় প'ড়ে তোর পায় ধরিলে,
তুই কেন তায় হলি সুখী ॥
যার নাভি-কমলে ব্রহ্মা হয়ে,
কর্‌লেন সৃষ্টি স্থিতি,
সে ভাসে আজ মান-তরঙ্গে,
দেখি নে তার স্থিতি ;—
যে করে সৃষ্টিস্থিতিলয়,
তারে না দাও আলয়,
সূদন কয় আজ মনে এই লয়,
প্রলয় কর্‌লে চাঁদমুখী ॥

কথা।

তথাপি মান যায় না দেখে পুনরায় ললিতা কহিতেছে, ঠাকুর! এখন আর কি কর্‌বে, এইবার দুখানি চরণ সমাদরে মস্তকে ধারণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ অমনি দুখানি চরণ মস্তকে ধারণ করিলেন, তথাপি মান যায় না দেখে বিশাখা কহিতেছেন, রাজনন্দিনী, আর কেন? মানে ক্ষমা দেও, রাই। আবার বল্‌ছেন ;—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

দেখনা চেয়ে পায় মরি হায়
প্যারী তোর রাঙ্গা পায়।

চরণকমলে নীলকমল

আহা মরি কি শোভা পায় ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যাঁর পায়,

তাঁর শিরে কি পা শোভা পায়,

প্যারী আর ঠেলিস্ নে দুপায়,

কৃষ্ণধন কি যে-পায় সে-পায়।

সূদন বলে ও রাঙ্গা পায়,

বলি পাতালে পদ পায়,

আর শুনেছি ওই পায়, কৃপায়

জাহ্নবী জনম পায় ॥

তথাপি অভিমানিনী শ্রীরাধার মান যায় না দেখে ললিতা আবার বল্‌ছেন ;—

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী। তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

রাই চেয়ে দেখ চরণ পানে,

বধিস্ নে আর মান-কৃপাণে,

অলি শিরে করে পদমত্ত মধু পানে,

বাজে প্রাণে পানে পানে।

এই ভাল আচরণে হরি-চরণে,

কে না দেয় চন্দন তুলসী হরির চরণে,

(প্যারী) যে পড়ে নিদানে,

সে ত সকলের নিদানে, কে না জানে মনে মনে ॥

মানে মানে খোয়ালি, শ্যামকে হারালি মানে,
গিরিধর ধরালি পায়ে এ কু ছার মানে,—
(প্যারী) সূদন কয়—শ্রীদামের
কথা পড়ে না কি মনে,
পড়্‌বে মনে কিছুদিনে ॥

ললিতা আবার বলিতেছ ;—

গীত।

রাগিণী—বিভাস। তাল—কাওয়ালী।

মোহন-চূড়া লাগে পায়,
আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়।
রাজার মেয়ে হ'য়ে প্যারী,
যা করিস্ তা শোভা পায় ॥
যে হরি ধরে ত্রি-পায়
তাঁর চূড়া ভেঙ্গেছিস্ বাঁ পায়
তবু তায় চাইলে কৃপায়,
যাঁর পায় ধ'রে কেউ পা না পায় ॥
যা হইতে তুই নারীর চূড়া,
ভাঙ্গিলে গো তাঁর মাথার চূড়া,
শুনেছিস্ যে ভেঙ্গে চূড়া,
কে কোথায় হয়েছে চূড়া।
যে চূড়ায় তুই পেয়েছিস্ পায়,
ত্রিজগৎ তাঁর পায় পিণ্ড পায়

সুরধুনী জন্মে যে পায়

তাঁর অপরাধ কি পায়-পায় ॥

ঐ কৃষ্ণধন যে-পায় সে-পায়,

তা তুমি জান ত প্রায়

পায় ধ'রে তাঁর ধরালি পায়।

যাঁর মনে পূতনা দিল পায়,

বকাসুর সমাজ পায়,

সুদন বলে ধরি তু'পায়

তায় আর ঠেলো না তুপায় ॥

কথা।

ঐ বাক্য শ্রবণ ক'রে শ্রীরাধার মানের শেষ হইল তখন—

ধূয়া।

ঘোমটা বাড়ায়ে শিরে।

অমনি আড়ে-আড়ে বদন হেরে।

কথা।

তখন শ্রীরাধিকা কহিতেছেন—

আমায় ছেড়ে কোথা ছিলে হে হরি।

এখন মান কর্‌লেও ত করিতে পারি।

মান কর্‌ব না হে কথা বলি—

তখন চিরদিনের জনিত তুঃখ সব দূরে গেল।

হেরি যতুনন্দনে আনন্দে ভেল ॥

তখন বামে কিশোরী, দক্ষিণে রসরাজ! আ মরি মরি! কি রূপের শোভা!

ঐ যুগলরূপ দর্শন ক'রে ললিতা কহিতেছেন,—

গীত।

রাগিণী—ভৈরবী, তাল—ঢিমা কাওয়ালী।

বসিলেন রাই সিংহাসনে আপনা বঁধুয়া-সনে,
উভয়ে যুগল হ'ল, গেল বিচ্ছেদ, হুতাশনে;
ললিতা কয় অদর্শনে।
কালাচাঁদের করে ভানু কত চন্দ্র পায়
রাইকিশোরী চাঁদের মালা চাঁদে চাঁদ মিশায়;
অতুল্য তুলনা-রূপ তুল্য ত দেখি নে,
শ্যাম তুল্য রাই বিনে॥
কোন ধনী, বলে ধনি, দেও হরিধ্বনি
মিলিল মিলিল বামে হের রাই-ধনি,—
সূদন বলে ও যে রূপ, ত্রিলোকে না পায় ধ্যানে;
ধন্য ব্রজবাসিগণে॥

কবি কয় তোমরা সবে হরি হরি বল।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ দোঁহায় মিলন হইল॥

সম্পূর্ণ

কবিবর শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টীর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ঋণ-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত, সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১॥০

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরার যশঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমরকেতন, চন্দ্রকেতু, নীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলারী, নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলে যশের অভিনয়, বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর, মদনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিনী সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পার্টীতে নব-রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী, ধুরন্ধর, ভদ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মহুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত বড়ী-অপেরাপার্টীর বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, দয়ালচাঁদ, রক্ষিতা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সৎমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরায় দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গজেন্দ্র, কমলা, দুর্জ্জয়ময়ী, শান্তা, দুর্ম্মতি সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, বড়ী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, মদনলাল, মোহন মাধুরী, কৃষ্ণা, রত্নাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ মাত্র।

বিশ্ব-বিমোহন অভিনব নাটক

শৈশব-সাধনা বা ধ্রুবচরিত, শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরার অপূর্ব্ব অভিনয়। ইহাতে সেই উত্তানপাদ, ধ্রুব, উত্তম, সবর্ণ, সুবাদী, সংযোগ, সুনীতি, সুরুচি, ইরাবতী প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

শ্মশানে মিলন ভাবুক-কবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত; এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আদকের দলে মহাসমারোহে অভিনীত, ইহাতে আছে—সেই সেনাপতি বিরাটকেতনের বিরাট ষড়যন্ত্র, মন্ত্রীর ভীষণ চক্রান্ত, শশবিন্দুর আত্মত্যাগ; আত্মসাৎএর হাস্যের তরঙ্গ—নানা রঙ্গভঙ্গ, আরও আছে শোকাকুলা শৈব্যাসতী, প্রেমাকুলা দেবসেনা, শক্তি পাগলিনীর গীত-লহরী প্রভৃতি। এমন দিগন্তব্যাপী যশের অভিনয় আর নাই। [সচিত্র] মূল্য ১৷৹ মাত্র।

যুগল বীর-কুমার "শ্মশানে মিলন" প্রণেতা সুকবি শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত, সত্যম্বর অপেরা পার্টির অভিনয়; ইহাতে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ, লব কুশের যুদ্ধ, পুত্র-পরিচয়, অকাল-মৃত্যু, বাল্মীকি, অবতার, অবতারের সেই "আমার বাবা" গান, সবই আছে, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

বিক্রমাদিত্য "শ্মশানে মিলন" লেখক নিতাই বাবুর রচিত, বালক-সঙ্গীত সমাজে অভিনীত; ইহাতে যশোবর্দ্ধন, স্কন্দগুপ্ত, ভর্তৃহরি, শকাদিত্য, তত্ত্বানন্দ, মুণ্ডনর্দ্দন, তিলোত্তমা, ভানুমতী সবই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

শিবি-চরিত্র প্রবীণ কবি ৺প্রমথনাথ কাব্যতীর্থ বিরচিত ও সতীশ মুখার্জ্জীর দলে যশের অভিনয়, সেই বিকর্ত্তন, জয়সেন, সুসেন, চণ্ডবিক্রম, পৃথুপাল, কীর্ত্তিসিংহ, শক্তি ও শান্তি, জয়ন্তী, সুশীলা সবই আছে। মূল্য ১৷৹

জয়দেব ইহাও উক্ত প্রমথ বাবুর রচিত এবং সতীশ মুখার্জ্জির অপেরার অভিনয়ে কোহিনুর-মণি; ইহাতে সেই সত্যানন্দ, ধীরানন্দ, হলায়ুধ, লক্ষ্মণসেন, বিক্রমসেন, কীর্ত্তিসেন, কমলিনী, পদ্মাবতী, নর্ম্মদা প্রভৃতি আছে, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

কল্যাণী "শ্মশান" লেখক সেই তেজস্বী নাট্যকার শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রণীত। সতীশ মুখার্জ্জির উজ্জ্বল অভিনয়। ইহাতে সেই চন্দ্রকেতু, মৈনাকবাহু, মনোচোরা, চঞ্চলা, মালাবতী, মৃণালিনী সবই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

শ্মশান সুকবি শ্রীযুক্ত পশুপতি চৌধুরী রচিত; সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জির অপেরার গৌরবপূর্ণ অভিনয়। সেই জয়চন্দ্র, পৃথ্বীরাজ, সমরসিংহ, বিজয়সিংহ সুধীর ও ধীরেন্দ্রসিংহ, কল্যাণসিংহ, মঙ্গলাচার্য্য, অবিদ্যা, বিবেক, ধর্ম্মক্ষেপা, ইন্দুমতী, বিমলা প্রভৃতি সকলই আছে। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

সুষজ্ঞ উক্ত পশুপতি বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-নিশান! ইহাতে কবির কল্পনা-কাননের সেই অজিতবাহু ও ভীমসিংহ, সেই নন্দকুমার ও হতভাগা, সেই কুহকের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, সেই ছায়াবতী, মূর্ত্তিমতী প্রতিহিংসা, বর্ণোল্লাসিনী শৈলেন্দ্রী সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

প্রহসন সপ্তরত্ন

এই ৭ খানি প্রহসন রত্ন-বিশেষ। বহুদিন হইতে বহু থিয়েটার ও যাত্রার দলে বহুবার অভিনীত হইয়াও যাহা অদ্যাপি নিত্য নূতন, এখনও যাহার অভিনয়ে থিয়েটার ও যাত্রায় লোকে-লোকারণ্য, আসরে চারিদিকে হাসির রোল উঠে, এমন প্রহসনগুলি ছাপা না থাকায় অনেকে অনেক দিন হইতে পুস্তকাভাবে ইহার অভিনয়ে বঞ্চিত, সেই অভাব মোচনের জন্য বহুকাল পরে পুনরায় ছাপা হইল।

(এই প্রহসনগুলি অতি অল্প সময়ে, অল্প লোকে, অতি সুন্দর অভিনয় হয়)

চক্ষুদান বারমুখো বেশ্যাসক্ত স্বামী, সতী স্ত্রীর কৌশলে পড়িয়া কিরূপ সমুচিত শিক্ষালাভ করিল, দেখিয়া হাস্য সংবরণ দুঃসাধ্য হইবে। মনোমোহন ও বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

উভয় সঙ্কট দুইবিবাহ করিয়া দুই দিক্ হইতে স্বামী বেচারার মদন-মোহনের দোল খাওয়া দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হউন, ন্যাশনাল, বেঙ্গল প্রভৃতি বহু থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য ।০ মাত্র।

যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল কুলস্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি—সতীর হাতে জবর সাজা। মুন্সেফ, পেস্কার প্রেমের দায়ে গাধা সাজা, ভারি মজা! ন্যাশন্যাল, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত; মূল্য ।৴০ আনা।

জেনানা—যুদ্ধ দুই সতীনে ঝগড়া করে, গোবেচারা মার খেয়ে মরে! শেষে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, মূল্য মাত্র চার-আনি। নানা থিয়েটারে অভিনীত, গ্রামোফোন রেকর্ডে প্রচলিত।

বুঝলে কিনা বা ভণ্ড দলপতি দণ্ড, দলপতির মহা কেলেঙ্কারী, মেথ রাণীর প্রেমে আত্মহারা, শেষে ধরা পড়া, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হাসিতে হাসিতে বত্রিশ নাড়ীতে টান্ ধরিবে। মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

হিতে বিপরীত বিয়ে পাগ্‌লা বুড়োর বিয়ে। গাধার টোপর মাথায় দিয়ে। ঘোম্‌টার ভিতরে গুঁফো ক'নে। হাঃ হাঃ হাঃ হেসে বাঁচিনে! বাসর-ঘরে রসের গান—দুশো মজা! মূল্য ।০ মাত্র।

দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ হাস্য-কৌতুকে পূর্ণ; সেই জগমোহন, সতীশ, কমলমণি ও বেদিনীদের নৃত্যগীত সব আছে। মূল্য ।৴০ আনা।

এই প্রহসনগুলি ষ্টার, বেঙ্গল, ন্যাশন্যাল, মনোমোহন, মিনার্ভা প্রভৃতি নানা থিয়েটার ও বহু যাত্রাদলে অভিনীত। আমরা বহু প্রহসন হইতে বাছিয়া এই ৭ খানি অতি উৎকৃষ্ট প্রহসন প্রকাশ করিলাম। আমাদের অভিপ্রায় এই ফার্সগুলি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র যাত্রা থিয়েটারে অভিনীত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমল আনন্দ দান করুক।

যখন অতি অল্পদিনে ৭ম সংস্করণে ১৪,০০০ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে,
তখন ইহাই এই উপন্যাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রশংসা!

শক্তিশালী যশস্বী সুলেখক "মায়াবী" প্রণেতার

অপূর্ব্ব-রহস্যময়ী লেখনী-প্রসূত—সচিত্র

নীলবসনা সুন্দরী

অতীব রহস্যময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

পাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মায়াবী, মনোরমার সেই সুনিপুণ, অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ অরিন্দম ও নামজাদা দুঃসাহসী ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্রবিজয়ের আর একটি নূতন ঘটনা—সুতরাং ইহা যে গ্রন্থকারের সেই সর্ব্বজন সমাদৃত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয় "মায়াবী" ও "মনোরমা" উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠকালে যাহাতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ রহস্য-সৃষ্টিতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহস্ত; তিনি দুর্ভেদ্য রহস্যাবরণের মধ্যে হত্যাকারীকে এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের সুযোগমত সময়ে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, তৎপূর্ব্বে কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্কন্ধে হত্যাপরাধ চাপাইতে পারিবেন না—অমূলক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল বিভিন্ন পথেই চালিত হইবেন; এবং ঘটনার পর ঘটনা যতই নিবিড় হইয়া উঠিবে, পাঠকের হৃদয়ও ততই সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিবে। ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয় নাই, যাহাতে একটা-না-একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাব অথবা কোন চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্রবিকাশে পাঠকের বিস্ময়-তন্ময়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হয়; এবং যতই অনুধাবন করা যায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রহস্য নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে থাকে—গ্রন্থকারের রহস্য-সৃষ্টির যেমন আশ্চর্য্য কৌশল, রহস্যভেদেরও আবার তেমনি কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ! পড়ুন—পড়িয়া মুগ্ধ হউন। ৩০৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, চিত্র-পরিশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১।০ মাত্র।